মক্ষীরানী

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র, ১৩৭০

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কণ : অজিত গুপ্ত

মুদ্রণ : ব্লকম্যান প্রসেস

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত

ও পি. এম. বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড ১৯ গুলু ওস্তাগর লেন,

কলিকাতা ৬ হইতে শ্রীজয়ন্ত বাক্‌চি কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীমতী অরুণা চক্রবর্তী

ও

শ্রীপার্বতীপদ (দ্বিজ) চক্রবর্তীকে

এই লেখকের

দিনরাতের খেলা
সমুদ্রের হাওয়া
দূরের মিছিল
কাঞ্চনময়ী
পূর্বপত্র

মক্ষীরানী

॥ এক ॥

ওরা আমাকে ডাকছিল !

আমি কিছু দূরে দাঁড়িয়ে দেখলাম ট্রেনের সব চেয়ে সুন্দর কামরায় এক সঙ্গে অনেক হাত নড়ে উঠছে। রাংতা মোড়া চকোলেটের মত একটা জিনিস ওরা আমাকে দেখাচ্ছিল এবং কথাও বলছিল। কিন্তু সেই সময় অন্য লাইনে লম্বা একটা মালগাড়ি বিশ্রী রকম শব্দ করছিল বলে আমি ওদের কথা শুনতে পাইনি।

আমার আধ ময়লা নীল ফ্রক হাওয়ায় অনেকটা উঠে যাচ্ছিল। অপ্রস্তুতের মত আমি তা টেনে টেনে ঠিক রাখবার চেষ্টা করলাম। আমার ভয় হচ্ছিল ওরা আমার জাঙিয়াও দেখে ফেলবে। ভয় না, লজ্জা। সম্ভবত, সেই প্রথম সঙ্কোচের হিম-হিম একটা অনুভূতি আমার মনে নতুন বোধের স্পর্শ এনেছিল।

হেমন্তের বিকেল পুকুরে ঢেউ লাগা শ্যাওলার মত থরথর করছিল। ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওপরে উঠতে-উঠতে ফিকে হয়ে আসছিল। মিষ্টি একটা গন্ধ ছুটে বেড়াচ্ছিল চারপাশে। আমি স্টেশনের ছোট ঘরের দিকে তাকালাম।

টেলিগ্রাফের টরে-টক্কা শব্দ হচ্ছে। বাবা মুখ নিচু করে কী সব লিখে যাচ্ছে। এর মধ্যেই স্টেশনের ছোট ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। বাবা জানে না, আমি তার ঘর থেকে চুপে চুপে বেরিয়ে হঠাৎ এক সময় ট্রেনের বড় কাছাকাছি চলে এসেছি।

ট্রেনের কামরায় সেই সব সুন্দর-সুন্দর মুখ আমি অনেক সময় নিয়ে দেখলাম এবং হাত বাড়িয়ে রাংতা মোড়া চকোলেটের মত জিনিস নেয়ার নেশায় ট্রেনের কাছাকাছি আরো খানিকটা এগিয়ে গেলাম।

যতদূর মনে পড়ে, আমি তখনো দু-হাতে আমার আধ-ময়লা নীল ফ্রক টেনে রেখেছিলাম। শুধু লজ্জা সঙ্কোচের জন্যে না, আমার অপরিচ্ছন্ন জামা-কাপড়ও আমাকে বড় পীড়া দিচ্ছিল। ফ্রকের দু-একটা

হুক খুলে পড়েছে। এক জায়গায় ছিঁড়েও গেছে। এই সব কারণে আমি প্ল্যাটফর্মের ওপর বেশ আস্তে আস্তে হাঁটছিলাম।

"হ্যালো সুইটি!"

"হ্যালো ডার্লিং!"

"আও, আও ছোটা বিবি!"

সেই সব লোকরা নিজের মধ্যে কী সব বলাবলি করে খুব হাসছিল এবং চুমু খাওয়ার মত শব্দ করছিল। আমার একটুও ভয় লাগে নি। আমি খুব মজা পাচ্ছিলাম।

আমার মনে হচ্ছিল, ওরা আমাকে রাংতায় মোড়া ঝকমকে জিনিসটা দিয়ে জোর করে ওদের কামরায় তুলে নেবে। ওদের কাছে সেই রকম জিনিস আরও আছে অনেক। আমি সব নিয়ে নেব। রাংতাগুলো আলাদা করে রাখব।

নানা রঙের রাংতা জমিয়ে রাখা আমার শখ। বাবার সিগ্রেটের প্যাকেটের পাতলা রাংতা আমিই সরিয়ে রাখি সব চেয়ে আগে। চায়ের প্যাকেট কেনা হলে সব চা একটা শিশিতে রেখে সে-রাংতাও আমি অনেক মোটা মোটা বই চাপা দিয়ে নরম করবার চেষ্টা করি, তারপর যত্ন করে তা তুলে রাখি আমার শোবার ঘরের সব চেয়ে উঁচু তাকের ওপর ছোট ছোট ভাইবোনেরা নষ্ট করে ফেলবে বলে।

আমার মা রাংতা বলে না, বলে, সিসে। এবং আমার এই শখকে মোটেই প্রশ্রয় দিতে চায় না। মা আমাকে প্রায়ই শোনায়, সিসে জমিয়ে জমিয়ে জঞ্জাল বাড়াস না।"

মার কথা আমি শুনি না।

রঙ চঙে নতুন রাংতার লোভেই আমি ট্রেনের সেই সব লোকের কাছে একটা নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। মাত্র কয়েক পা এগিয়েছি, এমন সময় হঠাৎ ভূমিকম্পে ঘর-বাড়ি কেঁপে ওঠার মত ট্রেনটাও নড়ে উঠল। অনেক দূরে, শেষ কামরা থেকে নেমে সাদা পোশাক-পরা গার্ড সবুজ নিশান নাড়তে-নাড়তে বাঁশি বাজিয়ে দিয়েছে।

যেখানে গার্ড দাঁড়িয়েছিল, তারপরেই কিছু দূরে তার নিশানের মত

সবুজ রঙের কাঠের একটা ঘর। আমার মনে হল, সেই ঘরের গা বেয়ে রূপোলী মই-এর মত উঠেছে সিগন্যালের খাঁজ-কাটা ইস্পাত। আরও ওপরে বড় তারার মত লাল ও সবুজ আলো স্থির হয়ে আছে।

আর কয়েক মুহূর্ত পার হলেই ট্রেন বাঁক নেবে, মিলিয়ে যাবে। আমার চোখ ঝাপসা, বুকের ভিতর কনকন করে উঠছে। পেলাম না— আমি পেলাম না নতুন-নতুন রাংতা। কাল আসব, পরশু আসব— রোজ আসব। সেইসব মানুষ আবার আমাকে ডাকবে।

হেমন্তের বিকেল ফিকে আঁধারে ডুব দিয়েছে। অদ্ভুত চোখের মত ট্রেনের শেষ কামরার পিছনের দুটো আলো আমাকে আর একবার ডাক দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি সেখানে ছিলাম, বিমূঢ় হয়ে আরও কিছু সময় সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলাম। যে ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে আমি এতটা এগিয়ে এসে-ছিলাম, এখন তা কেটে গেছে। হাওয়া ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা। আমার শীত-শীত লাগছিল।

দূরে, লাইনের ওপারে ছোট বড় গাছের আশেপাশে পুঞ্জ-পুঞ্জ কুয়াশা জমেছে। অন্ধকারে যেন আরো কালো হয়ে মাল গাড়িটা একদিকে থেমে আছে। আমি তার এঞ্জিনের হাঁস-ফাঁস শুনতে পাচ্ছিলাম।

যেসব ফেরিওলা ট্রেনের কাছে এগিয়ে এসেছিল আমারই মত, এখন তারা আর কেউ নেই। প্ল্যাটফর্ম খালি-খালি। যে সুন্দর গন্ধ খেলছিল তা-ও মিলিয়ে গেছে। তাহলেও আমি বাবার কাছে ফিরে যেতে পারলাম না অনেকক্ষণ।

বড় দূর থেকে আবার বাঁশীর শব্দ ভেসে এল। ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলী কেটে কেটে যাচ্ছে। আমার চোখ ছিল সামনে, যেদিক দিয়ে সেই সুন্দর কামরার ট্রেন অল্প আগে হারিয়ে গেছে, সেদিকে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও একটা অস্থিরতা আমার বুকের মধ্যে এঞ্জিনের শব্দের মতন ঝকঝক করে উঠছিল। কতদূর ট্রেন চলে গেছে আমার কোন ধারনা ছিল না, মনে হচ্ছিল ময়লা ফ্রক

পরে আমি এমন করে এখানে আর বেশী সময় দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।

সেইসব লোক এবং রাংতা মোড়া প্যাকেটের স্বপ্ন ট্রেনের চেয়ে আরও অনেক বেশী গতিশীল একটা যন্ত্রের মত আমাকে আমার মা-বাবার কাছ থেকে, ছোট ভাই বোনের কাছ থেকে—এমন কি, গ্রামের মত এই ছোট শহর থেকে ক্রমাগত ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল !

॥ দুই ॥

ছোটবেলায় চোখের সামনে থেকে হঠাৎ একটা ট্রেন অদৃশ্য হয়ে যাবার পর আবছা অন্ধকারে একা-একা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে যে কথা সতীর মনে এসেছিল, আজ অনেক পরে সে আবার তেমন ভাবল এবং মনে মনে বলল, "এমন করে আমি এখানে আর থাকতে পারব না।"

বাইরে বাতাস সিরসির করছে। আকাশে সরু একফালি চাঁদ। কিছু আগে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছিল বলে ভিজে মাটির গন্ধ উঠছে। জানলার দিকে কপাল ঠেকিয়ে করুণ একটা নিশ্বাস ফেলল সতী।

রাতের শেষ ট্রেন এই মাত্র দেবনাথ পার করিয়ে দিল। ঝমঝম শব্দ শোনবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তন্দ্রার মত মনে হচ্ছিল সতীর—হয় তো কিছু সময়ের জন্যে সে ঘুমিয়েও পড়েছিল। এখন সতী জানলায় এসে বসল। বেশী সময় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় দেবনাথের।

শুধু দেবনাথের রুক্ষ মেজাজের কথা ভেবে নয়, বাবাকে ভয় করে না সতী—তার মনে অন্য আশঙ্কা ছিল। দেবনাথ জোরে জোরে দরজা ঠেললে চমকে উঠবে খোকা, ভোম্বল জেগে উঠবে। আর আবার এক সুরে কান্না জুড়ে দেবে কচি।

সুষমা শীর্ণ, অসুস্থ। গর্ভে আর এক সন্তানের ভার বহন করতে

হচ্ছে বলে এখন সে আরও দুর্বল, আরও ক্লান্ত। এক-এক সময় করুণ চোখে সুষমা সতীর দিকে তাকায়, হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, "ভাগ্যিস, তুই বড় হয়ে গেছিস! তুই না থাকলে এতগুলো বাচ্চা আমাকে পাগল করে দিত রে!"

আর কিছু আগে, সতীর বয়স যখন কম, তখন সুষমার এইরকম কথা সে চুপচাপ শুনত এবং ধরে নিয়েছিল মা-র সুখের জন্যে, স্বাস্থ্যের জন্যে তার এক-একটি বাচ্চার উপদ্রব তাকেই সহ্য করে যেতে হবে। মা যে বেশীদিন বেঁচে থাকবে না এমন আশঙ্কাও কখনো-কখনো সতীর মনে দেখা দিত।

এবং তখন এক ভয়াবহ ভবিষ্যতের ছবি তার কৈশোর কালের সব স্বপ্ন, আকর্ষণ ও কল্পনা মুছে দিয়ে যেত। অর্থাৎ এই সংসারের পুরো ভারটাই সতীর ওপর পড়বে। তখন কথায় কথায় বকাবকি করবে দেবনাথ। মা না থাকলে বাবার মেজাজ যে আরও খারাপ হবে তা বোঝবার মতন বয়স না হলেও একটা বোধ এর মধ্যেই জন্মে গিয়েছিল সতীর।

কিন্তু সতী যেমন ভেবেছিল, শেষ অবধি তেমন হলনা। সুষমা বেঁচে থাকল। সতী একটা করুণ ও অবজ্ঞার দৃষ্টি মেলে এই সংসার এবং তার মা-বাবার দাম্পত্যজীবন দেখতে দেখতে এখন বড় স্পষ্ট করে ভাবতে পারে যে দেবনাথকে সুখ দেওয়ার জন্যে, রাতের পর রাত তার অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করে নিজের মধ্যে এক-একটি প্রাণ ঘন ঘন বহন করবার জন্যেই সুষমা বেঁচে আছে।

"সতী?" হাওয়ার ঝাপটায় জানলার একটা পাল্লা খুব জোরে শব্দ তুলেছিল বলে তন্দ্রার মতন ভাব হঠাৎ কেটে গেল সুষমার, সে তাড়া-তাড়ি তক্তাপোষের ওপর উঠে বসে বলল, "তোর বাবা ফিরেছে?"

"না।"

ছোট একটা হাই তুলল সুষমা, আস্তে তক্তাপোষ থেকে নেমে সতীর কাছে এসে বলল, "হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, এবার তুই যা শুয়ে পড়।"

সতী উঠল না, যেখানে বসেছিল সেখানেই স্থির হয়ে থাকল, "একবার

শুয়ে পড়লে আর আমি উঠতে পারি না।"

সুষমা হাঁপাচ্ছিল, সতীর কথা শুনে হাসবার চেষ্টা করে বলল, "তোকে উঠতে হবে না, আমিই সব করে নেব।"

সতীর মেজাজ ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে এই রকম কথা অনেক সময় বলে সুষমা এবং ভয়ে ভয়েই মেয়ের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কেননা শুয়ে পড়বার পরেও অনেকবার সতীকে আবার উঠে এসে খোকা, ভোম্বল কিম্বা কচিকে ভোলাতে হয়েছে। তখন ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত দেবনাথ—সবে খেতে বসেছে। তাকে ছেড়ে ছেলেমেয়ের কাছে উঠে আসতে পারেনি সুষমা।

সতী কিছু রুক্ষস্বরে বলল, "বেশী কথা বোলো না। যদি কেউ উঠে পড়ে, তাহলে আমি কি সব ক'টাকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলব—"

"সতী, এসব বলতে হয়না।"

"মা, চুপ কর!"

জানলায় বসে-বসে দেবনাথের অপেক্ষা আর করল না সতী, আর একটা ছোট ঘরে এসে আলো জ্বালাল। বালবে ধূলো জমেছে, আলো বিবর্ণ। ম্লান আলোয় আর একবার তার নিজের ঘরের চারপাশে তাকিয়ে নিল সতী। মা-বাবার ঘরের মতন একটা তক্তাপোষ আছে এখানে, কিছু ছোট—একা শোয়ার মত। ছোট একটা আয়না দেয়ালে পেরেক মেরে টাঙান। একদিকে একটা আধময়লা মাদুর গুটিয়ে রাখা হয়েছে। দেয়ালের কোনায় ঝুল, মাকড়সা। সস্তা কাঠের ছোট টেবিলের ওপর অনেক বই। এসব সতীর। এখন আর কাজে লাগেনা। ইস্কুলের শেষ পরীক্ষা হয়ে গেছে। পাস করলে কলেজে পড়বে সতী। পড়বেই।

পালামৌ অঞ্চলের এই ছোট শহর জাপলায় কলেজ নেই, সতীকে ডাল্টনগঞ্জে গিয়ে পড়তে হবে। মা-বাবার তাকে আর পড়াবার ইচ্ছে নেই। এসব ভাবতে ভাবতে সতীর চোখ ছোট হল, জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ল কয়েকবার এবং তার নরম বুকের মধ্যে বিতৃষ্ণার প্রবল একটা বেগ উথলে উঠল। মা-বাবা ভাইবোন, অভাবের এই সংসার, এত দায় সতীকে বড় নিষ্ঠুর, বড় কঠিন করে তুলল।

ডাল্টনগঞ্জে না, পাস করলে আরও দূরে কোথাও কলেজে পড়তে যাবে সতী। যত দূরে থাকা যায়, যত কম আসা যায় এখানে। এক-বার বের হতে পারলে এখানকার কারুর কথাই মনে পড়বে না তার। বিবর্ণ আলোয় দেয়ালে টাঙান সস্তা আয়নায় নিজের মুখ বড় সুন্দর মনে হল সতীর এবং একটি নাম বিদ্যুৎ ঝলকের মতন তার মনে খেলে গেল, কলকাতা!

"আমি কলকাতায় যাব। মা, আমি কলেজ পড়ব। বাবা, তোমার এক বন্ধু আছে না সেখানে—" সতী আপনমনে বলতে থাকল, "সেই যে যার ছেলেমেয়ে কেউ নেই—" সে তার মৃত তিন ভাইবোনের কথা ভাবল, "রণ্টু, স্বাতী আর রমা যখন বেঁচেছিল তখন একদিন তুমি মাকে বলেছিলে—দু-একজনকে পাঠিয়ে দিই নন্দলালের কাছে কলকাতায়, সে-ই মানুষ করে দিক! আমি তো এদের কথা ভাবতে ভাবতে পাগলের মত হয়ে যাই—"

আয়নার সামনে থেকে সরে এসেছিল সতী, আলো নিবিয়ে দিয়েছিল। মশারী একটা আছে তার, আজ টাঙাবার মতন ধৈর্য ছিলনা সতীর। মশারী ছেঁড়া, অনেক ফুটো। মাথার কাঁটা দিয়ে অনেক সময় নিয়ে সেইসব ফুটো বন্ধ করবার চেষ্টা করে সতী। কিন্তু মশা তাকে কামড়ায় রোজই। আজ দেবনাথের বন্ধু কলকাতার নন্দলালের কথা ভাবতে ভাবতে চোখ বুজে কাঠের মত শক্ত বিছানায় পড়ে থাকল সতী। এবং মনে মনে শুধু বলল, "ঈশ্বর, আমাকে পাস করিয়ে দাও!"

এখন ফিরেছে দেবনাথ। বাইরে হু-হু হাওয়া। শীত-শীত। ঘুমিয়ে পড়লেও জেগে উঠতে হত সতীকে। কেননা অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ অনেক বেশী জোরে দরজার আওয়াজ তুলেছিল দেবনাথ। ভয় পেয়ে চিৎকার করে কাঁদছে ভোম্বল। সতীকে ডাকতে সাহস হয়নি সুষমার, ভোম্বলকে কোলে নিয়ে সে দরজা খুলতে যাচ্ছিল কিন্তু না ডাকতেই উঠে পড়ল সতী।

সুষমাকে বলল, "আমি যাচ্ছি।"

সতীকে দেখে দেবনাথ হাসছিল। তার মুখ পরিশ্রান্ত, চুল উস্কো-খুস্কো। সতী জানত এত রাতে তার শরীরের ভাঁজে ভাঁজে ক্লান্তি জমেছে। এবং দেবনাথের দরজা ধাক্কা দেওয়ার আওয়াজ শুনে সতীর মনে হয়েছিল আজ তার মেজাজও তিক্ত, অপ্রসন্ন। এত রাতে দেবনাথকে হাসতে দেখে সতীর চোখে বিস্ময় ঠেলে উঠছিল।

"যাক সতী", ঘরে ঢুকতে ঢুকতে দেবনাথ বলল, "তুই পাস করে গেছিস, একজনকে তোর নম্বর দিয়েছিলাম, সে খবর পাঠিয়েছে—একেবারে ফার্স্ট ডিভিশন, রীতি মত ভাল রেজাল্ট—" সে সতীর পিঠে খুব আস্তে আদর করার মত আঘাত করল।

কিছু আগেই তক্তাপোষে শুয়ে ঈশ্বরকে ডেকেছিল সতী, পাস করিয়ে দেওয়ার জন্যে প্রার্থনা জানিয়েছিল—দেবনাথের কথা শুনে প্রথম-প্রথম হঠাৎ এক অলৌকিক বিশ্বাস তাকে কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ় করে রাখল। পরে, আবার আপন মনে সে ঈশ্বরকেই খুঁজল, "আমি যেন কলকাতায় যেতে পারি!"

আরও পরে একটা যন্ত্রের মত দেবনাথকে প্রণাম করল সতী।

সতীর পাসের খবর শুনে সুষমার শীর্ণ মুখেও হাসি ফুটে উঠল। সে থেমে থেমে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল, "আর কেউ হলে পাসই করতে পারত না, পড়বার কতটুকু সময় তুই পেয়েছিস!"

সুষমার কোলে যে ছেলেটা কাঁদছিল তার দিকে ঈষৎ বিরক্ত হয়ে তাকাল দেবনাথ, "তা ঠিক।"

একটা বিশ্বাস এখনো স্থির হয়ে ছিল সতীর মনে, সে দেবনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে জেদ প্রকাশ করার মতন বলল "আমি কলেজে পড়ব।"

দেবনাথ কথা বলল না, গলার ঘাম মুছে মুখ ধোয়ার জন্যে বাইরে পা বাড়াল। ভোম্বলকে ঝপ করে সতীর কোলে তুলে দিল সুষমা। তাকে এখন দেবনাথের খাবার সাজাতে হবে। একটা নির্জন ঘরে হঠাৎ ঘুমভাঙা কচি ছেলের কান্না শুনতে শুনতে সতীর মন থেকে তার ভবিষ্যৎ জীবনের সব আলোকময় ছবি নিষ্প্রভ হয়ে আসছিল।

আশ্চর্য, সতীর কোলে এসে ভোম্বল ঘুমিয়ে পড়ল অল্প পরেই। মা বাবার ঘরে তাকে শুইয়ে দিয়ে এল সতী। ইচ্ছে করলে এখন সে নিজেও শুয়ে পড়তে পারত, কিন্তু সে জানত তার ঘুম হবে না। এত উত্তেজনা ও আনন্দ ছাড়িয়ে সতীর মনে আর এক ধরনের সুখের অনুভূতি হচ্ছিল—এই পরিবেশ থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ যেন এসে গেছে।

সুষমা বড় ব্যস্ত, দেবনাথের খাওয়ার তদারক করছে। যদিও খাচ্ছিল দেবনাথ, তার কপাল চিন্তার কয়েকটি রেখায় ঈষৎ কুঞ্চিত, মুখে বিষাদের একটা ছায়া খেলছিল, এবং খিদে থাকলেও খাওয়ায় মন ছিল না দেবনাথের।

কিছু পরে দেবনাথ বলল, "কী করব ভাবছি—" রুটির ছোট একটা টুকরো ঢুকেছিল তার দাঁতের ফাঁকে, সে দাঁত খুঁটছিল, "সতী পাস করল, এখন তাকে কলেজে ভর্তি করা দরকার—" দেবনাথ একটু থামল, সুষমার উঁচু পেট দেখল, "এদিকে তোমার এই অবস্থা, সতী বাইরে পড়তে গেলে সংসারেরই বা কী হবে!"

সুষমা কিছু পরে ভেবে-ভেবে মৃদু স্বরে বলল, "এ বছরটা না হয় থাক, আমি বলছিলাম, আর পড়তেই যদি হয়, ও না হয় পরের বছর থেকে কলেজে যাক—"।

"পরের বছরেই বা কী হবে", দেবনাথ হাসল। তার হাসিতে ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের বড় স্পষ্ট প্রকাশ ছিল। এবং একজন পরাজিত মানুষের মত সে থেমে থেমে অস্ফুট উচ্চারণে বলল, "হস্টেলে থেকে পড়ার খরচ অনেক। বাংলা দেশে বদলি হতে পারলে না হয়—তাই বা কে করে!"

"এসব নিয়ে এত ভেব না—" সুষমা সান্ত্বনা দেওয়ার মত ক্লান্ত ও বিব্রত দেবনাথকে বলল, "সতীর আর পড়াশুনো করবার দরকারই বা কী!"

বাইরে ঠাণ্ডা হওয়া বইছিল। মেঝে, দেয়াল—সব স্যাঁত স্যাঁতে। একটা অদ্ভুত শীতলতা ঘরের মধ্যে ফেনিয়ে উঠছিল। কিছু দূরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মা-বাবার কথাও শুনছিল সতী। এবার একটা ঝাঁজ তাকে

দিশাহারার মত করে তুলছিল। মনের অপ্রকৃতস্থ অবস্থা কাটিয়ে নেয়ার জন্যে ঘুম না এলেও সে কয়েক মুহূর্ত চোখ বন্ধ করে থাকল।

এ সময় সতীর মনে হচ্ছিল, দূরে কোথাও একটা ট্রেনের শব্দ হচ্ছে। ক্রমে ট্রেনের কতগুলা ঝকঝকে কামরা তার খুব কাছে এসে পড়েছিল। কয়েকটি সুদর্শন পুরুষ তাকে ডাকছে। রাংতা মোড়া বড় বড় প্যাকেট এখন সতীর হাতের মুঠোয়। যেন একটা ঘরের মধ্যে সে মা-বাবার সামনে এসে পড়ল। তার চোখ বড় নিষ্ঠুর এবং স্বরও রুক্ষ।

সুষমার দিকে না, দেবনাথের দিকেও না—ভিজে ভাঙা-ভাঙা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে সতী বলল, "আমি এ বছর থেকেই কলেজে পড়ব।"

সুষমা বুঝতে পারেনি সতী কখন এখানে এসে পড়েছে। দেবনাথও হঠাৎ হতবুদ্ধির মত হয়ে পড়ল এবং তার বলবার কথা ছিল না বলেই যেন আপাতত আহারে ব্যস্ত—এমন ভান করল।

"আমি কলকাতায় তোমার বন্ধুর বাড়িতে যাব, সেখানে থেকে কলেজে পড়ব—" সতী দেবনাথকে লক্ষ্য করে চেপে চেপে অস্বাভাবিক দৃঢ়তায় এই সব বলল এবং সম্ভবত একটা সমর্থনের আশায় তার দিকে তাকিয়ে থাকল।

চোখের সামনে আলোর মত কিছু হয়তো দেখতে পেল দেবনাথ। তার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, থালায় আঙুল ঘষতে ঘষতে নিজের জীবনের ব্যর্থতাকেই সে যেন গোপন করবার চেষ্টা করছিল, "নন্দলালের কথা আমিও ভেবেছি—"

"একটা চিঠি লিখে দাও বাবা!"

"অনেকদিন দেখা নেই—"করুণ একটা নিশ্বাস ফেলে দেবনাথ বলল, "চিঠি লিখলেই কি আর উত্তর আসবে!"

"হ্যাঁ আসবে—" সতী একটা অলৌকিক আত্মবিশ্বাসে দিশাহারার মত বলল, "উত্তর না এলেও আমি কলকাতায় যাব, নন্দ কাকার বাড়ীতে দু-এক দিন থেকে আমি যা-হয় একটা ব্যবস্থা করে নেব—"

দেবনাথ অসহায়ের মতন ম্লান হেসে বলল, "কী ব্যবস্থা করবি?"

"ইচ্ছে থাকলে সবই করা যায়।"

খাওয়া শেষ করে দেবনাথ উঠে পড়েছিল, সতীর দৃঢ়স্বর শুনে কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে থেকে পরে বলল, "না, যায় না। সবই যদি মানুষের ইচ্ছে মত হত সতী, তাহলে এই ছোট স্টেশনে আমি এই রকম অবস্থায় পড়ে থাকতাম না, বুঝলি ?"

দেবনাথের সামনে এত স্পষ্ট করে কথা বলে না সতী, আজ ইতস্তত না করেই বলল, "তুমি কিছু চেষ্টা কর নি বাবা।"

"কিন্তু কী চেষ্টা আমি করতে পারি বল ?"

সতীর মুখে একটা খুব রূঢ় উত্তর এসে গিয়েছিল, কিন্তু সে কথা বলবার আগেই সুষমা বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বলে উঠল, "এখন থাম তো, কী যা-তা বলছিস্! এত রাতে ফিরল তোর বাবা, এখন তার বিশ্রামের সময় না ?"

সতী জানে এখন দেবনাথের বিশ্রামের সময়। এবং সুষমার দৃষ্টি তার প্রতি বড় সজাগ। অন্য সময় তার মা-বাবার একান্তে সম্ভোগের কথা মনে হয় না সতীর, আজ সে ভাবল, সুষমা যেমন রাতের পর রাত নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্যের কথা না ভেবে দেবনাথের পাশবিক প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে এবং একের পর এক সন্তান প্রসব করে এসেছে, সতী কোনদিনও তেমন পারবে না।

আজ তার পাসের খবর শুনেই নয়, অনেক দিন থেকেই মা-বাবার ওপর একটা উৎকট বিতৃষ্ণা সতীকে বড় রুক্ষ ও কঠিন করে তুলেছিল। বস্তুত, ভাইবোন মা-বাবা—এই সংসারের ওপর তার কোন আকর্ষণ ছিল না। অনেকবার তার মনে হয়েছিল, একটা সুযোগ পেলেই এখান থেকে সে বেরিয়ে পড়বে।

ভিজে, এলোমেলো হাওয়ার জন্যেই জানলা খুলে রেখেছিল সতী। মাঝে মাঝে মেঘের ডাক শোনা যাচ্ছিল। এ সময় আকুল একটা কান্না সতীর বুকে ফেনিয়ে উঠছিল। তার জন্মের জন্যে এই রকম অবস্থানের জন্যে সে মনের মধ্যে অদ্ভুত এক ধরণের যন্ত্রণা অনুভব করছিল। এবং এই রকম মনের অবস্থার জন্যে সতী তার মা-বাবাকে যেন ঘৃণা করছিল।

যেকথা দেবনাথকে আজ বলতে চেয়েছিল সতী, সুষমা যা শেষ অবধি তাকে বলতে দিলনা সেইসব কথা একা একা অন্ধকারে একটা খুব পুরনো অপরিচ্ছন্ন বিছানায় শুয়ে তার মনে আবার খচখচ করে উঠছিল আর খাঁচার ভিতরে পশুর মত সে বড় কষ্ট পাচ্ছিল। পাস করবার কোন আনন্দ সতী এখন আর অনুভব করতে পারল না।

ভূতের মত কোথা থেকে আলোর একটা ছায়া ঘরের মধ্যে এসে পড়েছিল। যন্ত্রণাকাতর চোখে সতী দেখল সে-ছায়া দুলছে, খেলছে। দেখতে দেখতে হঠাৎ সে ভয় পেল এবং কিছু সময় চোখ বুজে থাকল। যখন চোখ খুলল সতী, তখন সে-ছায়া আর নেই।

মা-বাবা আমার জন্যে কোন কষ্ট সহ্য করেনি—একটা দাহ সতীর মনকে পেঁচিয়ে ধরছিল, সে ভূতে ধরা মানুষের মত ভাবতে থাকল, আমি পৃথিবীতে এসেছি শুধু তোমাদের প্রবৃত্তির জন্যেই। আমার মা আমাকে কয়েক মাস শুধু নিজের দেহের মধ্যে বহন করে যন্ত্রণা অনুভব করেছে, পরে তা ভুলে একটা তাগিদেই বাবাকে সঙ্গ দিয়েছে, কিম্বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার কাছে নিজেকে অর্পণ করেছে—কে জানে!

সতীর এই রকম ধারণা হওয়ার বিশেষ একটা কারণ ছিল। মাত্র কয়েক বছর হল অন্য ঘরে তার শোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ঘরে একা শুতে যে সতীর ভয় লাগতে পারে তা ভাবেনি তার মা-বাবা। সতী বড় হয়েছে, সব বুঝতে শিখেছে। বাপ-মায়ের সঙ্গে তাকে আর এক ঘরে থাকতে দেয়া যায় না—কাজেই সতীকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে অপরিষ্কার এবং অপরিচ্ছন্ন এই ঘরে।

প্রথম প্রথম খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল সতী। সুষমা তাকে স্পষ্ট করে কিছু বলে নি। এই ঘর ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করে সতীর খাটটা সরিয়ে এনেছিল। তার বিছানা বালিশ সতীর সঙ্গে সঙ্গে এ ঘরে আনতে-আনতে বলেছিল, "আজ থেকে তুই এ ঘরে শুবি—"

"একা শুতে আমার ভয় লাগবে।"

"দূর, ভয় কী! এখন বড় হয়েছিস না!"

সতীর আরো কথা বলবার ইচ্ছে হচ্ছিল—সে ভেবেছিল রাজী হবে না, তর্ক করবে সুষমার সঙ্গে, তাকে জানিয়ে দেবে যে আসল কারণ সে ধরতে পেরেছে অনেক আগেই। কিন্তু কিছু বলতে পারেনি সে।

সেই প্রথম মা-বাবাকে তার অশ্রদ্ধা করবার ইচ্ছে জেগেছিল। নিজেদের অসুবিধার কথা ভেবে তারা সতীকে ঠেলে দিয়েছে এই ঘরে একা শোবার জন্যে। সেই অনুভূতি আজ আরও তীব্র হয়ে তার মনে ফুটে উঠল। সতীর মনে পড়ে যাচ্ছিল প্রথম কৈশোরের হঠাৎ ঘুম-ভাঙা সেই সব রাতগুলোর কথা।

তন্দ্রাঘোরে সতীর মনে হয়েছিল সুষমার নাম ধরে দেবনাথ ডাকছে। একবার, দু'বার, তিনবার। প্রথমে আস্তে, পরে অল্প জোরে, শেষে সাড়া না পেয়ে আরো অনেক জোরে। দেবনাথ সম্ভবত সুষমার হাত ধরে নাড়াও দিয়েছিল।

"কী বলছ ?" ঘুমের আমেজে সুষমার স্বর ক্লান্ত, জড়ানো।

"এদিকে এস একটু !"

"না-না, এত রাতে ডাকাডাকি ক'র না।"

"এস !"

"ঘুমোও না।"

"শুধু-শুধু বাজে বকাচ্ছ কেন ?"

সতীর এখনো মনে পড়ে মা-র করুণ মিনতির মত গলার স্বর, "শরীরটা ভাল নেই আজ। বেশী রাত জাগলে কাল ভোরে কিছুতেই উঠতে পারব না—"

"এস না, দু-মিনিট—"

"সতী যদি জেগে ওঠে ?"

"এস, এস !"

সতীর সমস্ত শরীর লোহার মতন শক্ত হয়ে উঠেছিল। সে চোখ বন্ধ করে পড়েছিল উৎকর্ণ হয়ে। শুধু তার মনে হয়েছিল তারও জন্ম হয়েছে এই রকম ইচ্ছা-অনিচ্ছার খেলায়। সে রাতে অনেক পরে সতীও জল খেতে উঠেছিল।

বাবার ক্ষুধা, তার অতিরিক্ত পাশবিক প্রবৃত্তি এই সংসারকে একটা খাঁচার মতন করে রেখেছে। এত স্পষ্ট করে না বললেও, যদি সুষমা বাধা না দিত তাহলে সতী আজ দেবনাথকে বলে ফেলত, অন্য ভাবে বেঁচে থাকবার কোন চেষ্টাই তুমি করনি, এমন শুকনো জীবন, এমন উৎকট অভাবের জন্যে তুমিই দায়ী।

এ পাশে ফিরল সতী, স্থির হয়ে শুয়ে থাকতে পারল না। কিছু পরেই আবার অন্য দিকে ফিরল। এখানে তার সমবয়সী আর যত মেয়ে আছে, যারা এ বাড়িতে আসে মাঝে মাঝে—তারা যেসব কথা বলে সতী সে সবের কোন অর্থ খুঁজে পায় না।

তারা বেশী সময় ছেলেদের কথা শোনায়। এবং সতী লক্ষ করেছে এসব বলতে বলতে তার সমবয়সী মেয়েদের চোখে এক অদ্ভুত কৌতুক ফুটে ওঠে।

এ অঞ্চলে গ্রীষ্ম বড় কড়া। দুপুর শেষ হতেই চায় না। হাওয়া গরম। আকাশ আগুনের ফুলকি ছুঁড়তে থাকে অনেকক্ষণ, মাটি থেকেও তাপ ওঠে। দরজা জানলায় খস খস টাঙানো। তা-ও ঠাণ্ডা রাখতে হয় বালতি-বালতি জলের পিচকিরি মেরে।

খোকা ভোম্বল আর কচিকে নিয়ে এক একদিন সতী বেড়াতে বার হয়। স্টেশনের দিকে সে ইচ্ছে করেই যায় না, দূর থেকে ট্রেন দেখে কখনো কখনো—উদাস হয়ে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। এবং পরে একটা নিশ্বাস ফেলে খুব আস্তে আস্তে হাঁটে।

এক-একদিন সতীকে দেখতে পেয়ে তার কাছে আসে ইন্দিরা, অসীমা আর শীলা। কচিকে কোলে তুলে নেয় আসীমা। ইন্দিরা ভোম্বলের গাল টিপে দেয়। আর খুব শব্দ করে খোকাকে চুমু খায় শীলা।

সতী হেসে বলে, "এই ছেড়ে দে ওকে, কেঁদে উঠবে।"

শীলা পাক-পাকা কথা বলে, "আমি চুমু খেলে তোর ভাই কাঁদবার ছেলে নয়। দেখ না, কেমন হাসছে!"

আস্তে আস্তে বিকেল নিভে আসে। হাওয়া না উঠলেও তাপ জুড়িয়ে আসে। সিমেণ্ট ফ্যাক্টরীর তীক্ষ্ণ সাইরেন বেজে ওঠে। এখন

ছুটির সময়। আর একটু পরে এদিকেই আসবে লোকের পর লোক—সাইকেলের ঘণ্টা বাজবে।

ইন্দিরা বলে, "সতী জানিস, এখন এখান থেকে আর নড়বে না অসীমা।"

"কেন ?"

"তুই জানিস না ওর নতুন হিস্ট্রিটা ?"

"না তো !"

সতীর নরম ঠাণ্ডা মুখ দেখতে দেখতে শীলা বলে, "এখন এই রাস্তা দিয়ে একজন যাবে, তার জন্যেই ও রোজ আসে এদিকে—আমাদেরও জোর করে টেনে আনে—"

অসীমা শীলার হাতে জোরে একটা চিমটি কেটে রাগ প্রকাশ করে বলে, "যা-যা, আমি অত হ্যাংলা নই। আমার তো ঘুম হচ্ছে না সুশীলকে দেখবার জন্যে ! যা বিচ্ছিরি নাম।"

"এই, বলে দেব কিন্তু।"

"দে না বলে। ও-ই তো নিজে ভাব করেছে বাবার সঙ্গে।"

"তোর সঙ্গেও—"

"হ্যাঁ, করেইছে তো। আমি আগে ভাব করেছি ওর সঙ্গে ?"

সতী একবার এর মুখের দিকে তাকায়, একবার ওর মুখের দিকে। ওর ভয়ভয় লাগে, লজ্জাও করে। এসব শুনতে ভাল লাগে না। কিন্তু কোন কৌতূহল প্রকাশ না করলেও অসীমার গোটা প্রেম কাহিনীই সতীর জানা হয়ে যায়।

জাপলার সিমেণ্টের কারখানায় এঞ্জিনীয়ার হয়ে নতুন এসেছে সুশীল। অসীমার বাবা কারখানার স্টোর কিপার। এবং সেই সূত্রেই অসীমাদের বাড়িতে সুশীলের আসা-যাওয়া।

বয়সের তুলনায় একটু বেশী বেড়ে উঠেছে অসীমা, শাড়ি ধরেছে বেশ কয়েক বছর আগে। তার বাবা নাকি সুশীলের সঙ্গে তার বিয়ের কথাও ভেবে রেখেছে। আকারে-ইঙ্গীতে একথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে সুশীলকে। তা শোনবার পর সে আরও বেশী আসে অসীমাদের বাড়িতে।

"জানিস কি অসভ্য—" অসীমা এদিক-ওদিক তাকিয়ে সতীর কানের কাছে মুখ এনে আস্তে বলে, "একদিন ও এসে বলল, এক গেলাস জল খাওয়াও—"

"এই এই অসীমা—" শীলা আর ইন্দিরা এক সঙ্গে বলে ওঠে, "অনেক বাদ দিয়ে গেলি যে?"

"না তো।"

"না মানে? জল খাওয়ানোর দিনের আগে একদিন হাত টেনে ধরে নি তোর?"

"কখখনো না!"

"বাঃ, তুই বললি, পেয়ারা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে অন্ধকারে তোকে কাছে ডেকেছিল?"

"সে তো প্রায়ই ডাকে। তবে সে সব জল খাওয়ার অনেক পরে, মোটেই আগে নয়।"

ইন্দিরা হেসে বলে, "কিস-টিস করেছিল তো?"

"না-না।"

"এই মিথ্যেবাদী, ফের চেপে যাচ্ছিস?"

"যা খুশী ভাব তোরা, আমাকে বলতে না দিলে আমি কী করব—" মুখ ভার করে অসীমা তাকিয়ে থাকে লাল সুরকির রাস্তার দিকে।

এদের সঙ্গে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না সতী। কচি থেকে থেকে কেঁদে ওঠে। খোকা অন্যদিকে যেতে চায়। ভোম্বল বাড়ি ফিরে যাবার বায়না ধরে। কিন্তু সারাদিন গরমে ঘরের মধ্যে হাঁসফাঁস করবার পর বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না সতীর। সে তার ভাইবোনদের বকে, মারে—ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দেয়।

সতীর চড়া মেজাজ দেখে ইন্দিরা হেসে বলে, "এই অসীমা, তোর জল খাওয়াবার গল্পটা শিগগির সতীকে শুনিয়ে দে। বাচ্চাগুলোকে শুধু-শুধু কাঁদাচ্ছে ও।"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে অসীমা, পরে আবার সেই পুরনো গল্পটাই শোনায়। অসীমার হাত থেকে জলের গেলাস নিয়ে এক

চুমুকেই তা যেন শুষে নিয়েছিল সুশীল, এবং একটুও ইতস্তত না করে তাকে টেনে নিয়েছিল কাছে। অসীমার দু-কান থেকে অদ্ভুত একটা তাপ ছুটে আসছিল। কানের কাছেই মুখ এনে সুশীল দুষ্টুর মত তাকে বলেছিল, "আমি তোমার পাণিগ্রহণ করলাম!"

তার সমবয়সী মেয়েদের গোপন প্রেম কিম্বা অভিসারের কাহিনী কিম্বা চুম্বন ও আলিঙ্গনের কথা সতীকে আর বেশী জানবার জন্যে ঈষৎ আগ্রহান্বিতও ক'রে তোলে না, কেন না সে ধরে নেয় তাদের জীবন হয়ে উঠবে তারই মা-বাবার মত—এমন ভয়াবহ এবং অসুন্দর।

বাইরে বর্ষার পোকার একটানা ডাক উঠছে। কিছু কিছু লোক এখনো চলছে রাস্তায়, সম্ভবত মাতাল কুলির দল। বিহারী ভাষার বেসুরো গান শুনতে পাচ্ছিল সতী।

তার চোখ বন্ধ। মা কিম্বা বাবা, কেউ বাইরে এল—দরজার খিল খোলবার শব্দ শুনল সতী। সে চোখ খুলল না, কিছু দেখল না—মরার মত পড়ে থাকল। এবং এমন তন্দ্রার মধ্যেই সে স্থির করল কাল ভোর বেলা তার প্রথম কাজ হবে দেবনাথকে দিয়ে জোর করে কলকাতায় নন্দলালকে চিঠি লেখানো।

এখন ঘুম না আসার যন্ত্রণা সতী বড় বেশী করে অনুভব করছিল।

॥ তিন ॥

দেবনাথের চিঠি পেয়ে উত্তর দিয়েছে নন্দলাল। কলকাতার কলেজে দু-চার দিনের মধ্যেই ভর্তি শুরু হবে। আর যেন দেরী না করে দেবনাথ তার মেয়েকে এখুনি কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়। তার মেয়ে না, এখন থেকে সতী নন্দলালেরও মেয়ে—এই ধারণা দিয়ে যেন মেয়েকে কলকাতায় পাঠায় দেবনাথ।

নন্দলালের খোলা চিঠি হাতে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল দেবনাথ। বিস্ময়ের একটা ঘোর তাকে অন্যমনস্ক করে তুলেছিল।

বাইরে হালকা রোদ, হাওয়ায় চিঠির কাগজ তার হাতের ওপর পড়ছিল এবং খস্ খস্ শব্দ উঠছিল।

খোলা সরু বারান্দা থেকে ছোট রান্নাঘর দেখা যাচ্ছে, কেরোসিনের সস্তা একটা স্টোভ জ্বলছে। আঁচের নীল এবং হলদে কাঁপা-কাঁপা শিখা দেখতে দেখতে দেবনাথ আরও দেখল খুব তাড়াতাড়ি রুটি বেলে দিচ্ছে সতী, আর সুষমা তা সেঁকছে। সতীর মুখ বিরক্তির কয়েকটা রেখায় ঈষৎ কুঞ্চিত, সুষমার তৎপর হাত উঠছে-নামছে। দেবনাথের বেরুবার সময় হয়ে এসেছে।

রান্নাঘরের কাছে এগিয়ে এল সে, নন্দলালের চিঠি জোরে-জোরে পড়ল। পরে হাসল, "সতীর ব্যবস্থা হয়ে গেল।"

স্টোভের আঁচে মুখে কিছু কিছু ঘাম জমেছিল সুষমার, সে তা শাড়ির এক প্রান্ত দিয়ে মুছতে মুছতে শুকনো গলায় বলল, "কী হবে কে জানে, কতদিন তোমার সঙ্গে দেখা নেই।"

"কী আবার হবে," বিরক্তির যে রেখা ফুটে উঠেছিল সতীর মুখে, এখন সুষমার কথা শুনে তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। দেবনাথের হাত থেকে আস্তে আস্তে নন্দলালের চিঠিখানা টেনে নিয়ে সে যেন এক নিঃশ্বাসে পড়ে নিল। পড়তে পড়তে তার মুখ প্রসন্ন হল।

সে বলল, "আমি যাবই।"

"যাবিই তো" শুকনো হাসি খেলছিল দেবনাথের মুখে, "এমন চিঠি যখন লিখেছে নন্দলাল, এখন আর মত বদলান যায় না—"

এমন করে এক অচেনা জায়গায় মেয়েকে ঠেলে দেয়ার কথা মেনে নিতে পারছিল না সুষমা, বাধা দেয়ার তার সাহসও ছিল না। কিছু অসতর্ক হয়ে পড়েছিল বলে একটা কাচের বড় প্লেট তার হাত ফসকে পড়ল, ভাঙ্গল না।

তা তুলে ধুয়ে নিতে নিতে সুষমা যেন আপন মনেই বলল, "মানুষটা এখন কেমন হয়েছে, তুমি জাননা। এ বয়সের মেয়েকে—"

সতী বাধা দিয়ে বলল, "মানুষ যেমনই হোক, আমার কী। আমি যাবই। তুমি কি ভাবছ আমি শুধু একটার পর একটা তোমাদের

ছেলে মানুষ করতে করতে এখানে বুড়িয়ে যাব ?”

মৃদু ভৎর্সনার মত দেবনাথ ডেকে উঠল, “সতী !” কিছু পরে স্বর নামিয়ে সুষমাকে লক্ষ করে বলল, “অত টাকা হলে কিছু-কিছু দোষ হয়তো হয় মানুষের। কিন্তু আমাদের ওসব ভাববার দরকার কী ! সতী তার মেয়েরই মতন, লিখেছে না ?”

“লিখলেই বা, অত বড় লোকের বাড়িতে মেয়েকে রেখে লেখাপড়া শেখালে পরে তার চালচলন বদলে যাবে না ? তখন মেয়ের সঙ্গে তাল রাখতে পারবে তুমি ?”

“কাউকে তাল রাখতে হবে না—“একটা কাক এসে বসেছিল পাঁচিলের ওপর। সতীর গলা শুনে উড়ে পালাল, সে সুষমার দিকে তাকিয়ে মাটিতে কয়েকবার পা ঘষে বলল, “আমিও তোমাদের সঙ্গে এখানে থেকে আর তাল রাখতে পারব না।”

সতীর কথা খুব রূঢ় শোনালেও দেবনাথ হাসছিল, “ঠিক আছে, নন্দলাল যখন রাজী হয়েছে, তুই যাবি—”

“যাবই।”

সুষমা করুণ একটা নিশ্বাস ফেলে অন্যদিকে তাকিয়ে দেবনাথকে জিজ্ঞেস করল, “কে নিয়ে যাবে, তুমি ?”

“না, ছুটি নেই, তাই ভাবছি।”

“যাবেই যখন, তোমারই সঙ্গে যাওয়া ভাল ছিল। নিজেও সব দেখে শুনে আসতে পারতে—”

“দেখবার আর কী আছে, কিছু ভেব না। খারাপ কিছু হবে বলে মনে হয় না। আর সতী যখন যাবেই—”

“আমি একাই যেতে পারব বাবা।”

“হয়তো তাই যেতে হবে। একবার ট্রেন বদল করতে হবে। ঠিক আছে আমি কাউকে বলে দেব। নন্দলালকেও লিখে দেব, হাওড়া স্টেশনে ও কাউকে পাঠাবে।

সুষমার দৃষ্টি সিক্ত। সে রোজকার মত মুখ নামিয়ে একে একে সংসারের সব কাজ সেরে নিচ্ছিল। আর বেশী সময় নেই, দেবনাথ

কিছু পরে বেরিয়ে যাবে—ফিরে আসবে দুপুর বেলা—দুটো আড়াইটায়। আবার যাবে, ফিরবে অনেক রাত করে।

ইচ্ছে করেই বেরুতে কিছু দেরী করছিল দেবনাথ, তার সময় হয়ে গিয়েছিল। সতী এখন নেই, দেবনাথ জামা-কাপড় বদলে নিচ্ছিল। ঘরের দরজা ভেজান, সুষমা কাছেই ছিল।

"যাক, কী আর হবে," দেবনাথ ভারী স্বরে বলল, "কপাল ভাল তাই নন্দলাল উত্তর দিয়েছে।"

"ভাল মন্দর কথা এখন ব'ল না।"

"তুমি একটু বেশী ভাবছ—" সতীর কথা মনে করেই দেবনাথ বলল, "ওর সাধ-আহ্লাদ তো আছে, এখানে থেকে কী-ই বা হবে।

সুষমা মৃদুস্বরে বলল, "বাপ-মায়ের কাছেই তো ছেলে-মেয়েরা থাকে।"

পায়জামা দূরে ছুঁড়ে ফেলল দেবনাথ। হাত দিয়ে প্যাণ্ট টেনে ওপরে তুলল। একটা বোতান ভাঙা, লাগাতে গিয়ে খুলে মাটিতে পড়ল —দেবনাথ গ্রাহ্য করল না, বলল, "তা থাকে! উপায় থাকে না বলেই থাকে—"

সে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে পা দিয়ে টেনে জুতো কাছে টানল, তারপর তক্তাপোষের ওপর বসে ছেঁড়া মোজা হাতে তুলে নিল, "সতী কি থাকতে চায় এখানে? দেখ না, ওর এখান থেকে চলে যাবার ঝোঁক কী রকম? পারলে যেন আজই চলে যায়—"

"ও তো চাইবেই, কেমন একটা উদ্ভট মেয়ে যেন। কারুর উপর মায়া মমতা কিছু নেই। আমি হলে সকলকে ছেড়ে এমন করে চলে যাবার কথা ভাবতেই পারতাম না।"

দেবনাথ মোজা টানল, জুতো পরে নিল এবং কী ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কর মত বলল, "ওসব কোন কাজের কথা নয়। ভুল আমাদেরই হয়েছে সুষমা, শুধু জন্ম দিলেই তো আর হয় না! মেয়েটা লেখাপড়ায় ভাল, আরো পড়াশুনো করতে চায়—করুক।

সুষমা শুকনো স্বরে বলল, "করুক না।"

"ওর ভার যদি নন্দলাল সত্যিই নেয়, তাহলে তো আমাদেরও কত সুবিধা, সেসব ভেবেই আমি পাঠাচ্ছি।"

মমতায় সুষমার স্বর ভিজে ভিজে। তার চোখে আশঙ্কাও এক-একবার ফুটে উঠছিল "নন্দলাল বাবুর সংসার কী রকম, সতী মানিয়ে নিতে যদি না পারে—"

"আজকালকার মেয়েরা সব পারে—" ঝুঁকে পড়ে জুতোর ফিতে বাঁধছিল দেবনাথ, "তুমি এমন করছ যেন এক অচেনা বাড়ির ছেলেকে সতী বিয়ে করতে যাচ্ছে।"

"একরকম তাই তো।"

"আরে না—" চিরুনী দেবনাথের হাত ফসকে মাটিতে পড়েছিল, সে তা তুলে নিয়ে বলল, "ভাল যদি না লাগে, সতীর কোন অসুবিধা হয়—ফিরে আসবে—" আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে দেবনাথ হাসছিল, "তবে ভাল যে লাগবেই তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

"কেন ?" আস্তে ক্ষীণস্বরে সুষমা জিজ্ঞেস করল।

"কলকাতা শহরে প্রাসাদের মতন বাড়ি, দু-তিনটে গাড়ি—ঝক ঝক করছে সব—সেসব উঠতি বয়সের মেয়ের ভাল লাগবে না ?"

"নন্দলালবাবুর ব্যবসাটা কিসের ?"

"অনেক রকম। রং, সিমেণ্ট—এইসব। যুদ্ধের সময় অনেক টাকা করে নিয়েছে। তার আগে অবস্থা খুব ভাল ছিল না।"

"জাপলায় ক'বার এসেছেন না ?"

"ওই সিমেণ্টের ব্যাপারে। এখানকার সিমেণ্ট ফ্যাক্টরীর সঙ্গে ওর কী একটা যোগাযোগ ছিল, তখনই তো বলে, তোমার একটা বাচ্চাকে দাও, মানুষ করে দি।"

"এখনো নিজের ছেলে মেয়ে হয় নি ?"

"শুনি নি তো—" ছোট একটা টেবিলের সামনে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রুমাল ভাঁজ করে নিল দেবনাথ। ছোট মেয়ে কচি হামাগুড়ি দিয়ে তার পায়ের কাছে চলে এসেছিল, দেবনাথ দেখতে পায়নি—সে কচির নরম হাত জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিল।

ছোট মেয়েকে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিল সুষমা, তার হাত ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে রাখল কিছু সময়। কচি তা-ও থামল না। অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল দেবনাথের। সে রাস্তায় নামল—স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি।

সুষমা এর মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, সে সতীকে খুঁজল, পেলনা। বাড়ির ভিতরের উঠোনে গভীর একটা কূপের ওপর ঝুঁকে পড়ে সতী তখন কালো জলে আকাশ দেখবার চেষ্টা করছিল।

॥ চার ॥

অনেক আগে থেকে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে থাকলেও যাবার বেলায় সতীর বুকের ভিতরে একটা ব্যথা শীতের বাতাসের মতন কনকন করে উঠেছিল। দিন বড় রুক্ষ, কড়া রোদ খাঁ খাঁ করছিল। হাওয়া গরম, মাটি গাছপালা সব যেন আগুনের তাপে ঝলসে যাচ্ছিল।

দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল সুষমা, ভিজে চোখ, শুকনো মুখ। কিছু একটা সতীকে বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিল। ভোম্বল সতীর কোল থেকে নামতে চায় নি। কিছু না বুঝলেও খোকা আর কচি চুপচাপ দাঁড়িয়ে সতীকে দেখছিল।

গার্ডকে বলে রেখেছিল দেবনাথ। ডিহরি-অন-শোনে বদল করে কলকাতার ট্রেন ধরতে হবে। দেবনাথ স্টেশনে এসে মেয়েদের একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় সতীকে তুলে দিয়ে গিয়েছিল। ট্রেন ছাড়বার আগে আগে বলেছিল, "পৌঁছেই চিঠি লিখিস।"

দেবনাথের দিকে তাকাতে পারেনি সতী। বাইরে দেখছিল। সির সির হাওয়া। আকাশ পরিষ্কার। গ্রীষ্মের একটা সন্ধ্যা আস্তে আস্তে ফুটে উঠেছিল!

ডিহরি-অন-শোনে অবাঙালী গার্ড বড় যত্ন করে সতীকে তুলে দিল কলকাতার ট্রেনে। এ গাড়ির কামরা কিছু বড় এবং পরিচ্ছন্ন। আরও

তিনজন শুয়ে বসে ছিল। একটি মেয়ে, সতীর চেয়ে কিছু ছোট, অবাক হয়ে সতীর মালপত্র দেখছিল।

স্যুটকেস ছিল না সতীর, টিনের ছোট একটা ট্রাঙ্কে সুষমা তার জামা কাপড় ভরে দিয়েছিল। বড় পুরনো বিস্কুটের টিনে লুচি তরকারীও ছিল। ছোট একটা গেলাসও আছে।

খিদে ছিল না সতীর, তবে তার গলা ঠেলে তৃষ্ণা উঠছিল। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর মৃদু আলোর নীচে বসে আর যারা ছিল তাদের দিকে তাকিয়ে সে একটা সঙ্কোচ অনুভব করছিল। তার কুঁজো ট্রাঙ্ক বিস্কুটের টিন—এমন কারুর নেই। উত্তেজনায় গলা শুকিয়ে এলেও ওই ট্রাঙ্ক খুলে গেলাস বের করল না সতী—জল খেতে পারল না।

হু-হু করে রাতের ট্রেন ছুটে যাচ্ছিল।

ভোর বেলা হাওড়া। রাত শেষ হয়ে গেলেও দু-একটা বড় বড় আলো এখনো জ্বলছে। প্লাটফর্মে চিৎকার, হুড়ো হুড়ি—ট্রেন আসার দমকা চঞ্চলতা। সারারাত ঘুম না হলেও কোন ক্লান্তি ছিল না সতীর শরীরে—উত্তেজনা এখনো প্রবল।

ছোট বেলায় সে কবে প্রথম কলকাতায় এসেছিল ভাল মনে পড়ে না। শুধু এখনো মনে পড়ে এক-একটি সুন্দর সাজান, ঝকঝকে সব জিনিস—মনে পড়ে একটা অনেক বড় শহর, যেখানকার মানুষগুলো একেবারেই অন্য রকম—ট্রেনের দেখা সেইসব মুখের মত—স্বপ্নের মত।

ঘুম না হলেও কলকাতার প্রথম ভোরে স্বপ্নের একটা আমেজ লেগে আছে সতীর চোখে। চকোলেটের প্যাকেটের মত মিষ্টি একটা গন্ধ উঠছে ট্রেনের কামরায়। সতীর মালপত্র একদিকে যেন বড় বাসি। আর কেউ দেখল না, শুধু সে নিজেই দেখল। কেননা এখন দেখবার আর কেউ ছিল না। সকলেই নেমে গেছে। একা-একা সতী অপেক্ষা করছিল। দেবনাথ বলেছে হয়তো নন্দলাল নিজেই তাকে নিতে স্টেশনে আসবে।

আরও কিছু সময় এমন একা-একা অপেক্ষা করতে পারত সতী, কিন্তু পরে তার আশঙ্কা হল ট্রেন আবার চলতে শুরু করবে, পিছিয়ে যাবে এবং

তাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবে জাপলায়—তার মা-বাবার কাছে, কেননা এঞ্জিনের একটানা শব্দ এখনো উঠছিল।

তার মা-বাবার সংসারের সব ভার অনেক দিন ধরে বহন করে আসছে বলে সতী ভীরুর মত ট্রেনের কামরায় বসে থাকল না, কুলি ডেকে তার মালপত্র প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে নিল। সে আর কিছু সময় এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে, যদি শেষ অবধি কেউ না আসে তাহলে একাই খুঁজে বের করবে নন্দলালের বাড়ি। তিনশো একুশ নম্বর শরৎ চ্যাটার্জি স্ট্রীট, লেকের গায়েই—সতী আপন মনে বলল।

প্ল্যাটফর্ম অল্প সময়ের মধ্যেই ফাঁকা হয়ে গেল। একদিকে বই-এর স্টল, চায়ের গাড়ি, কাচের বাক্সে মিষ্টি। থেকে থেকে লাউড স্পীকারে ট্রেনের আসা-যাওয়ার সময় বলা হচ্ছিল। সূর্য ঝিক মিক করছে, আলোর প্রশস্ত রেখা ট্রেনের কোন কোন কামরার গায়ে ঝলসে উঠছে।

"তুমি জাপলা থেকে আসছ ?"

চমকে মুখ তুলল সতী। নন্দলাল নয়, তার সামনে অন্য আর একজন, পরিচ্ছন্ন বেশ-বাস, মুখে অল্প হাসি !

সতী মৃদুস্বরে বলল, "হ্যাঁ।"

"বেশ দেরী হয়ে গেল। এক জায়গায় গাড়ি দাঁড়িয়েছিল অনেক সময়—" যে এসেছিল সে হাসল, "ট্রাফিক জ্যাম। আমি মিস্টার চৌধুরীর বাড়ি থেকে আসছি—নন্দলাল চৌধুরী।"

"আপনি—"

সতী কথা শেষ করবার আগেই লোকটি বলল, "আমার নাম ডাক্তার শুভময় সেন। আমি মিস্টার চৌধুরীর বাড়ির ডাক্তার—" সে একটু থামল, ওদের বাড়ির লোকের মত বলতে পার—"

"কার অসুখ ?"

শুভময় হাসল, "কারুর অসুখ না থাকলেও আমাকে অনেক জায়গায় যেতে হয়। এই যেমন, তোমার তো কোন অসুখ নেই, তোমাকেও নিতে আসতে হল।"

কলকাতার প্রথম সকাল বেলায় শুভময়ের কথা নরম রহস্যের মত

বড় মিষ্টি মনে হচ্ছিল সতীর। সে মাটিতে পা ঘষল। কী বলবে স্থির করতে পারল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

"চল, এই কুলি—" শুভময় কুলি ডাকল, সতীর ট্রাঙ্ক কুঁজো আর নারকেলের দড়ি দিয়ে বাঁধা শতরঞ্চি জড়ানো বিছানা তুলে দিল তার কাঁধে, হাতে।

কুলি মালপত্র সমেত খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছিল—তার পিছনে সতী আর শুভময় আস্তে আস্তে। এখন নিজের জিনিসপত্রের দিকে তাকাতে পারছিল না সতী, তার মনে হচ্ছিল, মা-বাবা-ভাই-বোনকে সে যেমন করে ছেড়ে এসেছে, তেমন করে তাদের দেয়া জিনিসগুলোও ট্রেনের কামরায় ফেলে এলে ভাল হত।

নীল বড় একটা গাড়ির সামনে শুভময় আসতেই ড্রাইভার নেমে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে দিল। শুভময় বলল, "এস।"

গাড়ির এক কোণে শুভময়ের কাছ থেকে অনেকটা দূরে বসেছিল সতী। হাওড়া পোলের খাঁজকাটা সাদা ইস্পাত, গঙ্গাজল, ভোরের আকাশের কিছু অংশ এবং এক-একটি নৌকো দেখতে দেখতে সুখের একটা আবেশে ঘুম এসে যাচ্ছিল সতীর।

"ট্রেনে ঘুমিয়েছিলে?"

সতী মাথা নাড়ল, হাসল, "না।"

"ট্রেনে আমারও ঘুম হয় না—" শুভময় একটা সিগ্রেট মুখে তুলল, ধরাল না, আঙুলের ফাঁকে চেপে ধরে বলল, "এখন বোধ হয় ঘুম পাচ্ছে তোমার?"

সতী আবার বলল, "না।"

"কলকাতায় কতদিন পর এলে?"

"অনেকদিন পর। খুব ছোট বেলায় এসেছিলাম, কিছু মনে নেই।"

"ভালই হল—" এক ফাঁকে সিগ্রেট ধরিয়ে নিল শুভময়, গাড়ির মধ্যে নীল ধোঁয়া খেলে গেল, "নতুন কোন জায়গায় হঠাৎ এলে মনে হয় আবার যেন ছোট হয়ে গেছি।"

সতী অস্ফুট স্বরে বলল, "হ্যাঁ।"

"কী পড়বে, আর্টস না সায়েন্স ?"

"আর্টস—" সতী অল্প হেসে নড়ে চড়ে বসল, কথায় কথায় ওর সঙ্কোচ জড়তা কেটে যাচ্ছিল। সে বলল, "আমি অঙ্ক করতে একেবারেই পারি না।"

"না পারাই বোধ হয় ভাল।"

"কেন ?"

শুভময় থেমে থেমে হালকা গলায় বলল, "অঙ্ক করতে আমার ভাল লাগত বলেই ডাক্তার হতে পেরেছি। তবে অঙ্ক সব যেন বড় পরিস্কার করে দেয়, মানে সবই জানা যায়। আর্টস অনেক অনেক কিছু ঝাপসা, অস্পষ্ট করে রাখে—সে রহস্যের স্বাদ পাওয়াও তো দরকার।"

সতী শুভময়ের কথা শুনল। কিছু বুঝল, কিছু বুঝল না। ভাবল, এখানকার মানুষের কথাই এই রকম। এর মধ্যে গাড়ি অনেকটা পথ পার হয়ে এসেছে। কোন রাস্তার নাম জানে না সতী। দুধারে বড় বড় পুরনো বাড়ি। শুভময়ের কথা মত, সতীর মনে হল অঙ্ক পারে না বলেই সে যেন রহস্যের স্বাদ পাচ্ছে।

সতী কিছু পরে শুভময়কে জিজ্ঞেস করল, "আপনি মিস্টার চৌধুরীর বাড়িতে রোজ যান ?"

"রোজ না, তবে প্রায়ই যাই। ওরা অনেক সময় বাড়ি থাকে না, মিটিং পার্টি এসব লেগেই থাকে—তোমার ভাল লাগে ?"

সতী কিছু না বুঝে প্রশ্ন করল, "কী ?"

"আমি পার্টির কথা বলছি।"

"পলিটিক্যাল পার্টি ?"

"না না।" শুভময় অবাক হল না। সরল একটা মেয়েকে নতুন পাঠ দেয়ার মত স্নেহভরে বলল, "মানে, অনেক ছেলেমেয়ে এক জায়গায় বসে খাওয়া-দাওয়া করে, কখনো কখনো নাচগান—এসবও হয়—" কথা বলতে বলতে সে হাসল, "এখন থেকে তো তুমিই মিস্টার এণ্ড মিসেস চৌধুরীর বাড়িতে পার্টির ব্যবস্থা করবে, আমরা নেমন্তন্ন পাব—"

"আমি যে ওসব জানি না।"

"কিছু জানবার দরকার নেই। শুধু কথা বলবে, একটু হাসবে—তাহলেই হবে। দেখবে, সব জেনে যাবে।"

আরও কিছু পরে এক সময় লেকের রুপোলী জল ঝকঝক করে উঠল। তার জলের কাছেই কচি সবুজ ঘাস, অনেক গাছ। গাড়ি এসে দাঁড়াল একটা গেটের সামনে, ভিতরে লাল পাথর-কুচি ছড়ান রাস্তা—বারান্দা অবধি চলে গেছে।

শুভময় আগে নামল, গাড়ির দরজা খুলে হাওড়া স্টেশনের মত নরম স্বরে বলল, "এস।"

সতী কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল, পরে বলল, "এই বাড়ি?"

"হ্যাঁ।"

যে আগ্রহ, যে সাহস এতদিন সতীকে নিষ্ঠুর করে রেখেছিল, এখন হঠাৎ তা যেন দপ করে নিভে এল। তার শরীর ঝিমঝিম করছিল, গাড়ি থেকে নামবার সময় বুক কাঁপছিল। প্রাসাদের মত এই বাড়ি, চারপাশে অদ্ভুত এক নীরবতা সতীকে শূন্যতার এক শুভ্র তুষার ক্ষেত্রের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। তার ভাই-বোন, মা-বাবা—তাদের আগোছাল ক্ষুদ্র সংসার এখন তাকে আবার জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল।

লাল শ্লিপারের শব্দ তুলে খুব তাড়াতাড়ি নিচে নামছিল নন্দলাল। সিঁড়িতে সতীকে দেখে খুব জোরে বলে উঠল, "হ্যাল্লো!" সে সতীর আরও কাছে এল, দু-হাত দিয়ে তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে দিল, "এত দেরী হল, ট্রেন লেট ছিল?"

"আমার পোঁছতে একটু দেরী হয়েছিল—"

শুভময়কে বাধা দিয়ে নন্দলাল বলে উঠল, "খুব কষ্ট হয়েছে তোমার ট্রেনে? কার সঙ্গে এলে?"

"একা এসেছি।"

"একা? বল কী? নাঃ, দেবনাথের কাণ্ডজ্ঞান এখনো হল না দেখছি—যা দিনকাল! এইটুকু মেয়েকে কেউ একা ছেড়ে দেয়। যাক, ভালয় ভালয় যে পৌঁছতে পেরেছ—এস এস আমার সঙ্গে—"

নন্দলালের কথা বড় আন্তরিক, সতীর একটা হাত তখনো তার হাতের মধ্যে ছিল। সে তাকে টেনে আনল দোতলার বারান্দায়। কয়েকটা অর্কিড স্থির হয়ে আছে। একদিকে বেতের নীল চেয়ার টেবিল, ছাইদান, সিগ্রেটের হলদে প্যাকেট।

বারান্দায় বসল না নন্দলাল, সতীকে নিয়ে এল খুব বড় একটা ঘরে। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ঘর, কাচের দরজা। নন্দলালের স্বরে যে উত্তাপ ছিল, তা ক্রমশ সতীর মনে সঞ্চারিত হয়ে গেলেও সে এখনো নির্বাক—একটা পুতুলের মত নন্দলালের সঙ্গে হাঁটছিল।

"এই যে তোমার ঘর। তুমি এখানে থাকবে, লেখাপড়া করবে। কেউ তোমাকে ডিসটার্ব করবে না। "আমর স্ত্রী—" নন্দলাল একটু থেমে বলল, "আই মিন, তোমার কাকিমা—একটা আয়াও ঠিক করেছে তোমার জন্যে—আজই এসে পড়বে।"

একটা বিস্ময় এবং উত্তেজনা—এই দুই অনুভূতি এক হয়ে নন্দলালের সামনে সতীকে বিমূঢ় করে রাখল। সে বুঝল না কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েছে! খুব নিচু খাট, আলমারী, সরু লম্বা আয়না এবং ছোট-বড় কয়েকটা টেবিল দেখতে দেখতে তার নিজেকে বড় দীন, বড় অসহায় মনে হচ্ছিল। সে একটা অবলম্বনের মত এদিক-ওদিক তাকিয়ে শুভময়কে খুঁজল। কিন্তু এখন সে কোথাও ছিল না।

কিছু পরে নন্দলালের সঙ্গে আবার নিচে এল সতী। একতলায় খাবার ঘর। প্রভাবতী সেখানেই ছিল। তার সামনে চায়ের কাপ, খালি প্লেট। খাবার টেবিলে রুটি, মাখন, কেক, কলা, আপেল—এসব ছিল।

প্রভাবতীকে দেখে নন্দলালের পাশে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সতী। সে ছবির পত্রিকায় মাঝে মাঝে যেমন দেখে, প্রভাবতীর চেহারাও সেই রকম। খুব ফরসা তার গায়ের রঙ, কতকটা বিদেশী মেয়ের মত। বড় বড় চোখ। মুখ সুন্দর হলেও বিষণ্ণ। সম্ভবত, সকাল বেলায় সে স্নান সেরে নিয়েছে। তার কোঁকড়া এবং ঈষৎ সোনালী চুল ছড়িয়ে পড়েছে কাঁধের ওপর।

সতী আর নন্দলালকে খাবার ঘরে আসতে দেখে যেন অল্প বিরক্ত হয়েই মুখ তুলে তাকাল প্রভাবতী। সে কিছু বলবার আগেই নন্দলাল বলল, "এই যে, আমার বন্ধুর মেয়ে। এরই আজ আসবার কথা ছিল প্রভা। দেখ, কী মিষ্টি মুখ! জান, এ পড়াশুনোয় ভীষণ ভাল। জাপলায় কলেজ নেই বলে—"

"সব শুনেছি—" প্রভাবতী নন্দলালকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী?"

"সতী।"

"পদবী-টদবী একটা আছে তো? আই মীন সারনেম?"

প্রভাবতীর গলার স্বর রুক্ষ না হলেও, সতীর মনে হল সে যেন অসন্তুষ্ট হয়ে কথা বলছে। সারারাত ট্রেনে ঘুমোতে পারে নি বলে সে অবসন্ন হয়েছিল, এখন প্রভাবতীর প্রশ্ন শুনে তার মনে হল তার কথাও যেন বন্ধ হয়ে গেছে। সতীর হাড়ের ভিতরে চিনচিন করে উঠছিল।

সতীর অপ্রস্তুত মুখ দেখে নন্দলাল বলল, "বেচারী বড় ক্লান্ত। নতুন জায়গায় এসে একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছে। ওর পদবী মহলানবীশ।"

প্রভাবতী নন্দলালের কথা শুনে সতীর পুরো নাম উচ্চারণ করল, "সতী মহলানবীশ?"

"হ্যাঁ।"

প্রভাবতী বড় বড় চোখ মেলে দেখছিল সতীকে। উর্দিপরা বেয়ারা এসে কাচের বড় একটা আধারে গরম জল রেখে গেল টেবিলের ওপর! আবার চা কিম্বা কফি হবে। এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে সতীর খুব কষ্ট হচ্ছিল। এবং সে জাপলায় ফিরে যাবার কথাই ভাবছিল। এই বাড়িতে তার থাকা হবে না।

সতীকে দেখতে দেখতে বিদ্রূপ করার মত প্রভাবতী বলল, "লেখাপড়া করতে এসেছ এখানে—আইডিয়াটা ভাল। তবে, এ বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করতে পারবে কী!"

"সতী চমকে উঠে দেখল প্রভাবতীকে—নন্দলালকেও। তার শরীর আরও অবসন্ন হয়ে আসছিল। এ বাড়ীতে কী আছে ? প্রভাবতী স্পষ্ট করে কিছু বলছে না সতীকে। তার স্বর বড় করুণ হয়ে উঠেছে এখন। সতীর মনে হচ্ছিল, তার চার পাশে দেয়াল। এখানে জোর করে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে তাকে। সে আর বেরিয়ে যেতে পারবে না।

নন্দলাল বুঝতে পারছিল প্রভাবতীর কথা বলবার ধরণ দেখে ভয় পাচ্ছে সতী, ঘাবড়ে যাচ্ছে। সে সতীর হাত টেনে তাকে একটা চেয়ারে জোর করে প্রথমে বসিয়ে দিল, পরে অনুযোগ করার মত ভারী স্বরে যেন একটু ভয়ে-ভয়েই বলল প্রভাবতীকে, "প্রভা, সতী ইজ গেটিং নার্ভাস।"

"কেন ?"

"ওর মুখ দেখছ না ? শুকিয়ে গেছে। মানে, তোমার কথাবার্তা শুনে বেচারী—মা-বাবাকে ছেড়ে এত দূরে চলে এসেছে তো !"

"তা কী হয়েছে ?" প্রভাবতী বলল, "মন খারাপ ?"

সতীর কান্না আসছিল, ছলোছলো চোখ নামিয়ে সে খুব আস্তে বলল, "না।"

শুকনো হাসল প্রভাবতী, "প্রথম দু-একদিন একটু তো খারাপ লাগবেই, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

নন্দলালের হাতে পাইপ ছিল, সে তা দেখল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। পরে হাত বাড়িয়ে সেটা একটা টেবিলের ওপর রেখে বলল, "দেবনাথকে আমি যে-চিঠি লিখেছিলাম, তুমি তা পড়েছিলে সতী ?

"হ্যাঁ।"

"তোমাকে থাকতে হবে আমাদের মেয়ের মত। এ বাড়ীতে মানুষ খুব কম। তোমার কাকীমা, তুমি আর আমি—"

প্রভাবতী বলে উঠল, "তোমার তো অনেক ভাইবোন ?"

"হ্যাঁ ?"

"ক' ভাইবোন তোমরা ?"

"আমাকে নিয়ে এখন চারজন। দু বোন, দু ভাই। আমার দু বোন এক ভাই মারা গেছে—" কথা বলতে-বলতে সতীর স্বর পরিষ্কার হয়ে আসছিল। এক-একবার সে মুখ তুলে দেখছিল প্রভাবতীকে।

খালি কাপের গায়ে একটা চামচ ঠুকে টুং টুং শব্দ করল প্রভাবতী। তার ভারী নিশ্বাসের শব্দও শুনল সতী। কিছু পরে প্রভাবতী খুব ঠাণ্ডা স্বরে আবার জিজ্ঞেস করল, "সবসুদ্ধ তোমরা সাত ভাইবোন ?"

"হ্যাঁ—" সতী প্রভাবতীর কথার উত্তর দিল খুব নিচু স্বরে অপরাধীর মত। এত বড় বাড়ীতে এসে এই রকম মানুষের সামনে সে যেন কিছুতেই ভাবতে পারছিল না আর একটা ভাই কিম্বা বোন তার আবার হবে খুবই শিগগির।

প্রভাবতী চামচ দূরে ঠেলে দিয়ে ভাঙা গলায় বলল নন্দলালকে লক্ষ্য করে, "শুনলে ? সেভেন চিলড্রেন ?"

নন্দলাল বিব্রত হয়ে উঠল, টেবিল থেকে খালি পাইপ তুলে নিয়ে তাড়া-তাড়ি বলল হালকা গলায়, "সতী ইজ আওয়ার ডটার। দেখ, প্রভা দেখ, ডোণ্ট ইউ লাইক হার ফেস ?"

"সতী—"প্রভাবতীর গলা থেকে এত পরে অন্তরঙ্গ স্বর বার হল, "আজই তোমাকে নিয়ে নিউ মার্কেটে যাব। অনেক জিনিস কিনতে হবে তোমার জন্যে—শাড়ি ব্লাউজ স্লিপার—আমি লিস্ট করে রাখছি।

নন্দলাল বড় প্রসন্ন হয়ে বলল, "সতী, তোমার কাকীমার টেস্ট আছে। ওর সঙ্গে বেরিও লাঞ্চের পর—" প্রভাবতীর দিকে তাকিয়ে সে হাসল, "আই থিঙ্ক সী ইজ ভেরী হাঙরী !"

প্রভাবতী অস্থির হয়ে বলল, "তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে, যাও বাথরুমে। তারপর কিছু খেয়ে নাও—" সে নন্দলালকে জিজ্ঞেস করল, "শুভময় চলে গেছে ?

"ওহো, ওর কথা একেবারেই ভুলে গেছি—"

"ওকেও ডাক, আমরা একসঙ্গে কফি খাই—" কথা বলতে-বলতে প্রভাবতী উঠে দাঁড়াল, "এস, এই দিকে বাথরুম। নতুন টাওয়েল সাবান

সব আছে, গরম জল লাগবে ?

"না-না—" সতী তাড়াতাড়ি বলল।

খুব আস্তে, যেন কোন শব্দ না হয়, এমন ক'রে বাথরুমের দরজা বন্ধ করল সতী। এবং সে এখন মুক্ত হল, নিশ্চিন্ত হল। প্রথম যখন এ বাড়ীতে ঢুকল, নন্দলাল ও প্রভাবতীকে দেখল, দেয়ালে আসবাবে সর্বত্র অগাধ ঐশ্বর্য ও সুখের স্পর্শ অনুভব করল তখন থেকেই ভিতরে ভিতরে তার একটা অস্বস্তিও হচ্ছিল। এখানে সে যেন অনেক দূরের মানুষ, বেমানান। একটা দৈন্য কঠিন পীড়ার মত লেগে আছে তার চোখেমুখে, চলাফেরায়, সাজসজ্জায়।

বাথরুমের দেয়াল সাদা পাথরের, মাঝে মাঝে কালো-কালো বিন্দু। জলের কল সাদা। মাথার ওপর ফোয়ারা। এখনো জল স্পর্শ না করলেও সতীর মনে একটা ঠাণ্ডা অনুভূতি ফেনিয়ে উঠছিল। তার দৃষ্টি ঝাপসা, শ্রবণ শিথিল। তার মনে হচ্ছিল সে হাঁপাচ্ছে, তার দম ফুরিয়ে যাচ্ছে এবং সে একা। এখানে সকলের অলক্ষ্যে সে অল্প অল্প করে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর অল্প পরে পাথরের দেয়ালের মতন তার দেহ ঠাণ্ডা হয়ে আসবে।

ঠিক সেই সময় তার মুখ থেকে শুধু একটি ছোট শব্দ উচ্চারিত হল, "মা!"

দেবনাথের এখন বেরুবার সময়। খোকা খাওয়ার জন্যে সুষমার পায়ে-পায়ে ঘুরছে, কচি কান্না জুরে দিয়েছে। আর ভোম্বলের মুখ থমথমে, তার চোখ শুধু খুঁজছে-খুঁজছে-খুঁজছে—

খুব জোরে কল খুলেছে সতী, বেসিন উপচে উঠছে! তার মুখে ধুলো বালি কয়লার গুঁড়ো—জল লেগে দু-হাত থেকেও কালি ঝরছে। সতী জোরে জোরে হাত ঘষল মুখ ঘষল—নতুন সাবানের ফেনায়-ফেনায় হাত মুখ সব ঢেকে দিল। তার চোখও জ্বলছিল।

অনেক সময় নিয়ে স্নান করল সতী।

॥ পাঁচ ॥

প্রথম রাতে ঘুম এল না সতীর। দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাতেও না। চতুর্থ ও পঞ্চম রাতে সে কিছু সময়ের জন্যে ঘুমালেও স্বপ্ন দেখল অনেক বেশী। অসীমা ইন্দিরা আর শীলা হাসাহাসি করছে তার সঙ্গে—প্রেমের গল্প শোনাচ্ছে। খোকা ভোম্বল আর কচি ঘুরছে তার পায়ে পায়ে। অনেক রাতে দরজার কড়া নড়ে উঠছে—শেষ ট্রেন পার করিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে দেবনাথ। সুষমা করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সতীর দিকে।

ভোরের প্রথম আলো এসে পড়েছে সতীর মুখের ওপর। তার ঘর বড় ঠাণ্ডা। জানলায় পুরু পর্দা টাঙানো। তাহলেও তার ঘরে ভোরের আলো খেলছিল। চোখ খুলে এপাশে ওপাশে তাকাল সতী। খুব নিচু নতুন খাট তার। নরম গদি। দামী নীল বেড কভার। ড্রেসিং টেবিলের লম্বা কাচে তার শরীরের কিছু অংশের ছায়া পড়েছিল।

লেকের ওপারে ট্রেন লাইন। কিছু আগে একটা ট্রেন গেল হুসহুস করে করে। শুয়ে শুয়েই ছটফট করল সতী। এখন ট্রেনের শব্দ সে সহ্য করতে পারল না। তার জল খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল। জলের বোতল আয়া রেখে গেছে মাথার কাছে। পাতলা কাচের গেলাসও আছে।

হাত বাড়িয়ে গেলাস তুলে নেয়ার শক্তি ছিল না সতীর। দেহের ক্লান্তি না, এই কদিনে শরীর অনেক ভাল হয়ে গেছে তার। যে সব জিনিস সে খেয়েছে খুব কম, সে সব এখন তাকে খেতে হয় রোজই। আপেল কলা গেলাস-গেলাস আঙুরের রস ছাড়াও সকাল বেলা সে খায় দুটো ডিম সিদ্ধ, রুটি মাখন, পরিজ আর যে কোন একটা ফল—এক-একদিন এক-এক রকম।

সকালের খাওয়া হজম হতে না হতেই দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে যায়। নন্দলাল ছুটির দিন ছাড়া দুপুরে বাড়ীতে খায় না। সতী

আর প্রভাবতী সময় মত এসে বসে খাবার টেবিলে। এর মধ্যেই সতী খেয়েছে অনেক রকম। প্রথমে স্যুপ, পরে ভাজা মাছের খুব বড় একটা টুকরো কিম্বা কাটলেট—তারপর ভাতের সঙ্গে মাছ কিম্বা মাংস। এসব খাওয়ার পরে এক-একদিন খেতে হয় পুডিং—এক-একদিন আইসক্রীম।

প্রভাবতীর খেতে একটু বেশী সময় লাগে। স্যুপ সে একদিনও খায় না। পুডিং কিম্বা আইসক্রীমও না। খাবার সময় একটু বেশী কথা বলে প্রভাবতী। রাতেও কোন-কোনদিন বাড়িতে খায় না নন্দলাল। তার মীটিং থাকে, নেমন্তন্ন থাকে—ফিরতে দেরী হয় অনেক। যেদিন বাড়িতে থাকে সেদিন খাবার সময় নন্দলালকে খুব বকাবকি করে প্রভাবতী। নন্দলাল চুপচাপ থাকে। কথা বলে না।

প্রথমদিন সতীকে কিছু বলে নি নন্দলাল, পরে এক সময় বলেছে প্রভাবতী থেকে থেকে অপ্রকৃতস্থের মত হয়ে ওঠে। সন্তানের অভাব বোধ তাকে রূঢ়, নিষ্ঠুর করে তোলে। এই রকম অবস্থায় তার ব্যবহারে সতী যেন কিছু মনে না করে, তাকে যেন বোঝায় সে তারই মেয়ে—তার কাছে থাকবে বরাবর।

গান গাইবার শখ ছিল বলে এক অবাঙালী মাস্টার সপ্তাহে দু-দিন সন্ধ্যেবেলা আসে প্রভাবতীকে গান শেখাতে। দূর থেকে সতী তার গান শুনেছে। গলা বড় মিষ্টি প্রভাবতীর। এক একদিন দুপুরে আলাদা করে গেয়ে সে সতীকেও গান শুনিয়েছে।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর পাঁচ ছ'দিন পরেও এসব ভাবনা সতীকে বড় অস্থির করে তুলল। কোন কাজ নেই তার এখানে। শুয়ে বসে ভাবনায় ভাবনায় ক্লান্ত হয়ে পড়া শুধু। এখনো সে কলেজে ভর্তি হয় নি। কলেজ খুলতে দেরী আছে।

কিন্তু মা-বাবা ভাই বোনদের ছেড়ে এই পরিবেশে একা একা থেকে কলেজে পড়াশুনো করবার মন চলে গেছে সতীর। দ্বিতীয় দিনই সুষমাকে সব কথা সে স্পষ্ট করে লিখে দিয়েছিল—

"আমার এখানে একটুও ভাল লাগছে না। তোমাদের ছেড়ে আমি

আর একদিনও থাকতে পারব না। বাবাকে বলো আমাকে ফেরবার টাকা পাঠিয়ে দিতে—"

এইরকম আরও অনেক কথা লিখে সতী বারবার তার জাপলায় ফিরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। এবং অধীর হয়ে সে সুষমার উত্তরের অপেক্ষা করছিল।

সম্ভবত বেলা হয়েছে বেশ। পাশ ফিরে ঘড়িতে সময় দেখল সতী সাতটা প্রায় বাজে। আর একবার তার মনে হল, কোন কাজ নেই তার এখানে। শুয়ে থাক যতক্ষণ খুশী—কেউ ডাকবে না, কেউ বিরক্ত করবে না।

চুপচাপ শুয়ে থাকতে পারছিল না সতী, তার উঠতেও ইচ্ছা করছিল না। এখন সে চায়ের তৃষ্ণা অনুভব করছিল। আর একটু পরেই দরজায় টুক টুক শব্দ হবে—আয়া তার বেড টির ট্রে রেখে যাবে খাটের কাছে। এত সকালে শুধু চা খাওয়ার অভ্যাস কখনো ছিল না সতীর, এ ক' দিনেই তার নেশার মত মনে হয়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে আয়ার আশায় বসে থাকে।

ঠিক সাতটার সময় মৃদু টোকা পড়ল দরজায়। সতী দরজা খুলে দেখল আয়া না, নন্দলাল দাঁড়িয়ে আছে। কালো একটা ড্রেসিং গাউন তার গায়ে। শুকনো মুখ। সম্ভবত নন্দলাল ঘুম থেকে উঠেই সোজা চলে এসেছে সতীর কাছে।

"আই অ্যাম ভেরী সরি—"নন্দলাল ভেতরে ঢুকে বলল, "তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম—"

সতী তাড়াতাড়ি তার রাতের জামার দু-একটা খোলা বোতাম টুক টুক করে এঁটে দিয়ে বলল,—"আমি জেগেই ছিলাম কাকা। বসুন বসুন।"

"সকাল বেলা উঠেই তোমার কাছে চলে এলাম—" একটা চিঠি ছিল নন্দলালের হাতে, সে তা উল্টেপাল্টে কোন ভূমিকা না করেই বলল, "তোমার বাবা আমাকে চিঠি লিখেছে সতী।"

নন্দলালের বিষন্ন স্বর শুনে সতীর মনও হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে

গেল। সে বুঝতে পেরেছিল তারই কথা লিখেছে দেবনাথ—নন্দলালকে জানিয়েছে তার এখানে থাকতে ভাল লাগছে না, সে আবার জাপলায় ফিরে যেতে চায়। নন্দলাল তাকে এসব জিজ্ঞেস করবে ভেবে সতীর এখন লজ্জা করছিল।

সে আস্তে জিজ্ঞেস করল, "বাবা কী লিখেছে ?"

"লিখেছে, কলকাতা তোমার ভাল লাগছে না। তোমার মা আর ভাইবোনেরাও তোমার জন্যে খুব কান্নাকাটি করছে। দেবনাথ আমাকে লিখেছে তোমার জাপলায় ফিরে যাবার ব্যবস্থা করতে—" নন্দলাল একটু চুপ করে থেকে বলল, "কাল ফিরতে একটু রাত হয়েছিল আমার। চিঠিটা কালই এসেছে। আমি যখন ফিরলাম তুমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছ।"

"কাল আমি একটু আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—" সতী বলল নন্দলালকে খাটের একদিকে বসে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে আবার জাপলায় ফিরে যাবার কথা ভাবতে পারছিল না।

"এই নাও, দেবনাথের চিঠিটা তুমিও পড় একবার।"

নন্দলাল যা বলল সতীকে একটু আগে, সেসব কথাই তাকে ইংরেজীতে লিখেছে দেবনাথ। শেষে লিখেছে, মা-বাবাকে ছেড়ে কখনো থাকে নি বলেই বাড়ির জন্যে মন খারাপ করছে সতীর। তার বয়েস এখন মোটে আঠারো।

দেবনাথের ম্লান সংসারের দায় বহন করতে না হলে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষায় আরো অনেক ভাল করতে পারত। দেবনাথ জানে, নন্দলালের বাড়িতে থাকলে সতী পরের পরীক্ষায় পাস করবে ভাল ভাবে এবং ভবিষ্যতে নিজের পায়ে দাঁড়াতেও পারবে। এসব কথা যদি নন্দলাল বুঝিয়ে বলে সতীকে তাহলে দেবনাথ খুশী হবে। আর যদি একান্তই না বুঝতে চায় সে তাহলে নন্দলাল যেন তাকে পাঠিয়ে দেয় জাপলায়।

দেবনাথের চিঠি খুব তাড়াতাড়ি পড়ে নিল সতী। সে কলকাতায় এসেছিল জোর করে—দেবনাথকে দিয়ে সে-ই চিঠি লিখিয়েছিল নন্দলালকে। জাপলায় ফিরে যাবার কথা কলকাতার ভোরের আলোয়

একটা ছেলেমানুষী ভাবনার মত মনে হল সতীর। এবার সে সুষমাকে চিঠি লিখেছিল বলে অপ্রস্তুতের মত বসে থাকল নন্দলালের সামনে।

নন্দলাল বলল, "কী সতী? হোম-সিক হয়ে পড়েছ? এখানে একা-একা থাকতে ভাল লাগছে না?"

"এখন ভাল লাগছে।"

নন্দলাল ড্রেসিং গাউনের দড়ি নিয়ে খেলা করতে করতে সতীর অপ্রস্তুত মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল, "একটা নতুন জায়গায় হঠাৎ এসে পড়েছ, সমবয়েসী কেউ নেই তোমার এখানে। কলেজ খুললে অনেক বন্ধু-বান্ধব পাবে—মনও ভাল থাকবে তোমার।" আয়া এল সতীর চায়ের ট্রে হাতে নিয়ে। বাইরে দাঁড়িয়ে দরজায় টুক-টুক শব্দ করে প্রথমে সে অনুমতি নিল ঘরে ঢোকবার, পরে চায়ের কাপ, টি-পট, দুধ-চিনি—এসব সাজিয়ে রাখল সতীর হাতের কাছের ছোট একটা টি-পয়ের ওপর। নন্দলাল আয়াকে বলল তার চা-ও বেয়ারাকে দিয়ে এ ঘরেই পাঠিয়ে দিতে।

হলদে ট্রের দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে সতী তার নিজের কথাই ভাবছিল। এখন জাপলায় ফিরে যাবার কোন মানে হয় না। কাছে ফিরে গেলে কলকাতার কথা ভেবে সম্ভবত তার আবার এখানেই চলে আসবার ইচ্ছে হবে।

এরা অনেক খরচ করেছে তার জন্যে। এ বাড়ির মেয়ের মত থাকতে হলে যা-যা দরকার, প্রভাবতী সবই কিনে দিয়েছে তাকে। এমন ভাগ্য সকলের হয় না। বোকা একটা মেয়ের মত ভাবপ্রবণ হয়ে উঠলে জীবনে আর কিছুই করতে পারবে না সতী।

বেয়ারা নন্দলালের জন্যে আলাদা কাপ দিয়ে গিয়েছিল, সতী সাবধানে চা ঢালতে-ঢালতে বলল, "মন-টন আমার আর খারাপ হয় না কাকা। প্রথম দু-একদিন শুধু—"

"খুবই স্বাভাবিক—" নন্দলাল চায়ের কাপে আস্তে চুমুক দিল, "হোম সিক না হয়ে পড়লে আমি তোমাকে ক্রুয়েল গার্ল বলে ধরে নিতাম।"

"দুধ-চিনি আর লাগবে আপনার?"

"নো, থ্যাঙ্কস! অ্যাডমিশন ফর্ম আনিয়ে রেখেছি তোমার জন্যে। আজই ভর্তি হয়ো। আমি সই-টই সব করে দিয়েছি।"

সতী ইতস্তত করে বলল, "একা ভর্তি হতে যাব?"

তার করুণ স্বর শুনে জোরে হেসে উঠল নন্দলাল, "আই নো দ্যাট ইউ আর এ নিউ কামার হিয়ার। পরে অবশ্য একা-একাই সারা কলকাতা চষে বেড়াবে, আই অ্যাম সিওর।"

সতী জিজ্ঞেস করল, "কোন কলেজে?"

নন্দলাল একটা কলেজের নাম করে বলল, তুমি তো ওখানেই ভর্তি হতে চেয়েছিলে?"

"হ্যাঁ। সিট আছে?

"তোমার জন্যে সব কলেজেই আমি জায়গা করিয়ে নিতে পারি"—থেমে থেমে নন্দলাল গর্বিত একটা মানুষের মত বলল, ও কলেজ তোমার বাবার কলেজ, আমারও কলেজ। প্রিন্সিপালকে আমি খুব চিনি। তোমার বিষয়ে তার সঙ্গে আমার টেলিফোনে কথাবার্তা হয়ে গেছে।"

"আজ ক'টার সময় যেতে হবে?"

"এগারোটা-বারোটায় গেলেই হবে। লাল বড় গাড়িটা নিয়ে যেয়ো। প্রথম দিন তো। যতীনই তোমাকে নিয়ে যাবে—" নন্দলাল সতীকে সতর্ক করে দেয়ার জন্যে বলল, "আমার ড্রাইভাররা সকলেই কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে। তুমি কখনো ওদের কাউকে নাম ধরে ডেকনা যেন—"

সতীর যে সে-বোধ আছে তা নন্দলালকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে সে হেসে বলল, "আমি যতীনদা বলি—"

"না না, দাদা-টাদা আর কখনো ব'ল না। ওসব আত্মীয়তা করলে ওরা মাথায় চড়ে বসে—" যতীনের কথা বলতে-বলতে হঠাৎ মেজাজ খারাপ হয়ে এল নন্দলালের, "এইসব মানুষগুলো একটা কমপ্লেক্সে ভোগে। ওদের জন্যে তুমি যতই কর, ওরা আরো বেশী চাইবে—শুধু সুবিধা আদায় করবার ফন্দী আঁটবে।"

যতীনের ওপর নন্দলালের রাগের কারণ সতী হঠাৎ বুঝতে পারল

না, সে কোন অন্যায় করেছে ভেবে সতী নম্র স্বরে বলল, "যতীন বাবু সেই রকম কিছু করেছে নাকি ?"

"রেগুলারলি করছে। শুধু যতীন কেন, আমার ফ্যাক্টারীর ওই ভদ্র নামধারী যত এমপ্লয়ি আছে আজকাল প্রত্যেকেই শেয়ালের মত শুধু একটাই পোঁ ধরে—" নন্দলাল দু-হাত মুঠো করে সতীর সামনে নেড়ে-নেড়ে বলল, "দাও, দাও ! আরো দাও, শুধু দিয়েই যাও ! এক মাসের বোনাস দিলে পরের বছর বলে দু'মাসের দাও ! তা-ও দিলে চারমাসের চায়। না দিলে, হুমকি, স্ট্রাইক, ঘেরাও।

জাপলার সিমেণ্ট ফ্যাক্টারীতে এই রকম কাণ্ড ঘটতে সতী দেখেছে। অসীমার বাবা তিন-চারদিন কারখানা থেকে বেরুতেই পারে নি। ট্রেন অনেক দেরীতে এসেছিল বলে দেবনাথকেও একদিন অনেক মানুষ ঘিরে রেখে মেরে ফেলবার ভয় দেখিয়েছিল। পরে পুলিস এসে তাকে উদ্ধার করে।

জাপলার কথা ভাবতে-ভাবতে সতী বলল, আমাদের ওখানেও প্রায়ই গোলমাল হয়।"

নন্দলাল খুব অপ্রসন্ন হয়ে চেয়ারে হাত ঘষতে-ঘষতে উষ্ণস্বরে বলল, "একটা পুরনো কথা আছে না, মরবার আগে পিঁপড়েরও পাখা গজায় ? সংক্রামক রোগের মত সব জায়গায় এই রকম হৈ চৈ ছড়িয়ে যাচ্ছে—" সে যেন অবোধ মানুষগুলোর অসহায় অবস্থার কথা ভেবে তাদের প্রতি করুণা প্রকাশ করল, "কী লাভ হয় এদের এসব করে ! হাঙ্গার ! স্টার-ভেসন ! দেখছনা কত কোম্পানী প্রেস্টিজ বজায় রাখবার জন্যে একে-বারে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে !"

নন্দলালের কথা চুপচাপ সতী শুনল। কিছু বলল না। চারপাশে বিশৃঙ্খল অবস্থার কথা শুনলেও এসব সম্পর্কে তার কোন স্পষ্ট ধারনা ছিল না। নন্দলালের সামনে থেকে চায়ের খালি কাপ তুলে সতী ট্রের ওপর রাখল। পরে জানলার পুরু পর্দা টেনে-টেনে সে সরিয়ে দিল।

তার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নন্দলাল আবার বলল, "কলকাতায় তুমি পড়তে এসেছ, আজ কলেজে ভর্তি হবে—" মেঝের ওপর ঘস ঘস

করে একটা পা ঘষল সে। হঠাৎ যেন বড় বিরক্ত হয়ে উঠল, "কলেজ-টলেজও তো প্রায়ই বন্ধ। এক-একদিন এক-একটা ফ্যাচাং। লেখা পড়ায় মন আছে নাকি আজকালকার ছেলেদের!"

নন্দলালের বিরক্ত মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সতী। কলকাতার কলেজ তার কাছে স্বপ্নের মত, নন্দলালের কথায় যে জ্বালা ছিল তা কিছু সময় বিষন্ন করে রাখল সতীকে। তার পায়ের কাছে হালকা রোদ এসে পড়েছিল, ঘরের বাইরেই কালো লম্বা বারান্দা—সতী সেখানে কয়েকটা চড়ুই-এর খেলা দেখল।

নন্দলাল আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সতী খুব আস্তে ঈষৎ আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "ফ্যাক্টরীর মত কলেজ তো আর একেবারে বন্ধ হয়ে যায় না?"

"হলেই হল—" দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলার মত ফোস করে একটা শব্দ করল নন্দলাল, "এই শহরে এখন কখন কী যে হয়, কিছুই বলা যায় না—" সতীর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে একটা তৃপ্তি অনুভব করছিল নন্দলাল। তার সম্ভবত সময়েরও খেয়াল ছিল না, "কলেজে তুমি খুব সাবধানে থাকবে, পলিটিক্স নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামিও না।"

সতী মিষ্টি করে হাসল, "আমার ওসব ভাল লাগে না।"

"আমাদের সময় ইস্কুল কলেজে এই রকম বাড়াবাড়ি ছিল না। আমরা লেখাপড়া ছাড়া আর কিছু জানতাম না—"

ছাত্র জীবনের কথা ভাবতে-ভাবতে নন্দলালের চেহারা অনেক নরম হয়ে এল। আয়নার কাচের ওপর রোদ চিকচিক করছিল। সেদিকে একবার তাকিয়ে নিল নন্দলাল এবং চিরুনীর মত মাথায় আঙুল চালিয়ে চুল ঠিক করবার চেষ্টা করতে করতে বলল, "তোমার বাবা আর আমি একসঙ্গে পড়তাম—"

"বাবার মুখে শুনেছি।"

নন্দলাল এখন সতীর শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে দেয়ালের ফিকে হলুদ রং দেখতে দেখতে অহঙ্কার প্রকাশ করার মত বেশ উঁচু গলায় বলতে পারল, "ছেলেবেলায় আমি খুব গরীব ছিলাম সতী—খুবই গরীব।

আমার বাবা ছিলেন মুড়াগাছার ইস্কুল মাস্টার—"

সতী অবাক হয়ে দেখছিল নন্দলালকে। সে বিশ্বাস করতে পারছিল না, যে-মানুষ এত বড় বাড়িতে এমন ভাবে বাস করে, এত রকম খাওয়া খায় এবং চারটে বড় বড় নতুন গাড়ি যার, তার অবস্থা একদিন সতীদের মতই ছিল। ছেঁড়া মশারী, তক্তাপোষ, নোংরা বিছানা—জাপলার তাদের বাড়ির কথা আবার সতীর মনে পড়ে যাচ্ছিল।

সতী অস্ফুট স্বরে একটা বিস্ময়কে মেলে ধরল নন্দলালের সামনে, "কাকা, আপনি গরীব ছিলেন ?"

"হ্যাঁ। তোমার মত আমিও পড়তে এসেছিলাম কলকাতায়—" নন্দলাল অল্প-অল্প হাসছিল, "তবে, তোমার মত এই রকম একটা বাড়িতে আমি কিন্তু থাকতে পাইনি। তোমার বাবা আর আমি খুব কষ্ট করে থাকতাম বিবেকানন্দ রোডের বাকে একটা মেসে। জলের মত মাছের ঝোল আর যাচ্ছেতাই ঘ্যাঁট খেয়ে বছরের পর বছর পড়াশুনো চালিয়ে গেছি।"

সতীর শুনতে ভাল লাগছিল যে দেবনাথের সঙ্গে নন্দলালের এত বন্ধুত্ব ছিল—তারা থাকত এক সঙ্গে। কথাটা আরো একবার শোনবার জন্যে সে জিজ্ঞাস করল, "আপনি বাবার সঙ্গে একই ঘরে থাকতেন ?"

"একই ঘরে—পাশাপাশি দুটো ছোট তক্তাপোষে। তোমার বাবাকে আমি হিংসেও করতাম খুব !"

"কেন ?"

"ছাত্র হিসেবে দেবনাথ ছিল ব্রিলিয়্যাণ্ট। যেমন ইংরেজী তেমন হিস্ট্রি। তার ডিবেট ছিল শোনবার মত। কেউ তাকে এঁটে উঠতে পারত না।"

দেবনাথের গৌরবে মনে মনে বড় প্রসন্ন হয়ে উঠলেও সতী বিমর্ষ হয়ে বলল, "এখন বাবাকে দেখলে ওসব মনেই হয় না !"

"কয়েক বছর আগে ওকে জাপলায় আবিষ্কার করে আমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, একেবারে বদলে গেছে—" নন্দলাল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে

দার্শনিকের মত বলল, "সংসারের চাপে সব মানুষই কিছু কিছু বদলে যায়!"

সতীর মুখ থেকে আপনা আপনি বেরিয়ে এল, "সংসার টংসার করা ভাল না।"

হা-হা করে হেসে উঠল নন্দলাল—যেন সে সতীর কথা মেনে নিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল, "ঠিক বলেছ!"

নন্দলালের এইরকম উল্লাসের প্রকাশ সতীকে লজ্জা দিচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল যা তার বলবার কথা নয় তা সে হঠাৎ বলে ফেলেছে। তবে নন্দলালের কাছ থেকে দেবনাথের ছাত্রজীবনের কথা শুনে সে এখনো আপন মনে ভাবছিল যে সংসারই তার বাবাকে আঘাত করে করে একেবারে অন্যরকম করে দিয়েছে।

সতী চুপ হয়ে গিয়েছিল, নন্দলালের মুখেও বিষাদের ছায়া ঘন হয়ে উঠল। এখনো সকাল বড় উজ্জ্বল—রোদ আরো ছড়িয়ে পড়েছে। সতীর ঘরের বন্ধ কাচের জানলায় সূর্যের তাপ লাগছিল। বাইরে তাকিয়ে কিছু সময় চুপচাপ থাকল নন্দলাল।

দেবনাথের চিঠি চাপা পড়েছিল চায়ের ট্রে'র নিচে, সতী তা টেনে নিয়ে নন্দলালের দিকে এগিয়ে দিল, "বাবাকে আজই লিখে দেব যে আমি খুব ভাল আছি। ওরা যেন কিছু না ভাবে।

"হ্যাঁ, লিখে দিও। আমিও আজ এ চিঠির উত্তর দেব—" দেবনাথের চিঠি হাতে নিয়ে সতীর দিকে বেশ কিছু সময় ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে থাকল নন্দলাল, পরে দু-হাত নিজের মাথার ওপর চাপিয়ে ধীর স্বরে বলল, "তুমি এসেছ বলে বাড়িটা এখন ভরা ভরা লাগে। তোমার কাকীমাও তোমাকে পেয়ে বেশ খুশী—" সে সামনের দিকে কিছু ঝুঁকে পড়ে খুব আস্তে বলল, "মাঝে ওর অবস্থা খুব খারাপ হয়েছিল—ঠিক পাগলের মত।"

সতীর গলায় ভীরু কৌতূহল কাঁপল, "কেন?"

"কিছু কিছু বলেছি তোমাকে। নিজের ছেলে মেয়ে নেই বলে তোমার কাকীমা ভাবে একটা অভিশাপ লেগেছে আমাদের সংসারে—"

কথা বলতে বলতে নন্দলালও হঠাৎ যেন অপ্রকৃতস্থর মত হয়ে উঠল, “তার যত রাগ আমার ওপর। আমিই নাকি মূর্তিমান পাপ—অভিশাপ! এক এক সময় তোমার কাকীমাকে নিয়ে আমাকে খুব মুশকিলে পড়তে হয়—বড় অশান্তি।”

নন্দলালকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে সতী বলল, “এখন উনি খুবই ভাল আছেন। আমাকে রোজই প্রায় মার্কেটে নিয়ে যান—কত জিনিস কিনে দেন!”

“হ্যাঁ, সী লাইকস ইউ। দু-একটা বাচ্চা ছেলে মেয়ে মানুষ করবার জন্যে আমি দু-এক বছর আগে এনেছিলাম, তোমার কাকীমা ভীষণ ক্ষেপে গিয়েছিল ওদের দেখে—একটাকেও থাকতে দেয় নি।”

সতী হেসে বলল, “বাচ্চারা বড় বিরক্ত করে, রাত্তিরে ঘুমতে চায় না। একবার কান্না আরম্ভ করলে সহজে থামতেও চায় না—” সতী নিজের ভাইবোনের কথা ভাবতে ভাবতে বলল, “ভাই বোনকে দেখতে না হলে আমি আরো অনেক ভাল রেজাল্ট করতে পারতাম!”

নন্দলাল তার হাতের দামী ঘড়িতে হঠাৎ সময় দেখে চমৎকার অস্ফুট একটা শব্দ করে উঠে দাঁড়াল, পরে সতীর কাছে এসে তার পিঠে হাত রাখল, “পরীক্ষা আবার দেবে, পরীক্ষার শেষ নেই—” অল্প ইতস্তত করল সে, “আরো একটা কাজের ভার আমি তোমাকে দিলাম—তোমার কাকীমাকে একটু ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা ক’র!

নন্দলালের কণ্ঠস্বর সতীকে আচ্ছন্ন করে রাখল কয়েক মুহূর্ত। কিছু পরে শান্ত মেয়ের মত সে বলল, “আপনি যা বলবেন আমি তা-ই করব। আমিও কাকীমাকে খুব ভালবাসি কাকা।”

“জানি, জানি। ইউ আর এ ফাইন গার্ল—” নন্দলাল সতীর পিঠে আস্তে আঘাত করল, “সময় পেলেই ওকে নিয়ে বাইরে বাইরে ঘুরবে। সিনেমা টিনেমা দেখবে। কোথাও গানের জলসা হলে তোমার কাকীমাকে জোর করে টেনে নিয়ে যাবে।”

সতী মাথা নেড়ে বলল, “হ্যাঁ।”

“ওকে ভুলিয়ে রাখবার আমিও খুব চেষ্টা করি। গানে এক কালে

ওর ঝোঁক ছিল বলে নাম করা গাইয়েকে রেখেছি—”

“কাকীমার গলা খুব মিষ্টি।”

নন্দলাল আরো বলল, “এসব কথা ওকে বারবার বলবে সতী। তোমার কাকীমাকে বোঝাবে, ছেলেমেয়ে না থাকলেও কারুর কোন ক্ষতি হয় না। কত কী করবার আছে জীবনে, কত কাজ!”

“ঠিকই তো।”

নন্দলাল আস্তে আস্তে পা ফেলে ঘরের বাইরে চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে আবার বলল, “বাই দি ওয়ে সতী, কাল একটা পার্টি থ্রো করছি। তোমার কাকীমা হয়তো যেতে চাইবে না, তোমায় তাকে নিয়ে যেতেই হবে!”

“কোথায় হবে পার্টি?” শুভময়ের প্রথম দিনের কথা সতীর মনে পড়ে গেল বলে সে ঈষৎ ভীত হয়ে প্রশ্ন করল।

নন্দলাল ডালহৌসী স্কোয়ারের একটা বড় হোটেলের নাম করে বলল, “আমার কিছু বন্ধু বান্ধব আসবে সস্ত্রীক আর কয়েক জন এমপ্লয়িজ। তোমার মত দু-একজন ইয়ং লেডিও আসবে।”

“শুভময়বাবু আসবেন?”

“ও হো, ওর কথা একেবারে মনে ছিল না। ইউ জাস্ট ফোন হিম ”নন্দলাল মাথা নেড়ে নেড়ে বলল, “হি ইজ এ গুড ডকটর। খুব নাম করবে পরে। অ্যাকচুয়্যালি, তোমার কাকীমাকে ওই তো ভাল রেখেছে।”

নন্দলালের কথায় মন ছিল না সতীর, পার্টির নিয়মকানুনের কথা সে কিছু জানে না বলে ভিতরে ভিতরে বড় দুর্বল হয়ে পড়ছিল। এবং সে জন্যেই সে ভাবছিল শুভময়ের কথা। তাকে ডাকতেই হবে। প্রভাবতীর কাছ থেকে নম্বর নিয়ে আর একটু পরেই শুভময়কে নন্দলালের কথা মত ফোন করবে সতী।

কাচের ভারী দরজা ঠেলে তার ঘরের পাশেই লম্বা বারান্দায় সতী এসে দাঁড়াল। লেকের জল চিকন সূর্যকিরণে টলোমলো করছে। সে আঁকাবাঁকা জলের রেখা দেখল অনেক দূর অবধি। জলের কাছেই অনেক

বেঞ্চ। একটাও খালি নেই। প্রবীণ মানুষের দল জটলা করছে। রঙীন ফ্রক পরে অনেক ছোট ছেলে মেয়ে ছুটোছুটি করে খেলা করছে, কেউ কেউ দোলনায় দুলছে.।

আর একটু পরেই প্রাতরাশ খাবার সময় হবে, নীচে নেমে যেতে হবে। কিন্তু হঠাৎ এখান থেকে নড়তে ইচ্ছে হল না সতীর। আর একটা জগৎ মেঘলা আকাশে ক্ষীণ চাঁদের মত তার মনের মধ্যে ফুটে উঠছিল।

কাল রাতে ডালহৌসী স্কোয়ারের হোটেলে যে পার্টির ব্যবস্থা করেছে নন্দলাল, তার সম্বন্ধে সতীর কোন স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও সে একটা উজ্জ্বল পরিবেশের কল্পনা করে নিতে পারছিল। এবং সেখানে সে-ও উপস্থিত হতে চাচ্ছিল পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে। প্রভাবতীই সতীকে বলে দেবে সে কী পরবে—কেমন করে সাজবে। যে-ভীতি সতীর মনের মধ্যে কাঁপছিল আর কিছু পরে তা বড় মধুর হয়ে উঠল।

আবার তার ঘরে এল সতী। ঘরের লাগালাগি বাথরুম। বাথ-রুমের ঝকঝকে আয়নায় অন্যমনস্ক হয়ে সে নিজের মুখ দেখছিল বলে তার দাঁত মাজবার ব্রাশের ওপর অনেকটা নীলাভ টুথপেষ্ট জমল। চেহারা সম্পর্কে এমন প্রগাঢ় সচেনতা সতীর মনে যেন এই প্রথম জাগল। সে নিজেকে দেখল অনেক সময় নিয়ে।

আরো সুন্দর হয়ে ওঠার একটা আকাঙ্খা সেই সময় পরিচ্ছন্ন বেসিনে ঠাণ্ডা-গরম জলের মত সতীর মনে উপচে উঠছিল।

॥ ছয় ॥

ডালহৌসী স্কোয়ারের বড় হোটেলে যে-পার্টির আয়োজন করেছিল নন্দলাল সেখানে প্রভাবতীকে একরকম জোর করেই টেনে এনেছিল সতী। প্রভাবতী আসতে চায় নি, সতীর কাছে সব শুনে বলেছিল যে গানের মাস্টারকে সে পার্টিতে যাবে বলে ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

আজ প্রভাবতীর গানের মাস্টার আসবার দিন।

নন্দলালের কথা মত সতী প্রভাবতীকে বলেছিল, "আপনি না গেলে আমিও যাব না। আমার ভয় লাগবে। আমি কিছু জানি না।"

"জানবার আবার আছে কী!" প্রভাবতী বড় বিরক্ত হয়ে বলেছিল, "আমার আজকাল এসব একেবারেই ভাল লাগে না।"

"আজ আমার জন্যে আপনি যাবেন।"

সতীর কথা রাখতেই হল প্রভাবতীকে। প্রথমে বিরস মুখ ছিল তার, পরে সাজগোজ করবার সময় তা প্রসন্ন হয়ে এল। সতীকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিল প্রভাবতী। তার খোঁপা তৈরী করল চূড়োর মত। একটা হ্রস্ব হাতা ব্লাউজ দেখিয়ে তাকে বলল পরতে। নিজের দু-একটা খুব দামী পাথর-বসানো অলঙ্কার সতীকে সে পরিয়ে দিল।

প্রভাবতীর নিজের সাজের বিশেষ কোন পরিপাট্য ছিল না। কিন্তু সতী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল তার দিকে কিছুক্ষণ। তার মুখ যেন অলৌকিক প্রভায় উজ্জ্বল—মহীয়সী এক নারীর মত দেখাচ্ছিল প্রভাবতীকে।

সতী বলেছিল, "কাকীমা, কী সুন্দর আপনি!"

এমন প্রশংসা করা ঠিক হল কি-না সতী বুঝতে পারে নি। কেননা স্থির এবং সম্ভবত সজল দৃষ্টিতে প্রভাবতী তার দিকে বেশ কিছু সময় তাকিয়ে ছিল, পরে ছেড়ে-ছেড়ে বলেছিল, "বাইরের রূপ কিছু না। মনের সুখ সব চেয়ে আগে দরকার।"

প্রভাবতীর অসংলগ্ন কথার অর্থ না বুঝে সতী নীরব থাকল। এবং সে অন্য ঘরে চলে যাবার পর সতী এসে দাঁড়াল তারই আয়নার সামনে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তার চেহারা যেন একেবারে বদলে দিয়েছে প্রভাবতী। একটা আত্মতৃপ্তিতে সে বিভোর হয়ে থাকল।

সতীকে সাজাতে অনেক সময় নিয়েছিল প্রভাবতী। বিকেল ফুরিয়ে গেছে। বেলা শেষের ভিজে ম্লান আলো ঝরে পড়ছে লেকের জলের ওপর। ঘরমুখো পাখির স্বর খুব জোরে বাজছে। একটু আগেই বাড়ি ফিরে এল নন্দলাল।

পার্টি সাড়ে সাতটায়। কিছু আগে গিয়ে পৌঁছতে হবে নন্দলালকে। তার তৈরী হয়ে নিতে বেশী সময় লাগল না। বেরুবার ঠিক আগে-আগেও নন্দলালের সন্দেহ ছিল শেষ অবধি প্রভাবতী যাবে না—রূঢ় স্বরে কড়া-কড়া কথা শোনাবে নন্দলালকে। কিন্তু সুস্থ এবং শান্ত মানুষের মতই সতীর সঙ্গে গাড়ীতে উঠল প্রভাবতী।

নন্দলালের খুব বড় মার্কিন গাড়ি আস্তে আস্তে পথ করে এগিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তায় অনেক মানুষের ভিড়। গাড়ি যতই এগিয়ে যেতে লাগল মনে মনে ততই অস্থির হয়ে পড়ছিল সতী। আর কতদূর।

ডালহৌসী স্কোয়ারের বড় হোটেলের দোতলায় পার্টির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রশস্ত ঘর। মসৃন মেঝে। ওপরে বড় বড় আলোর ঝাড়। এদিকে-ওদিকে গুচ্ছ-গুচ্ছ বেলুন টাঙানো। অনেক টেবিল, অনেক চেয়ার। সামনে স্টেজের মত উঁচু একটা জায়গা। সতী দেখল, সেখানে জড়ো করা অনেক রকম বিদেশী বাজনা। প্রভাবতী সোজা এগিয়ে গেল সেই দিকে। এবং যেন বড় ক্লান্ত হয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

সতীও যাচ্ছিল তার সঙ্গে সঙ্গে, নন্দলাল বলল, "তুমি আর আমি এখানে থাকব—এই দরজার কাছে—যারা আসবে তাদের রিসিভ করব।"

কাতর একটা বিস্ময় ঠেলে উঠল সতীর চোখে, "আমি ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি—" পাইপ দাঁতে চেপে হাসল নন্দলাল, "গেটিং নার্ভাস ? তোমাকে আজ ভীষণ রকম আপ টু ডেট দেখাচ্ছে সতী।"

সতী চাপা স্বরে বলল, "কাকীমা আমাকে সাজিয়ে দিয়েছেন।"

"যাক, তোমার কাকীমাকে তুমি যে এখানে টেনে আনতে পেরেছ—আমি খুব খুশী হয়েছি।"

"প্রথমে উনি আসতে চান নি—"

নন্দলাল বাধা দিয়ে একটা উচ্ছ্বাসের ঘোরে বলল, "তুমি ওর সব অসুখ ঠিক সারিয়ে দিতে পারবে। থ্যাঙ্ক ইউ।"

হোটেলের প্রশস্ত খালি ঘর ভরে যেতে লাগল আস্তে আস্তে। সতী

দেখল সস্ত্রীক পরিচ্ছন্ন এক-একটি মানুষকে। কেউ কেউ একাই এল। ছেলেদের পোষাক একই রকম। নন্দলালের মত সাদা কোট, কালো প্যাণ্ট। নন্দলাল হাত বাড়িয়ে দিল প্রত্যেকের দিকে, খুব জোরে বলল, "হ্যাল্লো!" এবং পরে সতীকে দেখিয়ে বলল, "মীট সুইট সতী—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মেয়েই! নিউলি বর্ন!"

ব্যস্ত হয়ে বয়রা এক টেবিলের কাছ থেকে আর এক টেবিলের কাছে যাচ্ছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে বড় বড় ট্রে, নানারকম বোতল। তারা অতিথিদের অনুমতি নিয়ে তাদের গেলাসে মদ ঢেলে দিচ্ছিল। সোডার বোতল খোলবার ভটভট শব্দ শুনে উৎসুক হয়ে সতী চোখ বুলিয়ে নিল প্রায় প্রত্যেক টেবিলের ওপর।

যতই সুন্দর করে সতীকে সাজিয়ে দিক প্রভাবতী—চারপাশে তাকিয়ে তার মনে হল, আজ এখানে আর যে সব মেয়েরা এসেছে তার চেয়ে তারা অনেক বেশী সুন্দর। সতী সকলকে দেখছিল বিমূঢ় হয়ে এবং স্বচ্ছন্দ গতিতে চলাফেরা করবার শক্তি সে যেন হারিয়ে ফেলছিল।

জোরে জোরে কথা বলছে সকলে। মেয়েরাও বড় প্রগলভ। তাদের হাসি কুলকুল করে আছড়ে পড়ছে রঙ করা দেয়ালে, পাউডার ছড়ানো পিছিল মেঝেতে। সকলের সঙ্গ এড়িয়ে যাবার জন্যেই আতঙ্কিত একটা মেয়ের মত জড়োসড়ো হয়ে সতী বসল একটা চেয়ারে। অবাক হয়ে সে দেখল প্রভাবতীও মদ খাচ্ছে।

সতীকে বসে পড়তে দেখে হোটেলের বয় তার কাছে এসেও নম্র স্বরে তাকেও জিজ্ঞেস করল, "ড্রিঙ্কস মেমসা'ব?

সতী হঠাৎ স্থির করতে পারল না কী উত্তর দেবে। তার আশে-পাশে আরও অনেক মেয়ে মদের গেলাসে থেকে থেকে চুমুক দিচ্ছিল—সে ভাবল, বয়কে ফিরিয়ে দেয়া হয় তো অশোভন—তা হলেও কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে সে বলল, "না-না।"

মদ না খেলেও একটা ঘোরে অল্পে অল্পে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল সতী। এক-একটি মেয়ে যেন রূপকথার নায়িকার মত। ঘন কালো ভুরু, টানাটানা চোখ, ঠোঁটে লেগে আছে মিষ্টি হাসি।

এক-একটি পুরুষ যেন অন্য কোন গ্রহ থেকে নেমে এসেছে এখানে, এই মর্ত্যে। সুবেশ, বিনয়ী, আনন্দমুখর। চারপাশে ঐশ্বর্যের এই দীপ্তিময় প্রকাশ সতীকে আকর্ষণ করছিল চুম্বকের মত। এবং ভীতির শিহরণের মত একটা ভাবনা হঠাৎ তার মনে খেলে গেল, বয়কে না ফেরালেই হত! একটু মদ চেখে দেখলে ক্ষতি কী ছিল!

সতীর টেবিলে আরও তিনজন এল। দু-জন ছেলে একজন মেয়ে। মেয়েটিই কথা বলল, "মে উই সিট ডাউন হিয়ার?"

সতী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "হ্যাঁ।"

একজন বলল, "আপনি উঠলেন কেন, বসুন।"

সতী চাবি দেয়া একটা পুতুলের মত আবার বসতে যাচ্ছিল কিন্তু সেই সময় পরিচিত স্বর শুনে বসল না, এত পরে তার মুখে স্বচ্ছন্দ হাসি ফুটে উঠল। শুভময় এসে দাঁড়াল ওদের পাশে। সে-ও পরেছে কালো প্যাণ্ট, সাদা কোট। তার চেহারাও অনেক বেশী তীক্ষ্ণ হয়েছে এখন।

শুভময় হাসতে-হাসতে বলল, "যে আজ এই পার্টি থ্রো করেছে সে-ই যদি চুপ করে বসে থাকে তাহলে চলবে কেন? মিসেস ঘোষ, মিস্টার ঘোষ, মিস্টার ডাট আপনারা বসুন! সতী, তুমি আমার সঙ্গে এস, দেখবে সব টেবিলে ঠিক-ঠিক ফুড এণ্ড ড্রিঙ্কস সার্ভড হল কিনা।"

সতী শুভময়ের সঙ্গে ধীর পায়ে দেয়ালের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। আলো এখানে ঈষৎ মৃদু, ওদের পাশেই দু-জনের বসবার মত একটা সাজানো টেবিল।

শুভময় বলল, "বসো।"

সতী বসল, কিন্তু তার চোখ ঘুরে ফিরছিল পাখির মত। সে লক্ষ করল না শুভময় তার মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে। সতীর চেহারার এমন আশ্চর্য পরিবর্তন তাকে অবাক করে রাখল কিছু সময়। বয় এসে দাঁড়াল তাদের টেবিলের কাছে।

শুভময় ইতস্তত করে বলল, "হুইস্কি। সতী, তোমার জন্যে কী বলব? একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস?"

সতী শান্ত মেয়ের মত বলল "হ্যাঁ।"

বয় চলে যাবার পর হুইস্কির গেলাস শক্ত করে চেপে ধরল শুভময়, রুমাল বের করে কপালে ছুঁইয়ে যেন একটা অধীরতা দমন করল, "নিজের চেহারা তুমি দেখতে পাচ্ছ না, দেখতে পেলে নিশ্চয়ই মনে করতে এখানে আর যে সব মেয়েরা আছে তুমি তাহাদের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর।"

সতী বাংলাদেশের বাইরে মানুষ হয়েছে বলে শুভময়ের কথা শুনে লজ্জায় মুখ নামিয়ে বসল না, মনে মনে খুশী হয়ে বলল, "আপনাকেও আজ খুব ভাল দেখাচ্ছে।"

"রিয়েলি?" হুইস্কির গেলাসে সোডা ঢালতে ঢালতে শুভময় মাথা তুলল, "ভীষণ কাজের চাপ ছিল আজ। বাড়ি ফিরেই কোন রকমে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়েছি। পার্টি-ফার্টি'তে যাওয়ার সময় আমার একেবারেই হয় না।"

বয় স্কোয়াশের গেলাস রেখে গিয়েছিল সতীর সামনে। কাচের গোল একটা বাটিতে বরফের অনেক টুকরো ছিল। শুভময় নিজের গেলাসে বরফ ফেলে সতীর গেলাসেও ফেলল। শুভময়কে এত কাছে বসে মদ খেতে দেখে সতীর চোখে একটা ত্রস্তভাব ফুটে উঠল।

সে ভীত কৌতূহল দমন করতে না পেরে বলল, "এই রকম পার্টিতে সকলেই কি মদ খায়?"

সতীর সরল প্রশ্ন শুনে শুভময় হেসে বলল, "তোমার মত ছোট মেয়েরা খায় না, আর যাদের ভাল লাগে না তারাও খায় না—"সে এমন পার্টির অর্থ আরও পরিষ্কার করে তাকে বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল, "ককটেইল পার্টি মানেই ড্রিঙ্কস থাকবে। আজ ডিনারও সার্ভ করা হবে বলে এই পার্টির নাম ককটেইল-কাম-ডিনার পার্টি।"

এত স্পষ্ট ব্যাখ্যা শোনবার পরেও সতীর মুখ থেকে ভীতির রেখা মিলিয়ে গেল না, সম্ভবত আগে থেকে সতর্ক হওয়ার জন্যে সে আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনি মাতাল হবেন না?"

শুভময় হেসে উঠে বলল, "না-না, মাতাল-টাতাল এসব জায়গায় কেউ হয় না—" সতীকে হাসতে হাসতে এসব বোঝালেও তার সামনে

অসঙ্কোচে গেলাস মুখের কাছে তুলতে দ্বিধা হচ্ছিল শুভময়ের। অল্প পরে ঈষৎ গম্ভীর হয়ে সে বলল, "আমি কিন্তু ড্রিঙ্ক একেবারেই পছন্দ করি না সতী। এইরকম পার্টি-টার্টি হলে মাঝে মাঝে একটু হুইস্কি খাই।"

শুভময় পাশে থাকলেও সতীর দৃষ্টি তার দিকে এখন ছিল না, সে দেখছিল তাদের পাশের টেবিলের একটি মেয়েকে—তার সঙ্গে যে অল্প বয়েসী ছেলেটি ছিল সে তার মুখের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে যাচ্ছিল। ওদের সামনেও দুটি গেলাস, কাবাবের প্লেট আর শুভময় ও সতীর টেবিলে যেমন আছে সেই রকম আরো নানা মুখরোচক খাবার। শুভময়কে প্রশ্ন না করেই দূর থেকেই সতী বুঝে নিতে পারল মেয়েটিও তার সঙ্গীর মত মদ খাচ্ছে।

মেয়েটির সজ্জা দেখতে বড় ভাল লাগছিল সতীর। হ্রস্ব ব্লাউজ। পেট ও পিঠ অনেকটা খোলা—গলাও। বুকের আভা দেখা যাচ্ছিল। তার স্তন বড় চোখা, উদ্ধত। থেকে থেকে মেয়েটির বুকের ওপর থেকে শাড়ি পরে যাচ্ছিল। তাকে দেখতে দেখতে এক সময় হঠাৎ নিজের বুকের দিকেও তাকিয়ে দেখল সতী। এবং যেন আপন মনে একটা দৈন্য অনুভব করে অপ্রস্তুত হয়ে আবার গেলাসে চুমুক দিতে থাকল।

সতী খানিক পরে শুভময়কে আবার জিজ্ঞেস করল, "এরপর আর কী হবে?"

"কিছু না। এই রকমই চলবে। ড্রিঙ্কস, গুড ফুড আর গল্প। তারপর যে যার বাড়ি চলে যাবে—" সতীর সপ্রশ্ন চোখের দিকে তাকিয়ে অল্প হেসে শুভময় বলল, "নাচ-টাচও হয় কোন কোন পার্টিতে। দুদিন পরে তুমি সব জেনে যাবে। মিস্টার চৌধুরী খুব ঘন ঘন পার্টির ব্যবস্থা করেন।"

নাচের কথা শুনে সতী বলল, "কী রকম নাচ হয় পার্টিতে?"

"বলরুম ডান্সিং—"

"হিন্দি ছবিতে যেমন দেখি—"

শুভময় জোরে হেসে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ। আজকাল হিন্দি ছবিতে

খুব নাচ-টাচ দেখা যায় বটে—” সে একটু থেমে কৌতুক করে বলল, “তুমি নাচ জান ?”

শুভময় যে কৌতুক করে প্রশ্ন করেছিল তা না বুঝে সতী যেন বড় করুণ করে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করল, “আমি নাচ গান কিছু জানি না।”

শুভময় সতীর ম্লান স্বর শুনে তাকে সান্ত্বনা দেয়ার মত বলল, “কী শেখবার ইচ্ছে তোমার, গান ?”

“না। স্বরজ্ঞান আমার একেবারেই নেই।”

“তবে কি নাচ শিখতে চাও ?”

শুভময়ের জিজ্ঞাসা সতীকে বড় বেদনা দিল। সে অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে থাকল সামনে। তার ইচ্ছার কথা শুভময়কে হঠাৎ জানাতে পারল না। আপনার যে ছোট সংসারে অভাবের মধ্যে সে বেড়ে উঠেছে, এখন সে সব কথা মনে পড়ছিল বলেই সে চুপ করে ছিল।

জীবনের যে ঝকমকে চেহারা এখন একটা ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে দেখছে সতী—মাত্র কয়েক দিন আগে তা কল্পনা করাও তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। এমন জায়গায় সে যে হঠাৎ পৌঁছে যেতে পারে তা-ও তার জানা ছিল না। ছকে বাঁধা জীবনের বাইরে আরও যদি কোন শখ থাকে, তা-ও সতীর জন্যে যেন নয়।

সতীকে নীরব থাকতে দেখে শুভময় আবার বল্‌ল, “নাচেই মনে হয় তোমার ঝোঁক বেশী ?”

“না-না, আমি কিছু পারি না।”

শুভময়ের চোখ অল্প লাল হয়েছিল, কাঁটা দিয়ে একটা সসেজ বিঁধতে-বিঁধতে সে বলল, “তুমি সব পারবে—সব শিখে নেবে।”

“না।”

“এই অল্প ক'দিনেই তো কত কী শিখে নিয়েছে! আজ প্রথমে তোমাকে আমি চিনতেই পারি নি!”

“কী আর শিখলাম! অন্য যে মেয়েরা এখানে এসেছে আমি তাদের মত একেবারেই নই।”

মনস্তত্ত্বেও শুভময়ের কিছু অধিকার ছিল বলে সে সতীর কথা শুনে বুঝতে পারল তার মনে অন্য রকম হয়ে ওঠার সুপ্ত একটা ইচ্ছা খেলা করছে।

এক চুমুকে অনেকটা হুইস্কি শেষ করে শুভময় ঈষৎ ভারী স্বরে বলল, "যে বাড়িতে তুমি এসে উঠেছ, তুমি সেখানে থাকবে বেশ কয়েক বছর—সেখানে রোজই তুমি অল্প অল্প করে বদলে যাবে—" সে সতীর মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, "কেউ তোমাকে বাধা দেবে না, তুমি যা খুশী তা-ই করতে পারবে।"

"আমি কলেজে পড়বার জন্যে এখানে এসেছি—" সতী ভয়ে-ভয়ে তার একমাত্র ইচ্ছার কথাই শুভময়কে জানাল।

"জানি—" শুভময় কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল, "তুমি যেখানে আছ, সেখানে শুধু পড়াশুনো নিয়েই থাকা যায় না। প্রায়ই তোমাকে এই রকম হৈ চৈ-এর মধ্যে আসতে হবে, অনেক জায়গায় যেতে হবে—" সে হাসল, "নাচ-টাচ তো শিখতে হবেই।"

"বলরুম ডান্সিং ?"

"হ্যাঁ—" শুভময় হালকা গলায় আবার কৌতুক করার মত বলল, "তোমাকে পুরোপুরি অ্যাকমপ্লিসড্ হয়ে উঠতে হবে।"

শুভময়ের কথা বলার ধরন দেখে সতীও হাসল, "আপনি নাচ-টাচ জানেন নাকি ?"

"আরে না না, আমি দিনরাত রুগী দেখে বেড়াই। ডাক্তারের নাচ গান করবার সময় যে নেই সতী।"

কথা বলতে-বলতে হঠাৎ সতর্ক হল শুভময়। তার খুব কাছেই আর এক অবাঙালী তরুণের পাশে দাঁড়িয়ে আছে নন্দলাল। ওদের দু-জনের হাতেই মদের গেলাস। বেয়ারে ট্রে হাতে ঘুরছে পায়ে-পায়ে।

নন্দলালকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়াল শুভময়।

"হ্যাল্লো!" শুভময়ের আরও কাছে সরে এল নন্দলাল, দূর থেকে প্রভাবতীর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে খুব আস্তে বলল, "মিসেস চৌধুরীর দিকে একটু লক্ষ রেখো—"

"রাখছি।"

নন্দলাল শুভময়ের কাঁধের কাছে মুখ এনে আরও আস্তে বলল, "সী ইজ ট্রাইং টু কিল হারসেলফ। র-হুইস্কি খেয়ে যাচ্ছে। তুমি প্লীজ ওর কাছে যাও!"

"আমি এখুনি যাচ্ছি।"

শেষ চুমুক দিয়ে হুইস্কির গেলাস নামিয়ে রাখল শুভময়—অবাঙালী তরুণ যেন শুনতে না পায় এমন স্বরে বলল, "আজকাল সব পার্টিতেই উনি এই রকম বেশী-বেশী র-হুইস্কি কেন খান?"

"হেভেন নোজ!" নন্দলালের মুখে ম্লান একটা ছায়া নামল, "জোর করে আমি ওকে পার্টিতে নিয়ে আসি ওর মন ভাল রাখবার জন্যে। কিন্তু সব সময় যদি ও এমন করে নিজেকে মারবার চেষ্টা করে—" সে আস্তে কথা বলবার চেষ্টা করলেও নেশার আমেজে তার স্বর বেশ চড়া, "আই অ্যাম সিক অব লাইফ শুভময়!"

"আমি এখুনি ওর কাছে যাচ্ছি—" শুভময় সতীর দিকে ফিরে বলল, "তুমি এখানে একা বসে থেকো না, ঘুরে-ঘুরে বেড়াও। আমি আসছি—"

নন্দলাল বলল, "এই যে সতী, মিট মাস্টার শাহ—আমাদের ফ্যাক্টরী ম্যানেজারের ভাই।"

সতীর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে রাজেন্দর শাহ হাসিমুখে বলল, "হাউ ডু ইউ ডু!"

সতীও একটা হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে যন্ত্রের মত, তার বুক ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল, পা কাঁপছিল—অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে কলেজে ভর্তি হলেও তার মুখে এখন একটিও ইংরেজি কথা ফুটল না। সে বেশীক্ষণ মিস্টার শাহ-এর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না।

নন্দলাল বলল, "ওয়েল মিস্টার শাহ, ইউ নো সতী ইজ এ ব্রিলিয়াণ্ট স্টুডেণ্ট—মাই বেস্ট ফ্রেণ্ডস ডটার—"

রাজেন্দর শাহ লাজুক সতীকে দেখে হেসে বলল, "সী লুকস ভেরী ইণ্টেলিজেণ্ট। ডু উই সীট ডাউন হিয়ার মিস্টার চৌধুরী?"

"ওঃ সিওর। জাস্ট এ মিনিট—" যেদিকে শুভময় গিয়েছিল, নন্দলাল দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে গেল সেদিকে। আর সতীর সামনে যে চেয়ারে বসেছিল শুভময়, এখন সেখানে বসল নন্দলালের রং-এর কারখানার ম্যানেজারের ভাই রাজেন্দর শাহ।

শুভময়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এই অচেনা পরিবেশেও নিজেকে আস্তে আস্তে মানিয়ে নিতে পারছিল সতী—আপন মনেই সহজ হয়ে উঠছিল—এখন অবাঙালী রাজেন্দর শাহ-এর সামনে পড়ে তার মনে হচ্ছিল সব আলো যেন নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। সে জানত এবার এক-এক করে তাকে অনেক প্রশ্ন করবে রাজেন্দর, কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও সম্ভবত সে তার কোন প্রশ্নের উত্তর গুছিয়ে দিতে পারবে না।

রাজেন্দর বলল অল্প হেসে, "এই রকম পার্টি তো আমার খুব ভাল লাগে," একটু চুপ করে থেকে সে কৌতূহলী চোখ নিয়ে সতীকে দেখল, "অনেক নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ হয়। মিস্টার চৌধুরীর পার্টিতে তোমাকে আগে কখনো দেখি নি—"

সতী কোন রকমে বলল, "আমি এখানে নতুন এসেছি।"

"এখানে থাকবে?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায়?"

"মিস্টার চৌধুরীর বাড়িতে—" রাজেন্দরকে স্পষ্ট করে সতী তার সঙ্গে নন্দলালের সম্পর্কের কথা বুঝিয়ে বলতে না পেরে শুধু বলল, "হি ইজ মাই আঙ্কল।"

রাজেন্দর খুশী হয়ে বলল, "গুড! তাহলে তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে। মিস্টার চৌধুরী আমাদেরও আত্মীয়র মত। আমরা প্রায়ই তার বাড়িতে যাই।"

"হ্যাঁ, দেখা হবে।"

বয় এসে খাবার নতুন জায়গা করে দিল রাজেন্দর শাহ-এর জন্যে, শুভময়ের জন্যেও একটা চেয়ার খালি থাকল। সতী উৎসুক হয়ে তার

অপেক্ষা করছিল। ডিনার খাওয়ার সময় হয়ে আসছে। বয়রা ব্যস্ত হয়ে খালি গেলাস সরিয়ে নিয়ে নতুন করে আবার টেবিল সাজাচ্ছে।

গেলাস মুখের কাছে এনে আবার নামিয়ে রাখল রাজেন্দর, "তুমি কিছু কিছু ড্রিঙ্ক করছ না?"

"স্কোয়াস খেয়েছি, আর খাব না।"

রাজেন্দর বলল, "তুমি বড় চুপচাপ, শান্ত—" অল্প ইতস্তত করল সে, "হঠাৎ তোমাকে দেখলে মনে হয় না যে তুমি বাঙালী মেয়ে—"

রাজেন্দর-এর কথা প্রশংসার মত মনে হচ্ছিল সতীর। এবং নিজের এই রকম একজন মানুষের মুখে আরো শোনবার আগ্রহে সে মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"ওয়েল, তোমার ফিগার, তোমার মুখ, তোমার উচ্চারণ ঠিক অন্য কোন প্রদেশের মেয়ের মত।"

"আমি বাংলার বাইরে মানুষ—পালামৌ-এর জাপলা শহরে। আমার বাবা সেখানেই থাকে।"

"আই সী।"

সতী এবার সহজ স্বরে স্পষ্ট প্রশ্ন করল, "আপনি কোন প্রদেশের লোক?"

"বম্বেতেই থাকি আপাতত। তবে বলতে পার, আমি পৃথিবীর লোক। কখনো বম্বে, কখনো অস্ট্রেলিয়া, কখনো স্যুইজারল্যাণ্ড—"

"এত দেশ ঘুরে বেড়ান কেন?"

সতীর চোখে মুখে কৌতূহল থম থম করছিল দেখে খুব জোরে হেসে উঠল রাজেন্দর শাহ, "না-না, ডোণ্ট বি ফ্রাইটেণ্ড! আমি স্মাগলার নই। হোটেল সম্পর্কে আমি ইণ্টারেস্টেড। আর একটু দেখেই ইণ্ডিয়ায় একটা হোটেল খুলব ঠিক করেছি।"

সতী এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, "এই রকম হোটেল?"

অবহেলা প্রকাশ করার মত একটা ভঙ্গী করে রাজেন্দর বলল, "এর চেয়ে অনেক বড়। দেখি কী করতে পারি, অক্টোবরের প্রথমে আর একবার স্যুইজারল্যাণ্ডে যাব কায়েক মাসের জন্যে ট্রেনিং নিতে।"

সতী জিজ্ঞেস করল, "পূজোর সময় ?"

"সেই সময় পূজো নাকি ? ঠিক জানি না—" রাজেন্দর নিজের ভবিষ্যৎ ভাবতে ভাবতে বলল, "শুধু যে টাকার জন্যে আমি হোটেলের ব্যবসা করতে যাচ্ছি তা নয়। হোটেল এমন একটা জায়গা যার মধ্যে পৃথিবীর নানা দেশের মানুষকে ধরা যায়। আমি মানুষ বড় ভালবাসি।"

রাজেন্দরের কথা শুনতে সতীর বেশ ভাল লাগছিল। এর চেয়ে আরো অনেক বড় হোটেল খুলবে সে। সেখানেও এই রকম পার্টি হবে। সতী ভাবল, যদি কখনো সে যায় রাজেন্দরের হোটেলে তাহলে এমন চুপচাপ বসে থাকবে না। সে ইংরেজিতে অনয়াসে কথা বলতে পারবে—সব শিখে নেবে। মনে মনে সতী একটা আমূল পরিবর্তনের কথা ভাবছিল।

"কবে আপনি হোটেল খুলবেন ?"

রাজেন্দর একটু ভেবে বলল, "বছর দু-তিনের মধ্যেই।"

"কোথায় ?"

"দিল্লী কিম্বা কলকাতায়।"

সতী সব জড়তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে বলল, "কলকাতায় হলেই ভাল হয়।"

"কেন ?"

"আমরা মাঝে মাঝে যেতে পারি।"

রাজেন্দর পরিহাস করে বলল, "দিল্লীতে যেতে পার না ? তুমি জান না দিল্লী খুব দূরে নয় ?"

সতী অল্প হেসে বলল, "হ্যাঁ যাব।"

রাজেন্দর পকেট থেকে একটা ঝকঝকে সাদা কার্ড বের করে সতীকে দিয়ে বলল, "আমার নাম-ঠিকানা থাক তোমার কাছে। পরশু দিন দিল্লী যাচ্ছি, মাস দু-এক পর আবার এখানে আসব—" ডাইরী খুলে সে বলল, "তোমার পুরো নাম আমিও লিখে রাখি, তোমাকে ফোন করতে পারি তো ?"

"ফোন ? আমাকে ?" সতী খুব যেন বিগলিত হয়ে বলল "হ্যাঁ।"

"ধন্যবাদ। দিল্লী থেকে ফিরে আমি তোমাকে ফোন করব।"

রাজেন্দরের মত সতীও বলল, "ধন্যবাদ।"

ডিনার খাওয়া শুরু হয়ে গেছে। এত লোকের সামনে অনেক রকম কাঁটা-চামচ নাড়া চাড়া করতে বড় সঙ্কোচ হচ্ছিল সতীর। এবং সে ভাল করে খেতেই পারল না।

নন্দলাল খুব বড় একটা টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে হলের মাঝখানে। এক-একবার তাকিয়ে দেখছে প্রভাবতীর দিকে। শুভময় আর প্রভাবতী কথা বলতে বলতে খাচ্ছে। সতী বুঝল, এই টেবিলে তার কাছে এখন আর ফিরে আসবে না শুভময়।

রাজেন্দর বলল, "খাচ্ছনা কেন? খাও।"

সতী খুব সাবধানে ছুরি চালিয়ে মাংসর একটা ছোট টুকরো মুখে পুরল, পরে এক চামচ পোলাউ তুলে নিয়ে বলল, "এখানে যারা-যারা এসেছে আপনি তাদের সকলকে চেনেন?

"অনেকেরই মুখ চিনি, নাম জানি না।"

"আপনার দাদা এসেছেন?"

"হ্যাঁ, আলাপ করবে? দাদা বৌদি দু-জনেই এসেছে। আমার বৌদি ইংরেজ। সী ইজ এ ওম্যান অব সুইট পারসোনালিটি।"

রাজেন্দরের বৌদি ইংরেজ শুনে বিচলিত হয়ে সতী বলল, "আজ থাক, অন্যদিন আপনার দাদা বৌদির সঙ্গে আলাপ করব। এখানে বড় ভিড়।"

"ভিড় তোমার ভাল লাগে না?"

"সব সময় না—"সতী হঠাৎ বলে ফেলল বুদ্ধিমতী মেয়ের মত, "ভিড়ে এক-এক সময় নিজেকে বড় নার্ভাস মনে হয়।" -

"ঠিক ঠিক—" সতীর কথা মেনে নিয়েই রাজেন্দর থেকে থেকে একজন অভিজ্ঞ দার্শনিকের মত বলল, "আমি মানুষকে খুব ভাল বাসলেও এক-এক সময় তারা আমার নার্ভের ওপর পড়ে। কোন কোন সময় আমরা বোধ হয় শুধু নিজেকেই ভালবাসি—"কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে খুব আস্তে বলল, "তখন একা থাকতে চাই।"

তী রাজেন্দরের দিকে তার সরল মুখ তুলে বলল, "হ্যাঁ।"

"আমি যখন কলকাতায় আসি তখন আমার দাদার কোয়ার্টাসে কখনো থাকি না। পার্ক স্ট্রীটে আমার প্রিয় হোটেলে উঠি। একা থাকতে সত্যি এক-এক সময় খুবই ভাল লাগে।"

সতী হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আপনার স্ত্রী-ও কি ইংরেজ?"

হা-হা করে হেসে উঠল রাজেন্দর, "আমাকে দেখে কি ম্যারেড বলে মনে হয়?"

সতী অপ্রস্তুতের মত বলল, "না-না।"

"এসব আলোচনা তোমার সঙ্গে আর একদিন করব—" মৃদু মৃদু হাসছিল রাজেন্দর, "আজ প্রথম তোমার সঙ্গে আলাপ, বেশী কথা বললে কেউ কেউ জেলাস হতে পারে।"

সতী রাজেন্দরের পরিহাস বুঝল না, অবোধ মেয়ের মত জিজ্ঞেস করল, "জেলাস হবে কেন? কে জেলাস হবে?"

তোমার সঙ্গে যে কথা বলছিল, ওই সে, যাকে মিস্টার চৌধুরী কানে কানে কী বলে এখান থেকে তুলে দিল—ছ্যাট ফাইন ইয়ং ম্যান?" লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ না থাকলেও এখন রাজেন্দরের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে কয়েক মুহূর্ত বোবার মত হয়ে থাকল সতী। পরে সে বলল, উনি ডাক্তার।"

"তোমার অ্যাডমায়ারার?"

"কী বললেন?"

"আই মীন, তোমার খুব বন্ধু নাকি উনি?"

সতী রাজেন্দরের ঠাণ্ডা স্বর শুনে মনে মনে খুশী হয়ে বলল, "না, আমি ওকে ভাল চিনি না। আমার কাকার বাড়িতেই ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছে।"

"আই সী—" ডিনার খেতে খেতে এক-একবার কাঁটা-চামচ নামিয়ে সতীকে দেখছিল রাজেন্দর, অল্প অল্প হাসছিল, "এই পার্টিতে এসে আজ আমার খুব লাভ হল। তোমার মত একজন বাঙালী মেয়ের সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে আমার বহু দিনের।

"ধন্যবাদ।"

"দিল্লী থেকে ফিরেই আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব—" রাজেন্দরের স্বর ধরা ধরা, ঈষৎ জড়ানো, "আমাকে তোমার মনে থাকবে তো?

"হ্যাঁ।"

পার্টি শেষ হল আরও অনেক পরে—প্রায় মধ্য রাতে। নন্দলালকে শুভ রাত্রি জানিয়ে একে-একে বিদায় নিল সকলে। যাবার সময় সতীর হাত অনেকক্ষণ ধরে রেখেছিল রাজেন্দর, নেশায় আচ্ছন্ন করুণ চোখে তাকিয়ে ছিল তার দিকে। ভিতরে-ভিতরে অদ্ভুত এক অনুভূতি হচ্ছিল সতীর, সে দাঁড়িয়ে ছিল স্থির হয়ে।

সকলে চলে যাবার পরেও প্রভাবতী উঠল না। চেয়ারের এক দিকে তার মাথা হেলানো, চোখ বন্ধ। শুভময় আর নন্দলাল তার দু-পাশে দাঁড়িয়ে। পিছিল মেঝেতে সাবধানে পা ফেলে সতীও এল ওদের কাছে।

প্রভাবতীকে দেখে সে উৎকণ্ঠিত হয়ে শুভময়কে জিজ্ঞেস করল, "কাকীমার কী হয়েছে?"

সতীর সরল মুখের দিকে চেয়ে অনেক সময় ইতস্তত করল শুভময়, পরে বলল, "পার্টি-টার্টি করলেই ওর শরীর এই রকম খারাপ হয়—"

পেগের মাত্রা অধিক হয়ে গিয়েছিল বলে নন্দলাল শুভময়ের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ জোরে বলে উঠল, "না করলেও হয়। শুভময়, আমার ভয় হয়, প্রভা একদিন আত্মহত্যা করে শেষ হয়ে যাবে।"

ওরা হোটেল থেকে বেরিয়ে এল সকলের শেষে।

॥ সাত ॥

সতীর কলেজ অনেক দূরে, শহরের অন্য প্রান্তে। ছাত্র-ছাত্রী মেশানো কলেজ। সব অধ্যাপকই বাঙালী এবং বড় নিরীহ। কলকাতার কলেজের রূপ সতীকে হতাশ করল। এই শিক্ষা কেন্দ্র ছিল এতদিন তার স্বপ্নে বড় উজ্জ্বল হয়ে—এখানে আসবার জন্যে অধীর আগ্রহে দিন গুনছিল সতী।

নন্দলালের বাড়িতে এসে না উঠলে এবং কড়া কিম্বা মৃদু আলোর রেখার এক-একটি ঝকমকে মানুষকে না দেখলে হয়তো কলেজ সম্পর্কে কোন ক্ষোভ সতীর থাকত না, সহপাঠি ও ছাত্রীদের তার ভালও লাগতে পারত—কিন্তু এখন কলেজ জেলখানার মত মনে হল সতীর।

এখানে যারা থাকে তার পাশে-পাশে তারা বড় ম্লান, দীনের মতন। এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের দেখলে সতীর মনে পড়ে যায় তার মা-বাবার কথা, ভাই বোনের কথা। এরাও সম্ভবত সেই রকম অল্পবিত্ত সংসারে মানুষ। সতী যথাসম্ভব ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখতে চাইল।

কিন্তু দূরে থাকাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। অল্প কয়েক দিনেই তাকে চিনল সকলেই। মেয়েরা দেখল তাকে ঈর্ষা কাতর চোখে, এবং ছেলে-দের কেউ-কেউ তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠার নানা ছল খুঁজলে। এর মধ্যেই দু-একটা চিঠি পেয়েছে সতী—আসতে-যেতে কাটা-কাটা প্রশংসা শুনেছে এবং কোন-কোনদিন ক্লাসে ঢুকে দেখেছে ব্ল্যাকবোর্ডে একটি মেয়ের ছবি আঁকা—নিচে লেখা তার নাম।

এই ক্লাসে আর যত ছাত্রী আছে তাদের সকলের চেয়ে সতীর আকর্ষণ ছাত্রদের কাছে অনেক বেশী। তার চলাফেরা কথাবার্তা স্বচ্ছন্দ, ঢলোঢলো মুখে মিষ্টি হাসি লেগেই আছে। ব্ল্যাকবোর্ডে কোন ছাত্রর আঁকা মেয়ের ছবির নিচে নিজের নাম দেখে সতী তা মুছে ফেলে লিখেছিল, "অ্যাম আই সো আগলি ?"

সতীর সহপাঠিনী অনীতা তার এই অবাধ স্বচ্ছন্দ বিচরণ সমর্থন না করে বলল, "এই রকম বাড়াবাড়ি কর না। ছেলেরা একবার পেছনে লাগতে আরম্ভ করলে এ কলেজে টিকতে পারবে না।"

সতী অল্প হেসে, "আরও তো কলেজ আছে কলকাতায়।"

"স্ক্যাণ্ডেল হবে না?"

"হোক না—" সতী তাচ্ছিল্য প্রকাশের একটা ভঙ্গী করে বলল, "আই কেয়ার এ ড্যাম!

ইচ্ছে করেই আজকাল কথায়-কথায় এই রকম ইংরেজি বলে সতী। এবং ক্লাসে বসে এক-এক সময় তার মনে হয় এ কলেজে ভর্তি না হয়ে লরেটোতে ভর্তি হলে সে ইংরেজি বলার সুযোগ অনেক বেশী পেত।

সপ্তাহে দু-দিন এক ইংরেজ মহিলা সতীকে ইংরেজি কথাবার্তা শেখাতে আসে। নন্দলালকে বলে লিণ্ডসে স্ট্রীটে এক নাচের ইস্কুলেও ভর্তি হয়েছে সে। আর মাস তিনেক পরে দিল্লী থেকে আবার কলকাতায় আসবে রাজেন্দর শাহ। এবার তাকে অবাক করে দেয়ার ইচ্ছায় সতী প্রায় অপ্রকৃতস্থ। তার দেহ থেকে, মন থেকে সব জড়তা, সঙ্কোচ মুছে ফেলবার জন্যে সে উন্মুখ। তাই এ কলেজ সতীকে টানল না।

তার কলেজ যেন একটা ছেলেমানুষীর কেন্দ্র। সতী অনেক পরিণত অনেক অভিজ্ঞ এবং নন্দলালের ঐশ্বর্য তাকে কিছু দাম্ভিকও করে তুলেছিল। অন্য সাধারণ পরিবারে যেন দৈব দুর্বিপাকেই তার জন্ম। নির্দয়ের মত সে পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করার একটা ক্ষিপ্ত ইচ্ছাও সতীর মনে ফেনিয়ে উঠল।

শেষ ক্লাস হয়ে গেল বেলা সাড়ে তিনটেয়। কলেজের গেটের বাহিরে নন্দলালের নতুন মার্কিনী গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আজ সন্ধ্যায় লিণ্ডসে স্ট্রীটে সতীর নাচের ক্লাস আছে, সে একটু তাড়তাড়ি হেঁটে গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

সতীকে কলেজের বাইরে বেরিয়ে যেতে দেখে তার সহপাঠি সীতাংশু ছুটে এল তার কাছে, "কোথায় চললেন?"

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সতী। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে সীতাংশুর

দিকে তাকিয়ে বলল, "বাড়ি যাচ্ছি। একটু দরকার আছে।"

সীতাংশু হাসল, "রোজই একটা-না-একটা ছুতো করে আপনি বেরিয়ে যান। এতদিন হয়ে গেল—এখনো আমাদের ইউনিয়নের মেম্বার হলেন না। যাক, আজ চারটেয় ইলেকসনের ব্যাপারে জরুরী মীটিং আছে, আপনাকে থাকতেই হবে! আর, আজই আমাদের ইউনিয়নের মেম্বার হতে হবে আপনাকে—"

সীতাংশুর কথা শেষ হওয়ার আগেই কর্কশ স্বরে শাসন করবার মত কামাখ্যা বলে উঠল, "হুকুম নাকি?"

দু-একজন করে আর কিছু ছাত্র এসে দাঁড়িয়েছিল সতী আর সীতাংশুকে ঘিরে। সতীর এখন এসব আলোচনা ভাল লাগছিল না, ছুটির পর এইরকম মানুষের সঙ্গে এক মুহূর্তও কাটাতে যে একেবারেই অনিচ্ছুক। বাড়ি হয়ে লিণ্ডসে স্ট্রীটের উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন পরিবেশে যাওয়ার জন্যে সে বড় অস্থির হয়ে উঠেছিল।

সীতাংশু এতক্ষণ খুব নরম হয়ে সতীর সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করছিল কিন্তু কামাখ্যার গলা পেয়ে রূঢ় স্বরে বলল, "আই অ্যাম নট টকিং টু ইউ!"

"আরে রাখুন মশাই, ইচ্ছে না থাকলেও একে জোর করে আপনাদের ইউনিয়নের মেম্বার করাবেন আপনি?"

"সেটা আমি বুঝব—" সীতাংশু চোখ অনেকটা ছোট করে কামাখ্যাকে বিদ্রূপ করবার মত বলল, "জোর করে মেম্বার করানো বুঝি আপনাদেরই এক চেটে?"

"আজ্ঞে না—" কামাখ্যা সতীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, "বলুন মিস মহলানবীশ, আমরা কখনো জোর করেছি আপনাকে?"

সতী বিব্রত হয়ে সকলকে দেখল। তার ভয় হচ্ছিল, তাকে উপলক্ষ্য করে এখুনি দুই দলে একটা মারামারি না হয়ে যায়।

কামাখ্যা আর সীতাংশু—দু-জনেই তাকে বারবার অনুরোধ করেছে ইউনিয়নের মেম্বার হতে। সতী কৌশল করে এতদিন দু-জনকেই এড়িয়ে গেছে। আসলে এইসব ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতিতে তার কোন

উৎসাহ নেই। এবং কলেজের পর এখানে আটকে থাকাও সতীর পক্ষে সম্ভব নয়।

সে বলল "দেখুন পলিটিক্সে আমার কোন ইণ্টারেস্ট নেই। ছুটির পর আমি আপনাদের কোন মীটিং-এ একদিনও থাকতে পারব না।"

সীতাংশু আশঙ্কা করল সতী কামাখ্যার ইউনিয়নকেই মনে মনে টানছে এবং সতীকে উপলক্ষ্য করে সে কামাখ্যার সঙ্গে ঝগড়া করছে—এমন ভাব প্রকাশ করে বেশ রুক্ষ স্বরে বলল, "পলিটিক্সে আপনার ইণ্টারেস্ট আছে কি-না তা জানবার আমাদের কোন আগ্রহ নেই, কিন্তু কলেজে যখন ভর্তি হয়েছেন তখন ছাত্রছাত্রীদের ইউনিয়নের মেম্বার না হলে তো চলবে না মিস মহলানবীশ—"

"আপনাদের যে দুটো ইউনিয়ন—" সতী হেসে বলল, "তাই ঠিক করতে পারছি না কোনটার মেম্বার হব।"

"আপনি তো ইকনমিক্সে অনার্স নিয়েছেন—কোন ইউনিয়ন টিকে থাকবে তা বোঝা আপনার পক্ষে খুব কঠিন নয়—" সীতাংশু একটা সিগ্রেট ধরাতে ধরাতে বলল, "অনেক সময় অবশ্য কেউ কেউ ইচ্ছে করেই কিছু বুঝতে চায় না।"

কামাখ্যার পাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে একজন চোখ রাঙিয়ে বলে উঠল, "দূরদ্রষ্টা অনেক মহাপ্রভু আছেন কি-না কোন-কোন ইউনিয়নে, তারা মন্ত্রবলেই বুঝতে পারেন কে টিকবে আর কে ডকে উঠবে—"

সীতাংশুর দলের একজন বলল, "কেন তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না? কার কত দূর দৌড়, আমাদের ফোর্থকামিং ইলেকশনেই তা বোঝা যাবে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ।"

সতী এই রকম নীরস তর্ক আলোচনা শুনতে শুনতে এদের কথার মাঝেই বিরস মুখে হঠাৎ বলল, "প্লীজ, ডোণ্ট মিসআণ্ডারস্ট্যাণ্ড মী। কাল কলেজে একটা সিলভার কয়েন এনে আমি আপনাদের সকলের সামনে দুটো ইউনিয়নের নামে টস্ করব—"

"তারপর একটার মেম্বার হবেন ?" যেন ঈষৎ বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞেস করল সীতাংশু।"

"হ্যাঁ।"

"ইউনিয়নকে নিয়ে ছেলে খেলা করবার ইচ্ছে আমাদের নেই। আপনি ছেলেমানুষদের কোম্পানীতেই ঢুকে পড়ুন—" সীতাংশু কামাখ্যা আর তার সঙ্গীদের দিকে রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অন্য দিকে চলে গেল।

তাকে লক্ষ করেই কামাখ্যা জোর গলায় বলল, "হুমকি দিয়ে দল বাড়াবার চেষ্টা—আমরাও দেখে নেব।"

আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে সতী এগিয়ে যাচ্ছিল গাড়ির দিকে, পায়ের শব্দ শুনে সে হঠাৎ তাকিয়ে দেখল ইকনমিক্স অনার্স ক্লাসের একটি ছাত্র তারই পিছনে-পিছনে আসছে।

সতীকে তাকাতে দেখে পূর্ণেন্দু এদিক-ওদিক তাকিয়ে বেশ নিচু স্বরে বলল, "এসব অন্যায় সহ্য করা আমাদের উচিত নয়।"

সতী হাসি মুখেই জিজ্ঞেস করল, "কী ?"

"এই—পলিটিক্সের জুলুম। আপনার ইচ্ছে না থাকলেও আপনাকে ইউনিয়ন নিয়ে মাতামাতি করতে হবে—"

পূর্ণেন্দুর করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে সতী বলল, "তা তো করতেই হবে। আমি যে আমি—এসবে যার কোন ইণ্টারেস্ট নেই—তাকেও —দেখলেন তো ?"

সম্ভবত সতীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়ার জন্যে পূর্ণেন্দু বলল, "আপনি প্রিন্সিপ্যালের কাছে কমপ্লেন করলেই তো পারেন—"

"মাথা খারাপ ? আনপপুলার হওয়ার কোন ইচ্ছে নেই আমার—" পূর্ণেন্দুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে সতী গাড়ির কাছে পৌঁছে গিয়েছিল, কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে সে পূর্ণেন্দুকে জিজ্ঞেস করল, "কোন দিকে যাবেন ?"

"আমি ?" সতীর প্রশ্ন শুনে কৃতার্থ হয়ে গেল পূর্ণেন্দু, "আমি মতিলাল নেহেরু রোডে থাকি।"

"আমাদের বাড়ির কাছাকাছি—" সতী গাড়ির দরজায় আঙুল ছুঁয়ে

বলল, "চলুন, আপনাকে নামিয়ে দেব।"

"ধন্যবাদ—" উজ্জ্বল চোখে পূর্ণেন্দু চারপাশে তাকিয়ে দেখল কেউ তাকে দেখছে কি-না, পরে গাড়ির দরজা আরো ভাল করে খুলে সতীকে বলল, "আপনি আগে—"

আমেরিকা থেকে সদ্য আমদানী করা শীততাপনিয়ন্ত্রিত গাড়ির একদিকে জড়োসড়ো হয়ে বসল পূর্ণেন্দু। এ সময় তার নিজেকে বড় দীন মনে হচ্ছিল। তার শার্ট ঈষৎ অপরিষ্কার, প্যান্টেরও ভাঁজ এলো-মেলো। পূর্ণেন্দু নিজেকে একটু ঝকমকে করে তোলবার জন্যে বারবার আধময়লা রুমাল মুখে বুলিয়ে নিল। উত্তর কলকাতার রাজপথে গাড়ি চলছিল রাজহাঁসের মত।

চুপচাপ বসে থাকলে সতীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে কিছু পরে পূর্ণেন্দু জিজ্ঞেস করল, "কলেজ কী রকম লাগছে ?"

"এই, একরকম। খুব ভাল না—সতী একটু থামল, "তবে মোটে তো তিন বছর। দেখতে দেখতে কেটে যাবে।"

"তারপর কী করবেন ?"

সতী হেসে বলল, "সে তো অনেক পরের কথা। এখনো কিছু ভাবি নি।"

"ঠিক—" পূর্ণেন্দু হাসল, "তা ছাড়া কলেজ থেকে বেরুতে ক' বছর লাগবে কে জানে। কতবার পরীক্ষা পিছিয়ে যাবে, পণ্ড হয়ে যাবে!"

"সে রকম তো হয় আজকাল প্রায়, না ?"

"হ্যাঁ, প্রত্যেক বছরেই তো দেখছি গোলমাল হচ্ছে। ইচ্ছে থাকলেও ক্লাস করা যায় না—" পূর্ণেন্দু সতীর দিকে ফিরে তাকে নিজের বিদ্যা-বুদ্ধির কথা শোনাবার জন্যে উপগ্রীব হয়ে বলল, "ভাল চাকরি-টাকরি করতে হলে আবার বয়েসের ব্যাপার আছে—"

সতী হালকা গলায় বলল, "কি চাকরি করবেন ?"

"আমার ইচ্ছে ছিল প্রফেসার হওয়ার—" পূর্ণেন্দু কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলল, "হায়ার সেকেণ্ডারীতে ফিফথ হয়েছিলাম—"

"তাই নাকি ? ও আপনি !" সতী তাকিয়ে থাকল সপ্রশংস দৃষ্টিতে পূর্ণেন্দুর দিকে কিছু সময়, "যাক, আপনার সঙ্গে ভাব হয়ে ভালই হল ! আপনার নোটস-টোটস আমাকে দেবেন তো ?"

"নিশ্চয়ই ।"

"মাঝে মাঝে আসবেন আমাদের বাড়িতে—কনসাল্ট করে পড়াশুনো করা যাবে ?

"হ্যাঁ, যাব ।"

"আপনি তো রীতিমত ভাল ছাত্র—" সতী গাড়ির ছোট আয়নায় নিজের কাঁপা-কাঁপা মুখ পলকে দেখে নিল, "তাই পলিটিক্স-টলিটিক্সে আপনার ইণ্টারেস্ট নেই—"

সতীর কথা শুনে খুব নম্র হয়ে প্রতিবাদ করল পূর্ণেন্দু, আমরা ইকনমিক অনার্সের ছাত্র—পলিটিক্সে ইণ্টারেস্ট আছে নিশ্চয়ই । তবে পড়াশুনো ছেড়ে হৈ চৈ গোলমাল করতে ইচ্ছে করে না—"পূর্ণেন্দু সতীর দিকে ফিরে হঠাৎ ঈষৎ করুণ স্বরে বলল, "আমি পলিটিক্যাল ওয়ার্কার হতে চাই না । আমার মনে হয়, রাজনীতির চেয়ে জীবন অনেক বড় ।"

"নিশ্চয়ই—" সতী বলল পূর্ণেন্দুর কথা শুনে খুশী হয়ে এবং নন্দলালের সংসারে থেকে এর মধ্যেই ভিন্ন আর এক জীবন তাকে থেকে থেকে আকর্ষণ করে বলে সে হঠাৎ মনে মনে অল্প বিরক্ত হয়ে উঠল, "স্ট্রাইক, মীটিং, পার্টিপলিটিক্স—আসলে এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার আমার সময় নেই ।"

"আমারও না ।"

সতী মৃদু হাসল, "আপনি তো আবার ভাল ছাত্র—" হঠাৎ কী একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় সতী ছটফট করে বলল, "বাই দি ওয়ে, প্রফেসার না হয়ে কি চাকরি পরে আপনার করবার ইচ্ছে বললেন না তো ?"

পূর্ণেন্দু অল্প ইতস্তত করে বলল, "বাবার ইচ্ছে আই-এ-এস কিম্বা ফরেন সার্ভিসের জন্যে তৈরী হই—"

"আপনার বাবাও কি ওই রকম সার্ভিসে আছেন ?"

"না, উনি এঞ্জিনীয়ার—কনসালটেন্ট। ওর নিজেরই অফিস।"

সতী হালকা গলায় কুলকুল করে উঠল, "আপনারও তো সেই রকম কিছু হওয়া উচিত ছিল !"

"অঙ্কে মাথা একেবারেই খেলে না কি-না ! তাই শেষ অবধি আর বাপকা বেটা হতে পারলাম না !"

কথায় কথায় গাড়ি অনেকদূর চলে এসেছিল। ল্যান্সডাউন রোডের ওপর পড়তে না পড়তেই আকাশ কালো হয়ে এল। মতিলাল নেহেরু রোড কাছেই, আর একটু পরে নেমে যেতে হবে পূর্ণেন্দুকে। সে সতর্ক হয়ে বলল—দেশপ্রিয় পার্কের কাছে গাড়ি পেঁছিলেই নেমে যাবে।

কিন্তু সতী তাকে রাস্তার ওপর ছাড়তে চাইল না, ড্রাইভার যতীন বাবুকে বলল পূর্ণেন্দুকে একেবারে তার বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিতে। পূর্ণেন্দু আপত্তি করল, বিব্রত হয়ে বারবার বাধা দিল—সতী কিছু শুনল না।

যতীনবাবু সতীর কথা মত মতিলাল নেহেরু রোডের দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিলে সে পরিহাস করার মত হঠাৎ খুব সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়ে পূর্ণেন্দুকে বলল, "বেশ নার্ভাস হয়ে যাচ্ছেন যে ! কী ব্যাপার ? আপনার মা-বাবা খুব কনসারভেটিভ নাকি ?"

পূর্ণেন্দু হাসল, "মা নেই আমার—" কিছু সময় চুপচাপ থেকে সম্ভবত মনে মনে সাহস সঞ্চয় করবার চেষ্টা করে প্রথম দিনই বলল, "বাবাও এখন অফিসে। তবে উনি থাকলে বোধহয় ভালই হত !"

"কেন ?"

"আপনাকে আমার সঙ্গে দেখলে খুব খুশী হতেন।"

"তাই নাকি ?" অন্য দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে সতী বলল। মতিলাল নেহেরু রোডে একটা তেতলা বাড়ীর সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়লেও পূর্ণেন্দু নামল না, সতী তার সঙ্গে পরিহাস করেছিল বলেই সে বলল, "কয়েক মিনিটের জন্যে নামুন।"

"আজ না।"

"আজই—" পূর্ণেন্দুর স্বর কেঁপে গেল, "আবার কবে এইরকম লিফট পাব, ঠিক নেই তো।"

"সেসব পরে ভাবা যাবে—" সতী একটু অসহিষ্ণু হয়ে বলল, "আমাকে এখুনি বাড়ি ফিরে যেতে হবে—আজ আমার ক্লাস আছে।"

"কিসের ক্লাস ?"

সতী বলল, "ভীষণ ইনক্যুসিটিভ দেখছি আপনি! আমার নাচের ক্লাস আছে।"

এসব শুনেও পূর্ণেন্দু সতীকে দেখতে থাকল এক দৃষ্টিতে, ছেড়ে ছেড়ে বলল, "কী নাচ শেখেন ? কথক ? কথাকলি ? মণিপুরী ?"

"না, বলরুম ডান্সিং।"

"কোথায় শেখেন ?"

"লিণ্ডসে স্ট্রীটে—পিটার ডে'র কাছে।"

বিদেশী নৃত্য জগৎ সম্বন্ধে পূর্ণেন্দু যে একেবারে অজ্ঞ নয় তা সতীর কাছে জাহির করবার জন্যে বেশ উৎসাহী হয়ে বলল, "কাছাকাছি ববি দাসের ইস্কুলও তো ছিল !"

সতী ঠোঁটের একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে হাসল, "আমি দূরে-দূরেই থাকতে চাই।"

"দূরে, দূরে—" গাড়ি থেকে নামল পূর্ণেন্দু। টিপ-টিপ বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছিল তার মাথায়, তাহলেও সে দাঁড়িয়ে থাকল আরও কিছু সময়। একবার মাথা তুলে সজল আকাশ দেখে নিল, "আমিও কি ভর্তি হতে পারি পিটার ডে'র ইস্কুলে ?"

সতী হেসে আবার হালকা গলায় বলল, বাড়ির কাছে ববি দাস আছে তো।"

পূর্ণেন্দু ইতস্তত করল না, সতী থামবার সঙ্গে সঙ্গে বলল, "আপনার মত পার্টনার সেখানে পাব না।"

"আই সী। আচ্ছা—" যতীনবাবুকে লক্ষ্য করে সতী বলল, "বাড়ী চলুন।"

পূর্ণেন্দু বলল, "অনেক ধন্যবাদ। কাল দেখা হবে।"

গাড়ি কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর পিছন ফিরে কাচের ভিতর দিয়ে সতী দেখল, পূর্ণেন্দু তখনো রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

॥ আট ॥

সতীকে ইংরেজী পড়িয়ে মিস এক্রু চলে গেছে আগে। এখন প্রভাবতীর গানের মাস্টারও নেই। তাহলেও ঘর ছেড়ে বাইরে এল না সে—সতী শুনল, মীরার ভজনের আকুল স্বর খেলছে প্রভাবতীর গলায়। সতী বিভোর হয়ে কিছু সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল বারান্দায়।

বাইরে এখন বড় অন্ধকার। রাস্তায় একটাও আলো জ্বলে ওঠেনি। এই বিশাল অট্টালিকায় প্রভাবতীর কণ্ঠস্বর ছাড়া আপাতত আর কোন শব্দ নেই। গানের নেশায় এইরকম আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে খিদে তেষ্টা ভুলে যায় প্রভাবতী—সহজে ওঠে না।

শ্রাবণ পার হলে গেলেও এখনো মাঝে মাঝে আকাশে মেঘ লেগে থাকে। কোন কোন দিন অবিশ্রাম শুধু বর্ষণ। এমন দিনে কলেজে যাবার ইচ্ছে হয় না সতীর, ক্লাস হয় কি-না তাও সে জানে না। পড়াশুনো করবার আগ্রহ থাকলেও ক্লাশ করবার ইচ্ছে তার যেন দিনে-দিনে কমে আসেছে।

আজ সকাল থেকেই দিন বড় পরিষ্কার ছিল। বাইরে শরতের মৃদু একটা স্পর্শ, যদিও খুব গরম। নড়তে-চড়তে একটু বেশী সময় নিল সতী। মধুর একটা আলস্য উপভোগ করবার ইচ্ছে হচ্ছিল বলে যাই-যাই করেও শেষ অবধি আর কলেজ গেল না।

প্রভাবতীর গান শুনতে শুনতে হঠাৎ একসময় চঞ্চল হয়ে উঠল সতী—পাশের ঘরে টেলিফোন বাজছে। বিরক্তির কয়েকটা রেখা ফুটে উঠল তার মুখে। সে জানত আজ কলেজে যায় নি বলে পূর্ণেন্দু তাকেই ডাকছে।

এ ফোন যে তারই তা বুঝতে পারলেও বারান্দা থেকে নড়লো না

সতী। উৎসুক হয়ে সে যে ফোনের কাছে বসে থাকে না তা যেন সে পূর্ণেন্দুকে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিতে চাইল। আয়া ফোন ধরল এবং একটু পরেই সতীর কাছে এসে বলল, তাকেই ডাকছে মিস্টার ডাট অর্থাৎ পূর্ণেন্দু।

"ইয়েস ?" গলা যথাসম্ভব নরম করবার চেষ্টা করে সতী বলল। এবং তার মনে হল প্রভাবতীর অপূর্ব সুরও টেলিফোনের মধ্যে দিয়ে পূর্ণেন্দুর কানে পৌঁছে যাচ্ছে।

"আপনাকে বিরক্ত করলাম—" যেন ভয়ে-ভয়ে কথা বলছিল পূর্ণেন্দু, "আজ কলেজে যান নি, তাই—"

"ও, থ্যাঙ্ক ইউ।"

"শরীর-টরীর খারাপ নাকি ?"

"না।"

"বৃষ্টিও তো হয় নি আজ, তাই ভাবলাম—"

"না-না, আই এ্যাম কিপিং ফাইন—" পূর্ণেন্দু না দেখতে পেলেও সতী মিষ্টি করে হাসল, "এক-একদিন বাড়িতে শুয়ে-বসে থাকতে ইচ্ছে করে—"

"আই কোয়ায়েট অ্যাপ্রিসিয়েট, তবে আপনাকে মিস করলে আমাদের খুব খারাপ লাগে।"

"কী রকম ?" সব বুঝলেও আর কিছু শোনবার আশায় সতী পূর্ণেন্দুর ইঙ্গিত ধরতে না পারার ভান করে জিজ্ঞেস্ করল।

"ক্লাসটা ডাল্—ফাঁকা-ফাঁকা মনে হয়—" পূর্ণেন্দু ঈষৎ ভাবপ্রবন হয়ে ভারী স্বরে বলল, "আজ নাচের ক্লাসও নেই, আপনার সঙ্গে একবারও দেখা হল না !"

সতী মনে মনে বলল, ন্যাকা ! পরে জোরে-জোরে হাসল, "নাচের ক্লাস কেমন লাগছে ?"

"ভালই তো !"

"সময় নষ্ট হয় না আপনার ? আই মীন, আপনি যে আবার ভাল ছাত্র—গুড বয় !"

"এটা কমপ্লিমেণ্ট নাকি ?"

"আই থিঙ্ক সো।"

পূর্ণেন্দু অন্য পার থেকে হাসল, "কি করছেন এখন ?"

"কাকীমার গান শুনছিলাম—" টেলিফোনটা একটু কাত করে সতী প্রশ্ন করল, "শুনতে পাচ্ছেন ?"

"আপনার কাকীমা গাইছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"আমি এমন গান কখনো শুনি নি।"

"আমিও না।"

কিছু সময় চুপচাপ থাকল পূর্ণেন্দু। সতীর ভয় হচ্ছিল, সম্ভবত সে এখন আবার তাকে অনুরোধ করবে তাদের বাড়িতে যাবার জন্যে কিম্বা এখানে আসতে চাইবে। পূর্ণেন্দুর সঙ্গ এখন ভাল লাগছিল না সতীর।

পূর্ণেন্দু জিজ্ঞেস করল, "কাল কলেজে যাবেন তো ?"

"দেখি।"

"যাবেন, প্লিজ—"

"নাচের ক্লাসে তো কাল দেখা হবেই। কলেজে না গেলে লিণ্ডসে স্ট্রীটে যাবই।"

"থ্যাঙ্ক ইউ।"

ফোন ছেড়ে দিয়ে কাঁধ কুঞ্চিত করে সতী একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করল—যেন একটা আড়সোলা উড়ে এসে বসেছিল তার গায়ে সে শরীর ঝাঁকিয়ে তা ঝেড়ে ফেলে দিল। পূর্ণেন্দুর কথা ভেবে আপন মনেই হাসল সতী। এবং মিস এক্রুর শেখানো উচ্চারণের ভঙ্গি পুরোপুরি নকল করবার চেষ্টা করে তার বলবার ইচ্ছে হল, পুওর বয় !

প্রভাবতীর গান থেমে গেছে। দূর থেকে সতী দেখল সে এসে বসেছে বারান্দায় বেতের একটা হালকা চেয়ারে। সতী আস্তে আস্তে এগিয়ে এল তার কাছে, কপালে একটা হাত রাখল।

"কাকীমা ?"

"ও তুমি।" ভীষণ ভাবে চমকে উঠে কিছু সময় স্থির দৃষ্টিতে সতীর দিকে তাকিয়ে থাকল প্রভাবতী, "কোথাও বার হলে না ?"

"না, আপনার গান শুনছিলাম—" যেকথা সতী একটু আগে বলেছিল পূর্ণেন্দুকে, এখন প্রভাবতীকে আবার এক কথাই সে বলল যে তার গান অপূর্ব।

একটা ভারী নিশ্বাস ফেলে প্রভাবতী মুখ নামিয়ে নিল, "প্রশংসা শুনতে আমার ভাল লাগে না সতী—" হঠাৎ তার স্বর বড় রূঢ় হয়ে উঠল, "এটা কি ভজন গান গাওয়ার জায়গা ?"

প্রভাবতীকে খুশী করবার জন্যে সতী বলল, "সব জায়গায় বসে আপনার গান শোনা যায়।"

"না, যায় না—" প্রভাবতী যেন বিকট এক যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ছটফট করে উঠল, "ভাল লাগছে না, এখানে থাকতে আমার একটুও আর ভাল লাগছে না !"

প্রভাবতীর অস্থিরতার কোন কারণ স্পষ্ট করে বুঝতে না পারলেও তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে সতী বলল, "পূজোর সময় এবার অনেক দূরে কোথাও বেরিয়ে আসবেন ?"

"কাদের সঙ্গে ?"

"কাকা যাবেন, আমি যাব—"

"না না, ও রকম যাওয়া নয়। এ সংসারের ওপর কোন টান নেই আমার। তোমার কাকার সঙ্গে আমি কোথাও যেতে চাইনা—" কথা বলতে-বলতে অপ্রকৃতস্থের মত হয়ে উঠছিল প্রভাবতী, "আমি যা চাই, আমাকে তা দেয়ার ক্ষমতা তোমার কাকার নেই। ও শুধু আমাকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। পার্টি সাজগোজ হৈ চৈ—এ সবের মধ্যে থাকতে থাকতে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে—আমি নেশায় বুঁদ হয়ে দূরে সরে যাই—সরে যেতে চাই।"

সতী অপ্রস্তুতের মত ফিসফিস করে উঠল, "এসব শুনলে আমার খুব কষ্ট হয় কাকীমা, এসব বলবেন না।"

প্রভাবতী সতীকে ধমক দেয়ার মত বলল, "সত্যি কথা বলব না কেন ? তবে হ্যাঁ, মরতে আমিও চাই না। এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারলেই আমি বাঁচব !"

"কোথায় যাবেন ?"

"এ সংসারের বাইরে, অন্য কোথাও—যেখানে আমার মত বন্ধ্যা একটা মেয়েমানুষ নিজের জীবন ব্যর্থ বলে মনে করে না, সেখানে সব রিপু শান্ত—" প্রভাবতী একটু টেনে উচ্চারণ করল, "সেখানে একটা কিছু পাওয়ার আশায় সারা দিন রাত ভজন গান গেয়ে যাওয়া যায় !"

কৌতূহলের একটা দীপ্তিতে সতীর চোখ মিটমিট করে উঠল, "কোথায়, কোথায় ?"

অনেক সময় চুপচাপ দু-হাতে নিজের মাথা চেপে ধরে বসে থাকল প্রভাবতী, সতীর প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। আরও পরে দূরে অন্ধকারে ঝাপসা গাছের দিকে তাকিয়ে তন্দ্রাঘোরে আচ্ছন্ন একটা মানুষের মত বলল, "দু-একদিন আগে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম ! স্বপ্ন না, কী জানি, হয় তো সত্যি কেউ এসে দাঁড়িয়েছিল আমার মাথার কাছে! গেরুয়াধারী খুব ফরসা এক সন্ন্যাসী। আমার কপালে তার একটা হাত রাখল—বড় ঠাণ্ডা তার হাত !"

প্রভাবতীকে আবার চুপ করে থাকতে দেখে ঈষৎ বিচলিত হয়ে সতী জিজ্ঞেস করল, "তারপর ?"

"বলল, এ জায়গা তোমার নয়। এখানে ব্যর্থতা যন্ত্রণা পাপ ! সংসার ছেড়ে বেরিয়ে এস—" প্রভাবতী সতীর দিকে ফিরে জেদ প্রকাশ করার মত বলল, "আমি বেরিয়ে যাবই—সব ঠেলে ফেলে যাব। এ সংসারে কে আছে আমার ? কী আছে ?"

সতী প্রভাবতীর পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। এসব কথা তার কাছে দুর্বোধ্য, অর্থহীন। এসব শুনতে তার একেবারেই ভাল লাগছিল না। যে সংসার তাকে আকর্ষণ করেছে চুম্বকের মত, যে-জীবন তাকে বিভোর করেছে তা ছেড়ে সন্ন্যাসীর ডাকে অন্য কোথাও ছুটে যাওয়ার কথা ভাবলে সতীর নিজেকে পাগল বলেই মনে হয়। সন্তান না হওয়ার দুঃখে প্রভাবতী সম্ভবত পাগলই হয়ে গেছে। সতীর হঠাৎ শুভময়ের কথা মনে পড়ে গেল।

নন্দলালের নির্দেশমত প্রভাবতীর মন অন্য দিকে ফেরাবার জন্যে

সতী তার আরও কাছে সরে এসে বলল, "চলুন না কাকীমা, কোথাও একটু বেরিয়ে আসি ?"

প্রভাবতী নন্দলালের কথা ভেবেই ঝাঁজ প্রকাশ করে সতীকে প্রশ্ন করল, "কোথায় ? বারে ? ক্লাবে ? পার্টিতে ? গলায় 'বিষ ঢেলে ঢেলে নিজেকে তাহলে শেষ করে দেব আমি।"

"ওসব জায়গায় না—" সতী ইতস্তত করে বলল, "এই সামনেই, লেকের ধারে কিম্বা—"

"কোথায় ?"

"গঙ্গার ধারে, কোন জাহাজ ঘাটের কাছে—যাবেন ?"

প্রভাবতী হঠাৎ যেন বড় শান্ত মেয়ের মত বলল, "একটু অপেক্ষা কর, শুভময় আসুক।"

"উনি আজ অসবেন ?"

"বোধহয়। ফোন করেছিলাম ওকে। বলেছে, সাড়ে আটটা-নটার মধ্যে আসবার চেষ্টা করবে।"

"আপনার শরীর খুব খারাপ হয়েছে আজ ?

"না-না—" প্রভাবতী হেসে বলল, "শরীর খারাপ হয়েছে বলে আমি ডাক্তারকে খবর দিয়েছি ভাবছ ?" সে ওপরে তাকিয়ে যেন আপন মনেই কথা বলে গেল, "মানুষ হিসেবে শুভময়কে আমার বড় ভাল লাগে সতী!"

"হ্যাঁ, উনি খুব ভাল লোক।"

প্রভাবতী উত্তেজিত হয়ে বলল, "কী জান তোমরা তার সম্বন্ধে ? তার মূল্য বোঝবার মত মন তোমার কাকার নয়। শুভময় আছে তার মা-বাবাকে নিয়ে। জান সতী, সে নিজের দিকে কখনো তাকায় না। তার বাবা একেবারে অক্ষম, বহুদিন ধরে প্যারালিসিসে শয্যাশায়ী—সেই জন্যেই ডাক্তারি পড়েছে শুভময়—"

"ওর বাবা এখনো বেঁচে আছেন ?"

"হ্যাঁ, মা-বাবা দু-জনেই আছে—" প্রভাবতী একটু থেমে বলল, "অন্য কেউ হলে বিরক্ত হত, ক্লান্ত হত। শুভময়ের মুখ দেখলে তুমি এসব বুঝতে পার ?"

সতী আস্তে বলল, "না।"

"এই বয়েসে বাপ-মায়ের জন্যে এই রকম করে সব ছাড়তে পারে ক'জন ? রুগীর সংসারে এলে আর একজন মেয়ের অসুবিধা হতে পারে ভেবে সে তার বিয়ের কথাও ভাবে না—"প্রভাবতী চোখ বন্ধ করে বলল, এক-এক সময় শুভময়কে আমার অল্প বয়েসী এক সন্ন্যাসীর মতই মনে হয়। ও অনেক বড় হয়ে যাবে দেখো।"

সতী প্রভাবতীর মুখে শুভময়ের প্রশংসা শুনল নীরব হয়ে কিন্তু তার মত তাকে মনে মনে খুব বড় করে দেখতে পারল না। শুভময়ের বয়স অল্প, সতীর চেয়ে সম্ভবত বছর আট-দশের বড় এবং লোক হিসেবে সে তার কাছেও বড় প্রিয়—তবে শুভময় যে সন্ন্যাসীর মত—একথাটা ভাবতেই সতীর হাসি এল। সে আরও ভাবল, সময় মত প্রভাবতীর কথা বলবে শুভময়কে। এবং পরিহাস করে জানতে চাইবে ভবিষ্যতে তার কোন আশ্রম-টাশ্রম খোলবার ইচ্ছে আছে কি-না।

হাওয়া দিচ্ছিল হু-হু করে। লেকের কাছে অনেক মানুষের জটলা। কাটা-কাটা গলার স্বর ভেসে আসছিল। প্রভাবতীর কাছে থেকে চলে যাবার ইচ্ছে হলেও নড়তে পারছিল না সতী—হঠাৎ চলে যাওয়া যায় না।

চেনা হর্ণ বাজল একটু পরেই। কয়েক পা এগিয়ে রেলিঙের কাছে এসে সতী নিচে তাকাল—ফিরে এসেছে নন্দলাল। এত তাড়াতাড়ি সে সাধারণত আসে না, তার গাড়ি দেখে সতীর নিজেকে অনেকটা হালকা মনে হল। এত পরে সে বুঝল যে প্রভাবতীর কথা শুনতেও তার যেন বড় পরিশ্রম হয়েছে।

যত ব্যস্ত বিব্রত এবং ক্লান্ত থাক, সতী জানে এখুনি ওপরে উঠে আসবে নন্দলাল, ম্লান মুখে এসে দাঁড়াবে প্রভাবতীর পাশে—তার শরীরের খবর নেবে। নন্দলাল সহজেই তাদের দেখতে পাবে বলে সতী বারান্দার উজ্জ্বল একটা আলো জ্বেলে দিল। আলোর রেখায় প্রভাবতীর চোখ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। অপ্রসন্ন হয়ে সে তাকিয়ে থাকল সতীর দিকে—নীরব থেকেই তাকে বুঝিয়ে দিল আলো তার ভাল লাগছে না।

নন্দলালের জুতোর মস মস শব্দ শুনে তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সতী এল সিঁড়ির মুখে এবং কিছু পরে তার শুকনো মুখ দেখে জিজ্ঞেস করল, "মীটিং-টিটিং আজ কিছু নেই তো কাকা ?"

"না-না—"নন্দলাল প্রভাবতীর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, "আজ একেবারে বিশ্রাম।"

প্রভাবতীর পাশে আর একটা চেয়ার টেনে আনল সতী নিজেই, "বসুন কাকা। বেয়ারা এখানেই কফি দিয়ে যাবে ?"

"এখন কিছু না—"ক্লান্ত একটা ভঙ্গি করে প্রভাবতীর মুখের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে বলল নন্দলাল, "আই ওয়াণ্ট টু হ্যাভ এ বাথ ফাস্ট।"

"আপনার টাওয়েল, ড্রেসিং গাউন বাথরুমে রেখে আসব ?"

নন্দলাল স্নেহভরে সতীকে কাছে টানল, তার সরু কোমর জড়িয়ে ধরে বলল, "হাউ সুইট ইউ আর !" পরেই সে ফিরল প্রভাবতীর দিকে, "হোয়াই আর ইউ সো স্যাড প্রভা ?" চুল এমন উস্কো খুস্কো, মুখ শুকনো—আর্নট ইউ ফিলিং ভেরী ওয়েল ?"

প্রভাবতী উত্তেজিত হয়ে বলল, "ডোণ্ট আস্ক মি সাচ সিলি কোয়েশ্চেনস্।"

সতী স্পষ্ট দেখল নন্দলালের মুখ হঠাৎ যেন একটা আঘাতের ঝাপটায় বিবর্ণ হয়ে উঠল। মাটির দিকে সে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত, পরে সতীকে আরও শক্ত করে ধরে বলল, "প্রভা, আজ তোমার গানের মাস্টার আসে নি ?"

"সে এতক্ষণ কখনো থাকে না।"

প্রভাবতীর মন রাখবার জন্যে নন্দলাল সতীর গায়ে হাত বুলোতে-বুলোতে থেমে থেমে বলল, "ইণ্ডাস্ট্রিতে বড় গোলমাল। আমি বড় ডিসটার্বড। যে-কোনদিন লম্বা স্ট্রাইক শুরু হতে পারে—"লেকের ওপার দিয়ে একটা ট্রেন যাচ্ছিল বলে নন্দলাল গলার স্বর অনেকটা তুলল, "বাড়িতে এলে কিন্তু এইসব ট্রাবলের কথা আমার মনে থাকে না —তোমার গান আমাকে সব ভুলিয়ে দেয়।"

"আমার গান তোমার জন্যে নয়।"

নন্দলাল হেসে বলল, "তবে কার জন্যে প্রভা ?"

প্রভাবতীর মুখ হঠাৎ আরও বিষণ্ণ হয়ে উঠল, তার গলার ঝাঁজও যেন মিলিয়ে এল। সে বলল কান্না-কান্না গলায়, "যাকে আমি এখনো পাইনি তার জন্যে।"

প্রভাবতীর এই না পাওয়ার অর্থ নন্দলাল বোঝে। সে আর এলনা এ সংসারে, প্রভাবতীর কোল জুড়ে থাকল না—এখনো তার শোক সে ভুলতে পারে নি। বিষণ্ণ একটা মানুষের মত বসে থাকল নন্দলাল। আজকাল এক-এক সময় প্রভাবতীর সামনে এলে তার নিজেকে বড় অসহায় বলে মনে হয়। সে যেন ব্যর্থ অক্ষম একটা মানুষ।

প্রভাবতীর সঙ্গে আর কথা না বলে নন্দলাল সতীকে বলল, "তোমার কী খবর সতী ? কেমন লাগছে ?"

"খুব ভাল।"

নন্দলাল সতীর একটা হাত দোলাতে-দোলাতে বলল, "তোমার ভাল মন্দর ভার তুমি নিজেই নেবে। দেখবে, জীবন তাহলে হয়ে উঠবে সহজ, মধুর। আমি তোমাকে কখনো শাসন করব না সতী। পদে পদে শাসন মানুষকে বাড়তে দেয় না—"সে দম্ভ প্রকাশ করার মত ভারী স্বরে বলল, "আমি কোনদিন কারুর শাসন মেনে নিই নি—এখনো মানি না।"

নন্দলালের কথার প্রতিবাদ করে প্রভাবতী ভাঙা ভাঙা স্বরে বলল, "এসব কথা ঠিক না সতী ! সুখ-টুখ নির্ভর করে ভাগ্যের ওপর। বাইরে থেকে আমাকে দেখে লোক ভাববে আমি খুব সুখী—আসলে আমি কি পেয়েছি বলতে পার ?"

"তুমি যা চাও মানুষের তাতে কোন হাত নেই।"

প্রভাবতী যেন ধমক দিয়ে উঠল নন্দলালকে, "তোমার মত মানুষের শুধু হাত নেই। আমার সব চেয়ে বড় কামনা তুমি চরিতার্থ করতে পারনি। কি পেলাম আমি—কি পেলাম !"

নন্দলাল উঠে দাঁড়িয়ে তার একটা হাত রাখতে গেল প্রভাবতীর

মাথায়, সে ঠেলা মেরে তা সরিয়ে দিল। আহত একটা মানুষের মত নন্দলাল কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল টিপির মত উঁচু জায়গায় ট্রেন লাইনের দিকে, পরে আস্তে পা ফেলে এদিক ওদিক চলা ফেরা করতে করতে গম্ভীর বিষণ্ণ গলায় স্বগতোক্তি করার মত বলল, "আমার যা করবার আমি করেছি। এর চেয়ে আর বেশী কি করা যায়! তা ছাড়া দেখ প্রভা, সতীর মত এত সুন্দর মিষ্টি একটা মেয়ে আমি তোমাকে দিয়েছি। সে তো তোমারই মনের মত হয়ে উঠেছে—" নন্দলাল কিছু সময় চুপচাপ হেঁটে আবার বলল, "তাহলেও তুমি তোমার মনগড়া দুঃখ নিয়ে থাকলে!"

"কি বললে? মনগড়া দুঃখ?"

"তা ছাড়া আর কি! আমার কোন কথা শুনলে না! র-হুইস্কি খেয়ে খেয়ে নিজেকে ঠেলে দিতে চাও মৃত্যুর দিকে—"

প্রভাবতীর গলা ঠেলে যেন ঝাঁজ ও ক্ষোভ একসঙ্গে উঠে এল, "কেন দেব না? বাঁচতে ইচ্ছে হয় না আমাব।"

"আমার জন্যেও না?"

প্রভাবতী স্পস্ট করেই বলল, "না। আমি আজকাল তোমাকে চিনতে পারি না। আমাকে এই রকম জড়ের মত করে তুলেছ তুমি। কি তুমি দিতে পারলে আমাকে!"

নন্দলাল এসে দাঁড়িয়ে পড়ল প্রভাবতীর মুখের সামনে, বিষণ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে কাতর স্বরে বলল, "এতদিন ধরে কিছুই কি আমি তোমাকে দিইনি প্রভা?"

"না—কিছু না। মেয়েদের সব চেয়ে বড় সুখ থেকে তুমি আমাকে বঞ্চিত করেছ। আমি একটা সন্তান চেয়েছিলাম! মা হতে চেয়েছিলাম!"

"আবার সেই এক কথা!"

নন্দলালের কথা শুনল না প্রভাবতী, চেয়ারের একদিকে হেলে পড়ে ধরা গলায় বলল, "যে মেয়ের সন্তান নেই তার কেউ নেই—কিছু নেই।"

"আছে প্রভা—" নন্দলাল প্রভাবতীর মাথায় একটা হাত স্নেহভরে

রাখতে গিয়েও রাখতে সাহস করল না, "একটু ভেবে দেখ, কোন অভাব আমাদের নেই—"

তার কথার মাঝেই বিদ্রূপ করার মত হেসে উঠল প্রভাবতী এবং নন্দলাল তাকে স্পর্শ করতে পারে ভেবে শব্দ করে বেতের চেয়ার অনেকটা পিছনে সরিয়ে নিল, "কি বললে, অভাব নেই? তাহলে কেন আমার মনে হয় যে একটা মরুভূমিতে আমি ছটফট করে মরছি!"

"এসব কেন তুমি ভাব?"

"তুমিই ভাবাও—" প্রভাবতী দূর থেকে কঠিন দৃষ্টিতে নন্দলালের দিকে তাকিয়ে থাকল বেশ কিছু সময়, "পারব না—তোমাদের এই শুকনো রুক্ষ মরুভূমিতে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না।"

নন্দলাল পলকে একবার সতীকে দেখে নিয়ে খুব আস্তে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবে?"

"জানি না। আমার জন্যে নিশ্চয়ই এমন একটা জায়গা আছে কোথাও যেখানে মরুভূমির এই যন্ত্রণা নেই।"

এই সময় আরও একটা গাড়ি ঢুকল গেটের ভেতরে। হর্ণ বাজল না, কেননা গেট খোলাই ছিল। অকারণ খুশীর একটা চমক খেলে গেল সতীর মনে। সম্ভবত, শুভময় এসেছে। নন্দলাল ও প্রভাবতীর অস্বস্তিকর কথাবার্তা তাকে বিষণ্ন করে তুলেছিল বলে সে কৌতূহলী হয়ে রেলিঙে বুক ঠেকিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখল ছোট একটা গাড়ি থেকে শুভময় নামছে। সে-ও হাসল ওপরে তাকিয়ে।

সতী পিছন ফিরে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল, "কাকীমা, শুভময়বাবু এসেছেন।"

প্রভাবতী কিছু বলবার আগেই নন্দলাল বলল, "ভেরী নাইস ম্যান ইনডীড। সতী, ওকে ড্রয়িং রুমে বসাও। অফার হিম সাম স্ন্যাকস এণ্ড ড্রিঙ্কস। আমরা এখুনি যাচ্ছি—"

সতী সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল দ্রুত পা ফেলে! শুভময় ওপরে উঠে আসছিল, সতীকে নামতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে শুভময় অল্প-অল্প হাসছিল।

"হাসছেন যে ?"

"এক-একদিন এক-একরকম—তাই দেখছি !"

সতীও হাসল। শুভময়ের মুগ্ধ দৃষ্টির অর্থ স্পষ্ট করে বুঝতে পারল বলে সে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ। চলুন ড্রইংরুমে। আপনাকে ড্রিঙ্কস উইথ স্ন্যাকস সার্ভ করবার অর্ডার দিয়েছে কাকা।"

"ভেরি গুড—" সতীর সঙ্গে ড্রয়িংরুমে এসে একটা সোফায় গা মেলে দিল শুভময়, "তুমি তো আজকাল ভীষণ বিজি—এ সময় তোমার দেখা পেলাম—" সে হালকা গলায় বলল, "আই স্যুড থ্যাঙ্ক মাই স্টারস।"

"সো ডু আই। আপনি তো আরও অনেক বেশী বিজি—কল্-টল্ না পেলে কোথাও যান না।"

শুভময় সতীকে দেখতে দেখতে প্রসন্ন মুখে বলল, "খুব স্মার্ট মেয়ে তুমি সতী। যাক, এ বাড়ীতে নিজেকে একেবারে মানিয়ে নিতে পেরেছ !"

শেষের কথাগুলো, সতীর মনে হল, ঠিক যেন প্রশংসার না। শুভময় সম্ভবত ভাবছে এ বাড়ীতে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই। সে আরও লক্ষ করল শুভময়ের মুখ এখন ঈষৎ বিষণ্ণ। সে ক্লান্তও।

সতী বাইরে যাবার জন্যে ঝুঁকে পড়ে বলল, "আমি এখুনি আসছি—"

শুভময় সোজা হয়ে বসে সতীর একটা হাত ধরল, "না-না এখন ড্রিঙ্কস-টি্ঙ্কস কিছু দরকার নেই, বস এখানে।"

"কি ?"

"তুমি বেশ বেড়ে উঠেছ !"

"মানে ?"

"মানে, তোমাকে দেখলে হঠাৎ এখন আর মনে হয় না যে তুমি নতুন কলেজে ভর্তি হওয়া ছোট্ট একটি মেয়ে।"

সতী শুভময়ের উষ্ণ হাতের স্পর্শে আপনমনে একটা তৃপ্তি অনুভব

করতে করতে বলল, "নতুন মানে ? কবে কলেজে ভর্তি হয়েছি ! নাচের ক্লাসও তো পুরনো হয়ে গেল !"

"কি কি নাচ শিখলে ?"

"অনেক। প্রায় সবই। ওয়াল্টজ, সাম্বা, ফকস্ট্রট—এখন ট্যাঙ্গো প্র্যাকটিস করছি।"

"ভাল ভাল পার্টনার পাচ্ছ তো ? মানে, যে তোমার সঙ্গে সমান তাল রাখতে পারে ?"

সতী শুভময়ের পরিহাস ধরতে না পেরে ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বলল, "দু-এক জন হয়তো যায় প্র্যাকটিস করতে—ওদের স্টেপিং বেশ ভাল বলেই মনে হয়, তবে পূর্ণেন্দুর জন্যে আমার বড় মুসকিল হয়েছে—"

"পূর্ণেন্দু ? সে কে ?"

সতী হাসল, পরেই চোখে-মুখে বিরক্তির কয়েকটা কৃত্রিম রেখা ফুটিয়ে বলল, "আমার এক ক্লাস মেট।"

"অ্যাডমায়ারার ?"

সতী শুভময়ের পরিহাস উপভোগ করে তার হাত দোলাতে-দোলাতে বলল, "হু নোজ ! নট এ্যাট অল ইণ্টারেস্টেড। পূর্ণেন্দুর জন্যে আমার এক-একটা নাচের ক্লাস একেবারে স্পয়েল হয়ে যায়। আমার দেখা-দেখি ও-ও নাচ শিখতে শুরু করেছে।"

শুভময় সতীর হাতে জোরে একটা চাপ দিল, "ইউ মীন, এর মধ্যেই তোমাদের বেশ নাচানাচি শুরু হয়ে গেছে।"

সতী শুভময়ের মুঠো থেকে নিজের হাত মুক্ত করে নিল এবং মিস এক্রুর উচ্চারণ যথাসম্ভব অনুকরণ করল, "ও-ও-ও, ডোণ্ট বি সিলি !"

সোফায় হেলান দিয়ে বসল শুভময়, এক পায়ের ওপর সাবধানে আর এক পা তুলল, পরে হাতের কাছে ছোট টি-পয়ের ওপর যে কাচের নীল অ্যাস-ট্রে ছিল তাতে আঙুল ছুঁইয়ে সতীকে দেখতে দেখতে বলল, "আশ্চর্য, তোমার অ্যাডেপটেবিলিটি ! আমিও যদি তোমার মত আজকের মানুষ হয়ে উঠতে পারতাম !"

শুভময়ের স্বর ঈষৎ বিষণ্ণ, মুখও যেন কিছু ম্লান—সতী তার

কথা ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি পুরনো যুগের মানুষ ?"

"সম্ভবত। এক-একবার বড় কষ্ট হয়, ছটফট করি—তাল রাখতে চাই তোমাদের সকলের সঙ্গে—ক্রুয়েল হয়ে উঠতে চাই—" কথা বলতে বলতে হঠাৎ যেন জুড়িয়ে গেল শুভময়, অ্যাস-ট্রে'র ওপর থেকে হাত তুলে নিয়ে ম্লান হাসল, "শেষ অবধি কিছুই করতে পারি না, যে-কে-সেই।"

শুভময়ের কথা এখন হেঁয়ালীর মত মনে হল সতীর। তার জানবার ইচ্ছে হল সে কি চায়, কেমন হয়ে উঠতে চায়! কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে সোফায় তার পাশেই হঠাৎ বসে পড়ল সতী, "অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ডু ইউ মীন ? যেমন হতে চান তেমন হতে পারেন না কেন ?"

শুভময় আবার সহজ ও স্বচ্ছন্দ হওয়ার চেষ্টা করে সতীর বেশ কাছে সরে এল, "সেটাই তো বুঝতে পারি না! এখনকার সকলে যা করে, আমিও তো করি—করতেও চাই—" শুভময়ের ঠোঁটে শীর্ণ হাসি খেলছিল, "কিন্তু শেষ অবধি সব যেন গোলমাল হয়ে যায়!"

এইরকম কথা কিছু আগে প্রভাবতীর মুখে শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সতী, এখন শুভময়কেও তার ভাল লাগছিল না—তার চোখে ভাসছিল নাচের পরিচ্ছন্ন মেঝে—এক-একটি ঝকঝকে দীপ্ত দেহ এবং ডালহৌসী স্কোয়ারের হোটেলে প্রথম দেখা রাজেন্দর শাহ্-এর কথাও শুভময়ের পাশে বসে থাকতে থাকতে সতীর মনে পড়ছিল।

একটা কিছু বলা উচিত বলেই সতী যেন জোর করে কথা বলল, "কাকীমা আপনার খুব প্রশংসা করছিলেন।"

"করবেনই—" সতীর পিঠে হাত বুলোতে থাকল শুভময়, "ওর সঙ্গে আমার যে অনেক মিল।"

"আমাদের সঙ্গে মিল নেই আপনার ?"

শুভময় পা নাচাতে-নাচাতে বলল, "কোথায় আর! ইউ সীম টু বি ভেরী হ্যাপী দিজ ডেজ। ভাই-বোন, বাপ-মা—কারুর কথা ভেবে তোমার মন খারাপ হয় না—"

সতী ঈষৎ উত্তেজনা প্রকাশ করে বলল, "বাপ-মার কাছে পড়ে থাকলে আমার কিছু হত না।"

"ঠিক ঠিক। আই কোয়ায়েট অ্যাডমিট। এইসব ছোটখাট অ্যাটাচমেণ্ট আমাদের শুধু বোকা করে রাখে সতী!"

সতী উত্তেজনা প্রকাশ করেছিল বলে এখন মনে মনে লজ্জা পেল এবং অল্প হেসে বলল, "আপনি বোধহয় খুব সেন্টিমেণ্টেল, না?"

"খুব কিনা জানিনা, তবে একটু-একটু তো বটেই। আফটার অল উই আর হিউম্যান বিঙস—" শুভময় হঠাৎ গলার স্বর অনেকটা তুলে বলল, "তবে মানুষ হয়ে থাকারও আজকাল আর কোন মানে নেই। আমার এক-একসময় নিজেকে বড় বোকা বলে মনে হয়।"

শুভময়ের কথা সত্যি ধরে নিয়ে সতী বলল, "না-না। বোকারা কখনো ডাক্তার হতে পারে!"

হা-হা করে হাসল শুভময়, "যাক, ডাক্তারদের ওপর তোমার ধারণা খুব উঁচু দেখছি।"

"আমি আর কোন ডাক্তারকে চিনি না, আই ওনলি নো ইউ—" সতী একটু চুপ করে থেকে মৃদুস্বরে বলল, "আপনার ওপর আমার ধারণা উঁচুই তো।"

পরিশ্রান্ত শুভময়ের চোখ-মুখ সতীর এমন স্পষ্ট প্রশংসা শুনে ঝকমক করে উঠল, "কেন বল তো?"

"কাকীমার কাছ থেকে সব শুনলাম যে—" সতী ঝর্ণার মত কুলকুল করে হাসতে থাকল, "সাধু-টাধু হয়ে যাবেন না তো?"

"সাধু? গড! না সতী, একটা খাঁচার মধ্যে আটকে আছি—তা ভেঙে বেরুতে ইচ্ছে করে না—" শুভময়ের গলায় গাঢ় স্বর কাঁপল, "ভাঙতে পারলে তোমাদের সকলের সঙ্গে তাল রাখতে পারতাম!"

সতী হয় তো আরো কিছু বলত কিন্তু তার আগেই আয়া এসে বলল, প্রভাবতী শুভময়কে ওপরে ডাকছে।

॥ নয় ॥

নতুন করে আবার বৃষ্টি নেমেছিল। এক-একবার বিদ্যুৎ চমকে উঠছিল, এবং পরেই খুব জোরে মেঘ ডাকছিল আর কখনো উঠছিল কোথাও বাজ পড়ার মত আওয়াজ। ক্লাসের দরজা জানলা সব বন্ধ থাকলেও সতী মুখ ফিরিয়ে দেখছিল জানালার কাচ বেয়ে বৃষ্টির জল পিছলে যাচ্ছে—হাওয়ায় আছাড় খেয়ে পড়ছে দরজা-জানলায়। অধ্যাপকের ক্ষীণ গলার স্বর প্রকৃতির উচ্ছৃঙ্খলতায় প্রায়ই ডুবে যাচ্ছিল।

ক্লাসে এখন সতীর মন ছিল না। তার মৃদু অস্থিরতা, ইতস্তত চাওয়া ও সজল দুপুরে তার বিরক্তি বোধ আর একদিকে পূর্ণেন্দুকেও বড় অমনযোগী করে তুলল। সতীর দিকে চোখ পড়তেই তার মুখে হাসি খেলছিল।

এই সময় পূর্ণেন্দুর হাসি হঠাৎ বড় ভাল লাগল সতীর। তার মনে হল কোন নির্জন শীততাপ-ছড়ানো প্রেক্ষাগৃহের কথা। কলকাতার প্রেক্ষাগৃহ সতীকে অদ্ভুত এক তৃপ্তি দেয়। আশে পাশে অনেক ছেলে মেয়ে—শাড়ির খস খস, চুড়ির রিনিঠিনি, দামী এসেন্সের গন্ধ সতীকে বিহ্বল করে, ব্যাকুল করে।

কখনো কখনো আলোর পর্দার দিকে তার চোখ থাকে না, সে তাকায় সামনে পিছনে। আলো অন্ধকারের কাঁপা কাঁপা ছায়ায় সতী যেন স্বপ্নের ভিতর দিয়ে দেখে কোন কোন মেয়ে বড় ঘন হয়ে বসেছে তার বর কিম্বা বন্ধুর সঙ্গে। চুম্বনের শব্দও পিছলে ওঠে এক-একবার। সতীর দেহ তখন ঝিম ঝিম করে ওঠে, সব ইন্দ্রিয় বড় সজাগ, বড় উন্মুখ হয়ে যায়—সে বসে থাকে মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে। তার পাশে তখন প্রভাবতী আর নন্দলাল। সেই সময় তাদের ভাল লাগে না সতীর।

ক্লাসে বসে থাকতে থাকতেই সতী একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। নন্দলাল আর প্রভাবতীর সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলেও কখনো কখনো

এই ভরা সংসারে থেকেও সে একটা অতৃপ্তি অনুভব করে বড় অস্থির হয়ে পড়ে।

এক-একদিন অনেক রাতে শহর যখন প্রায় জনহীন, আকাশ ভরে রূপালি আলো চিক চিক করে ওঠে সাদা রেশমের মতন—সেই সময় বার বার বড় কাতর অনুরোধ করে প্রভাবতীকে নিয়ে নন্দলাল চলে যায় গঙ্গার ধারে, সতীও যায়।

জাহাজ স্থির হয়ে থাকে জলের ওপর, নানা রঙের অনেক আলোর বিন্দু জ্বলে। ছায়া খেলে গঙ্গায়, থেমে থেমে জাহাজের বাঁশি বাজে। মধ্য রাতে সে-বাঁশি সতীর বুকে বেজে ওঠে নিষ্ঠুর এক আহ্বানের মতন। সেই ছাড়া-ছাড়া সুর তাকে যেন প্রভাবতী আর নন্দলালের সংসার থেকেও ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চায়—কোথায় তার কোন স্পষ্ট ধারণা সতীর মাথায় খেলে না, তার আঙুল কাঁপে। আপন মনেই অস্থির হয়ে ওঠে সে। ওপরে তাকায়। নির্জন এক গ্রামের মতন আকাশ। এক একটি তারা ছোট ছোট সবুজ প্রদীপের মতন সতীর মাথার ওপর মিটি মিটি হাসে।

ক্লাস শেষ করে অধ্যাপক বেরিয়ে যাবার পর সতীও বাইরে এল। আজ আর কোন ক্লাস করবার ইচ্ছে ছিল না তার। এখনো বৃষ্টি পড়ছে ঝুরঝুর করে। ফ্যাকাশে দিন। রাস্তায় জল জমেছে। সতী জানত, এখন বার হলেই ভিজতে হবে।

বারান্দা পার হয়ে সতী এসে থামল সিঁড়ির কাছে। বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে, ঝাপটা আসছে। সতীর কাছাকাছি অনেক ছেলেমেয়েরা জটলা করছে। টুকরো-টুকরো কথা, হাসাহাসি, গোলমাল। সতী পলকে সকলকে দেখে নিল। সে কয়েক মুহূর্ত থামল, পরে কয়েক ধাপ নামল। তার মুখ ভিজল, চুল ভিজল। ইচ্ছে হলে সতী নন্দলাল কিম্বা প্রভাবতীকে ফোন করে বলতে পারত একটা গাড়ি পাঠিয়ে দেয়ার জন্যে, সে তা-ও বলল না।

"কোনদিকে যাবেন?" ছাতা নয়, অর্থনীতির মোটা একটা বই সতীর মাথার ওপর তুলে জল ঠেকাবার চেষ্টা করছিল পূর্ণেন্দু,

"ভিজে যাচ্ছেন যে!"

পূর্ণেন্দুকে এ সময় কাছে পেয়ে মুখ বড় প্রসন্ন হয়ে উঠল সতীর, সে হেসে বলল, "ভিজছিই তো। বৃষ্টিতে বার হলে ভিজতে তো হবেই! আপনি বার হলেন যে?"

পূর্ণেন্দু খুব আস্তে বলল, "এখন সরে পড়াই ভাল, চলুন বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়ি—"

পূর্ণেন্দুর ভীত স্বর শুনে সতী একটু আশ্চর্য হয়ে বলল, "ইউ লুক র‍্যাদার নার্ভাস? ব্যাপার কি?"

"আপনাদের কমনরুমে কিছু শোনেন নি?"

"আই অ্যাম নট অ্যাট অল ইণ্টারেস্টেড ইন আওয়ার কমনরুম। কি হয়েছে বলুন না?"

"চলুন ওই দিকে—"পূর্ণেন্দু আর সতী অফিসের বারান্দায় এসে উঠল। আদিবাবু টাইপ করে যাচ্ছে, আলো জ্বলছে অফিসে। বৃষ্টিও এখন ধরে এসেছে যেন।

সতী কৌতূহল প্রকাশ করল, "বলুন?"

পূর্ণেন্দু ভাল করে দেখে নিল চারপাশে, পরে সতীর আর একটু কাছে সরে এসে ফিসফিস করে উঠল, "আজ আড়াইটার পর দু ইউনিয়নে মারামারি হবার কথা—"

সতী পূর্ণেন্দুর ভঙ্গী দেখে ছোট মেয়ের মত কুলকুল করে হেসে উঠল, "ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন যে?"

পূর্ণেন্দু কোন সঙ্কোচ না করে বলল, "ভয় পাবারই তো কথা। বোমা-টোমা ছোঁড়াছুঁড়ি হবে শুনলাম—"

"গোলমাল হলে ওসব তো হয়ই। ইউ আর এ কাওয়ার্ড, আই সী। আমি কিন্তু ভয়ে পালাচ্ছি না—"

মৃদু প্রতিবাদ করে পূর্ণেন্দু বলল, "আই অ্যাম নট এ কাওয়ার্ড।"

"তবে?"

"গোলমাল হলে কলেজ কদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে যায় ঠিক কি!"

"ও হো—" সতী হালকা গলায় বলল, "আপনি তো আবার ভাল

ছাত্র! পড়াশুনোর খুব ক্ষতি হয়ে যাবে বলছেন?"

"ঠিক তা না—" একটু ইতস্তত করল পূর্ণেন্দু, পরে সাহস করে বলল, "আপনার সঙ্গে এক ঘরে অনেকদিন বসতে পারব না—তাই ভাবছি!"

পূর্ণেন্দুর ভারী স্বর শুনে সতী হাসল, "থ্যাঙ্ক ইউ! এ ক্লাস বন্ধ হলেও নাচের ক্লাস তো খোলা—"

"সে তো সপ্তাহে দু-দিন মোটে।"

সতী অন্যদিকে তাকিয়ে ভিজে চুলে আঙুল ছুঁইয়ে আবার হাসল, "আরো বেশী দেখা পেতে চান? গড! একজনের সঙ্গে বেশীক্ষণ থাকলে আমি কিন্তু সিক্ হয়ে পড়ি—" সে একটু থেমে বলল, "যাক, আপনি তাহলে এখন পালাচ্ছেন?"

"আপনাকে দেখেই এলাম—" পূর্ণেন্দু বলল, "আই মিন, একটা লিফট যদি—"

"লিফট? সরি। আজ আমার গাড়ি নেই যে।"

"মানে, আমি আপনাকে একটা লিফট দিতে চেয়েছিলাম। আমার গাড়ি আছে।"

"আপনার সেই ছোট নতুন গাড়ি?"

"হ্যাঁ।"

"চলুন—" বিনয় করে সে মৃদুস্বরে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ!"

চলতে চলতে হঠাৎ সতী দাঁড়িয়ে পড়ল। পূর্ণেন্দুর নাম ধরে পিছন থেকে কারা ডাকছে, সতীকে বিদ্রূপ করছে। অন্য ছাত্রদের কথা কাটা কাটা, ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় ওরা সব শুনতে পেল না, কিছু কিছু শুনল।

পূর্ণেন্দুর মুখে বিরক্তির কয়েকটা রেখা। সতী হাসছিল।

নতুন ছোট একটা গাড়ির কাছে এসে পিছনের দরজা খুলে পূর্ণেন্দু সতীকে বলল, "উঠুন।"

সতী আপত্তি করে বলল, "পিছনে না, আমি সামনেই যাব। আপনিই তো ড্রাইভ করবেন।"

খুশীর আভা উছলে উঠল পূর্ণেন্দুর চোখে-মুখে। সতীর পাশে বসে সে ক্ষিপ্র হাতে পকেট থেকে চাবি বের করল, স্টার্ট দিল। কিছু পরে তার গাড়ি খুব ছোট একটা জাহাজের মত জল কেটে কেটে এগিয়ে যেতে থাকল।

"কোন দিকে যাবেন ?"

সতী রুমাল বের করে কপাল মুছল, কানের ওপর থেকে ভিজে চুল সরিয়ে দিতে দিতে বলল, "বলুন ?"

"বাড়ি ফিরবেন ?"

"না না, আপনি কোথায় যাবেন ?"

"ছবি দেখার ইচ্ছে ছিল—" পূর্ণেন্দু ঘড়ি দেখে বলল, "এখনো দেরী আছে, কফি-টফি কিছু খাবেন ?"

"থাক। পরে ছবিই দেখব—" সতী প্রেক্ষাগৃহের কল্পনা করে খুব খুশী হয়ে উঠল, "এখন আপনি অন্য কিছু দেখান না !"

"কি দেখবেন ?" সতীর কথা শুনে পূর্ণেন্দু উৎফুল্ল হয়ে উঠছিল মনে-মনে। তার বুক কাঁপছিল, গলা শুকিয়ে আসছিল।

"ভিজে শহরের দৃশ্যই তো ভাল, চলুন, আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন, আমি সেখানেই যাব।"

রাস্তায় জল, সামনে অনেক গাড়ি ! দরকার না থাকলেও একটা উত্তেজনার ঘোরে কয়েকবার হর্ণ বাজাল পূর্ণেন্দু। এত বড় শহর মেঘলা দিনে তার কাছে হঠাৎ যেন খুব ছোট হয়ে আসছিল। এক হাতে স্টিয়ারিং ধরেছিল পূর্ণেন্দু, তার আর একটা হাত সতীর কোলের ওপর ভিজে বই ছুঁয়ে রেখেছিল। হাসছিল সতী।

পূর্ণেন্দু স্থির করতে পারল না কোন দিকে যাবে, কোথায় যাবে। এমন কোন পরিবেশের কথা সে ভাবছিল যেখানে নির্জনতা অগাধ, যেখানে মানুষ নেই—কৌতূহলী চোখ তাদের বিঁধবে না। সে সতীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবে, তাকে কাছে টানবে। আকাশ আরো কালো হোক, অবিশ্রান্ত বর্ষণ চলুক, অবশেষে অন্ধকার তাকে আর সতীকে ঢেকে দিক, আচ্ছন্ন করুক বন্য এক নেশায়, প্রাগৈতিহাসিক আদিমতায়—এই

রকম স্বপ্ন দেখতে দেখতে অন্ধ হয়ে খুব আস্তে আস্তে সে গাড়ি চালাচ্ছিল।

চৌরঙ্গীর ওপর যানবাহনের শব্দের তরঙ্গ খেলে গেলেও একটা নির্জনতা বিরাজ করছিল। সতীর চোখ বাইরে, অদ্ভুত ধরণের হাসি লেগেছিল তার ঠোঁটে—পূর্ণেন্দু দেখতে পেল না। ডান দিকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, বাঁ দিকে ময়দানের ভিজে ঘাস। এপাশে-ওপাশে গাছ এবং আকাশের অংশ। একখণ্ড ঘন কালো মেঘ সতী আর পূর্ণেন্দুর মাথার ওপর থেকে অন্য দিকে আস্তে আস্তে ভেসে যাচ্ছিল।

"এখানে থামব ?" গাড়ির গতি অনেক কমিয়ে দিয়ে পূর্ণেন্দু বলল।

"এখানেই ?"

"বলুন না, কোথায় যেতে চান ?"

"এখানেই থামুন—" পূর্ণেন্দুর দিকে তাকিয়ে সতী হাসল।

কিছু দূরে আরো দু'একটা গাড়ি ভিজছিল, জলের ঝাপটায় দেখা যায় না ভিতরে কারা আছে—কি করছে। তবে এমন বর্ষায় যারা এসে পড়েছে এখানে, তারা যে শুধু প্রকৃতির শোভা দেখতে আসেনি, সতী তা বুঝল। এবং যে হাসি লেগেছিল তার ঠোঁটে, এখন তা মিলিয়ে এল। সে স্বপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে থাকল পূর্ণেন্দুর দিকে।

"বলুন, কি বলবেন ?"

পুর্ণেন্দু অপ্রতিভের মতন হাসল, "কী বলব ?"

"কোলের ওপর যে বই খাতা ছিল তা একদিকে সরিয়ে রেখে সতী বলল, "কিছু নেই আপনার আমাকে বলবার ?"

পূর্ণেন্দু চুপ করে থাকল। সতীর কথা বড় স্পষ্ট। পূর্ণেন্দু কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে পরে বলল, "বলতে হবে কেন!"

সতী তার পিঠে আস্তে আঘাত করে যেন ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বলল, "কাওয়ার্ড!"

থেকে থেকে মেঘের শব্দ হচ্ছিল। হাওয়ার জোর আছে, গাছের মাথা এদিক-ওদিক হেলছিল। গরম লাগছিল বলে গাড়ির কাচ নামিয়ে

দিল পূর্ণেন্দু, সতীর একটা হাতে আস্তে চাপ দিয়ে বলল, "না, ডিভোটেড।"

এখানে পূর্ণেন্দুকে ভীতু মনে হল সতীর। এই হাওয়া, ঠাণ্ডা দুপুর, শীত-শীত ভাব তার মনে উত্তাপের একটা আমেজ এনে দিচ্ছিল বলে সে বড় প্রগলভ, হয় তো আশালীন হয়ে উঠছিল। কিন্তু তার পাশে যে বসে আছে সে যেন একটু বেশী রকম ভাল—বোকা-বোকা এক সুখ স্বপ্নে বিভোর।

সতী তার রুমাল নাকের কাছে ধরল এবং পরে গাড়ির কাচের জল মুছতে মুছতে বলল, "আপনি বড় সীরিয়াস।"

"আপনি খুব হালকা নাকি ?"

"আই ডোণ্ট নো—" "একটু চুপ করে থেকে সতী বলল, "তবে সব কিছুই হালকা ভাবে নেয়ার চেষ্টা করি—"

"জীবনকেও ?"

"ইয়েস, আই মিন ইট—" সতী পা নাচাতে-নাচাতে পূর্ণেন্দুর দিকে ফিরে কটাক্ষ করে বলল, "জীবন-মরণ নিয়ে অ্যাট প্রেজেণ্ট দো আই ডোণ্ট বদার, তবে কলকাতায় এসে খুব ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে, এ শহরের একটা আলাদা চার্ম আছে।"

"আছেই তো—" পূর্ণেন্দু এদিক-ওদিক তাকিয়ে সতীর একটা হাত নিয়ে খেলতে খেলতে বলল, "আপনি আসবার পর কলকাতা আরো চার্মিং, আরো ব্রাইট হয়ে উঠেছে।"

সতী খুব হাসল, পূর্ণেন্দুর কাঁধে মাথা রাখতে গিয়ে কি ভেবে রাখল না, বলল, "রিয়েলি ?"

সতীর দেহের স্পর্শে একটা উত্তেজনা অনুভব করছিল পূর্ণেন্দু, সে খুব জোরে তার হাত চেপে ধরে ভাঙা গলায় বলল, জান না ?"

"না তো।"

পূর্ণেন্দু বলল, "নাচের পর বাড়ি ফিরে ভীষণভাবে তোমার অভাব বোধ করি—মাথা-টাথা খারাপ হয়ে যাবে মনে হয়—"

"এখনো হয় নি তো ?" কৌতুক করে সতী বলল, "পাগল-টাগলদের

আমি খুব ভয় করি কিন্তু—"

পুর্ণেন্দু অপ্রকৃতিস্থের মতনই সতীকে কাছে টানল, চোখ ফিরিয়ে দেখল, কাছাকাছি কেউ নেই। চারপাশ বড় চুপচাপ। পূর্ণেন্দু নিবিড় করে সতীকে চুম্বন করতে যাচ্ছিল কিন্তু সে ছটফট করে উঠল—ছিটকে এল পূর্ণেন্দুর কাছ থেকে।

"না না, এখানে না—"

"কেউ নেই সতী—"

সতী ঠোঁটে রুমাল চেপে ধরে কাঁপা-কাঁপা স্বরে বলল, "ইউ আর রিয়েলি ক্রেজি।"

"ইয়েস আই অ্যাম।"

"এবার এখান থেকে চল।"

"ভয় পেলে নাকি—"পূর্ণেন্দু আস্তে জিজ্ঞেস করল," কিম্বা রেগে গেলে ?"

পূর্ণেন্দুর প্রশ্ন এমন অবস্থায় ভাল লাগল না সতীর, সে ঈষৎ রূঢ় স্বরে বলল, "সিলি!"

"আই বেগ ইওর পার্ডেন!"

পূর্ণেন্দুব রকম দেখে এবার অপ্রকৃতিস্থের মতন সতীও হাসল এবং তাকে জোরে চিমটি কেটে বলল, "কাওয়ার্ড—কা-ও-য়ার্ড! সিনেমার সময় হয় নি এখনো ?"

পূর্ণেন্দু তাড়াতাড়ি স্টিয়ারিং-এ হাত রাখল। এবং উৎফুল্ল হয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যে চলে এল চৌরঙ্গীর একটা প্রসিদ্ধ প্রেক্ষাগৃহের সামনে। ছবি আরম্ভ হতে বেশী দেরী নেই, বাইরে খুব ভিড়। পূর্ণেন্দুর ভয় হচ্ছিল, হয় তো টিকিট পাওয়া যাবে না—তার স্বপ্ন ভেঙে দেবে 'হাউস ফুল' লেখা কালো সেই বোর্ড।

সতীর হাত ধরে পূর্ণেন্দু এল কাউণ্টারের কাছে। কিছু-কিছু দামী টিকিট এখনো পাওয়া যাচ্ছিল, পূর্ণেন্দু তাড়াতাড়ি দুটো টিকিট কাটল। কম দামের টিকিট পাওয়া গেলেও সে কাটত না—আজ সাধারণের কাছ থেকে সতীকে নিয়ে তার একেবারে আলাদা হয়ে থাকার ইচ্ছে জাগছিল।

লাল পুরু কার্পেট মাড়িয়ে প্রেক্ষাগৃহের ভিতরে সতীর পাশে-পাশে হাটছিল পূর্ণেন্দু। থেকে-থেকে টর্চের আলো কাঁপছে। মিষ্টি একটা ঘ্রাণ ছড়িয়ে আছে চারপাশে। হালকা অন্ধকার থর থর করছে।

গদিওলা নরম চেয়ারে সতীর কাঁধের ওপর হাত রেখে পূর্ণেন্দু অনুভব করল ঠিক এই রকম একটা আলো-আঁধারি নাতিশীতোষ্ণ গুহার মতন জায়গা যেন এই সময় তার মনের ভিতরেও ফুটে উঠেছে। স্থির হয়ে বসে থাকা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মৃদু বাজনা বাজছে, ছবির পর্দায় ফেনিয়ে উঠছে নানা রঙ—বিজ্ঞাপনের ওঠা পড়া চলেছে। ওই রকম একটা পর্দাও যেন পূর্ণেন্দুর মনের ভিতরেও ফুলে উঠছিল।

বাইরে যত প্রগলভ এবং অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছিল সতী, প্রেক্ষা-গৃহের ভিতরে প্রবেশ করে পূর্ণেন্দুর পাশে বসে সে ঠিক তেমন থাকতে পারল না। অদ্ভুত একটা বিরক্তিতে তার মন ছেয়ে গেল। পূর্ণেন্দুর একটা হাত ছিল তার কাঁধের ওপর, মুখ ছিল গালের কাছাকাছি—তার উষ্ণ নিশ্বাসও সতী অনুভব করতে পারছিল।

এরপর কি হবে? পূর্ণেন্দুর ঠোঁট পড়বে তার ঠোঁটের ওপর। একটা তাপ ছড়িয়ে যাবে সতীর দেহের খাঁজে-খাঁজে। বিষণ্ণ দুপুরে আজ সেই তাপের একটা মধুর কল্পনা সতীকে পেয়ে বসেছিল বলেই সে প্রশ্রয় দিয়ে পূর্ণেন্দুকে টেনে এনেছে প্রেক্ষাগৃহের এই ছায়া-ছায়া নির্জনতায়।

কাঁধ ঈষৎ কুঞ্চিত করল সতী, তার চোখও ছোট হয়ে এল। পূর্ণেন্দু ধৈর্য রাখতে পারছে না, কাছে টানছে—চেপে ধরছে। এবার অনেক সময় নিয়ে চুম্বনও করছে। বাধা দেয়ার চেষ্টা করল সতী, পূর্ণেন্দু বাধা মানল না। সতী নিজেকে মেলে দিল, এলিয়ে দিল। ভিতরে-ভিতরে একটা তৃপ্তি অনুভব করলেও তার মুখে যন্ত্রনার কয়েকটা রেখা ফুটে থাকল।

ছবি শুরু হয়ে গিয়েছিল। মারামারি কাটাকাটির গল্প। উত্তাল সমুদ্রে বিরাট একটা জাহাজ ভাসছে। সেই জাহাজেই দুই দলের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে। একটি অর্ধনগ্ন মেয়েকে কাঁধের উপর ফেলে একটা

বীভৎস মূর্তি এক ডেক থেকে লাফিয়ে আর এক ডেকে যাবার সময় বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

পূর্ণেন্দু ধরা গলায় ডাকল, "সতী" ?

সতী কথা বলল না, মুখ ফিরিয়ে পূর্ণেন্দুকে দেখেই আবার পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকল।

"কেমন লাগছে ?"

সতী আস্তে বলল, "কি কেমন লাগছে ? এই ছবিটা না তোমাকে ?" সে পূর্ণেন্দুর হাত সরিয়ে দিল তার কাঁধের ওপর থেকে।

আবার তার গায়ে হাত ছড়িয়ে দিল পূর্ণেন্দু, গরম নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলল, "ছবিটা বাজে, ছবি-টবি দেখতে তো আজ আমরা আসি নি এখানে—"

সতী নিস্পৃহ স্বরে বলল, "তবে এলাম কেন ?"

পূর্ণেন্দু সতীকে নিবিড় করে ধরে চুপ হয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত, আবার চুম্বন করল। পরে বলল, "যে সব কথা বাইরে বলা যায় নি সে সব বলবার জন্যে।"

"কী কথা ? কিছু বল নি তো ?"

"এখনো বোঝ নি ?"

সতী একটু ছটফট করে বলল, "না তো।"

পূর্ণেন্দু হাসল, তবে "থাক। আজ আর কিছু বলব না—" অল্প অল্প অন্ধকারে সে অপলকে কিছু সময় তাকিয়ে থাকল সতীর দিকে, পরে যেন বেশ ক্লান্ত হয়ে লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলল, "কোনদিনই বলব না। বলবার কি দরকার! এসব তো বোঝাই যায়।"

সতী পূর্ণেন্দু থামতেই ফিসফিস করে উঠল, "আমি কিছু বুঝি না, বুঝব না।"

"হ্যাঁ, বুঝবেই।"

সতী মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "না।"

পূর্ণেন্দুর উন্মুখ ঠোঁটে ক্লান্ত হাসির রেখা ফুটে উঠল। তার ভয় হচ্ছিল, সময় কেটে যাচ্ছে—কতটুকুই বা সময়! শেষ হয়ে যাবে এই

ছবি। আলো জ্বলে উঠবে। তারপর বার হতে হবে রাস্তায় মানুষের ভিড়ে দিনের আলোয়। তখন সতীকে এমন নিবিড় করে ধরে রাখা যাবে না। অসংযম দাহ দিচ্ছিল পূর্ণেন্দুকে।

সে বলল, "তাহলে থাক সতী, কিছু বোঝবার দরকার নেই। আমরা সব ভার তুলে দি—"

পূর্ণেন্দু না থামতেই সতী পাল্টা প্রশ্ন করল, "কার হাতে? হেভেনস! ঈশ্বর-টিশ্বরের নাম করবে নাকি?"

"ডোণ্ট ইউ বিলিভ ইন গড?"

ক্লান্তি আর বিরক্তি যেন একসঙ্গে ফেনিয়ে উঠল সতীর দীর্ঘ নিশ্বাসে। শুধু একটা আবেগের ঘোরে সে চলে এসেছিল আজ পূর্ণেন্দুর সঙ্গে এই প্রেক্ষাগৃহে। মন নিয়ে নাড়াচাড়া করবার কিম্বা ঈশ্বরের কথা ভাববার কোন ইচ্ছে ছিল না তার। ছোট একটা মেয়ের মতন যেন খেলার ছলেই সে ডেকেছিল পূর্ণেন্দুকে।

সতী বলল, "আই ডোণ্ট বিলিভ ইন এনিথিং!"

"নিজের অস্তিত্বেও বিশ্বাস নেই তোমার?"

"একমাত্র অস্তিত্ববাদেই হয় তো একটু-একটু বিশ্বাস আছে।"

পূর্ণেন্দু হেসে বলল, তাহলেই হবে।

"ঠিক তো?" সতী একটু ইতস্তত করে ঠাণ্ডা স্বরে বলল, "এই কথাটা পরেও মনে রেখ।"

"শুধু এই কথাটা? আর কিছু মনে রাখবার দরকার নেই?

"সে কথা তুমি ভাববে।"

কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভাববার এখন কোন আগ্রহ ছিল না পূর্ণেন্দুর। তার যেন নেশা লেগে গিয়েছিল। স্থূল একটা অনুভূতি তার দেহে বার বার ধারালো ইস্পাতের মত খোঁচা দিচ্ছিল। আজ সতীর সঙ্গে বেরিয়ে তাহার দেহের স্পর্শে বড় তীব্র এক ক্ষুধা জেগে উঠছিল পূর্ণেন্দুর মনে। তার মনে হচ্ছিল, এই প্রেক্ষাগৃহ আঁধার-আঁধার হলেও কেউ কেউ সম্ভবত লক্ষ করছে তাদের। মানুষের দৃষ্টি তার গায়ে বিঁধছিল কাঁটার মত। এবং সে একটা নির্জন বদ্ধ পরিবেশের কল্পনায় অস্থির হচ্ছিল।

কারণ সতী এখন অবধি তাকে একবারও বাধা দেয় নি।

পূর্ণেন্দু উত্তেজনায় অধীর হয়ে সতীর হাত ও পিঠ খুব জোরে জোরে টিপতে থাকল।

এক সময় হাঁপাতে হাঁপাতে পূর্ণেন্দু বলল, "আমাদের বাড়িতে যাবে একদিন ?"

এর মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সতী। সে যেন নিজেকেই বুঝতে পারছিল না। একটা খেয়ালের বশে পূর্ণেন্দুকে এত সময় প্রশ্রয় দিয়ে এলেও এখন সতী নিজেকে মুক্ত করে নেয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

পূর্ণেন্দুর প্রশ্ন শুনে সে কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "বাড়াতে যাব কেন ?"

সতীর স্বর শুনে আহত হল পূর্ণেন্দু, বলল, "এখানেই বা এলে কেন?

"এখানে ?" সতী নড়ে চড়ে বসল, তার শাড়ীর খস খস শব্দ হল। মুখ নিচু করে সে অন্ধকারে ঘড়ি দেখবার চেষ্টা করে বলল, "এখানে শুধু তুমি নেই, স্ক্রীনে একটা মারামারি কাটাকাটির গল্প চলছে, আশে পাশে অনেক ছেলে মেয়ে আছে—আই মীন, ইফ ইউ গেট অন মাই নার্ভস —অন্যদিকে মন দেয়ার স্কোপ আছে"—

সতী একটু থেমে বেশ স্পষ্ট করে বলল, "তোমাদের বাড়িতে গেলে শুধু তোমাকে নিয়েই থাকতে হবে—সেটা আমার ভাল না-ও লাগতে পারে তো !"

সতীর কথা শুনে বিমূঢ়ের মতন বসে থাকল পূর্ণেন্দু। সে বুঝতে পারল না সতী তার সঙ্গে পরিহাস করছে কি-না। তার শিরা-উপশিরা ফুটো বেলুনের মতন হঠাৎ যেন ঝিমিয়ে এল। এবং সে ম্লান মুখে কিছু সময় ছবির পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকল।

একটু পরে ক্লান্ত ভাঙা স্বরে পূর্ণেন্দু জিজ্ঞেস করল, "আমাকে ভাল লাগছে না ?"

সতী হেসে উঠল,—আই অ্যাম নট ইউজড টু লিসন টু সাচ সিলি কোয়েশ্চানস।"

পূর্ণেন্দু তা-ও বলল, "বল না ?"

"ইফ আই সাউণ্ড ভেরী রুড ?"

"ডাজনট্ ম্যাটার।"

"ওয়েল—" ছবির পর্দার দিকে চোখ রেখেই ভেবে ভেবে সতী বলল, "ভাল-টাল আমার কাউকেই লাগে না। মাকে না, বাবাকে না, কাকা কিম্বা কাকীমা—কাউকেই না।"

"স্ট্রেঞ্জ !"

"রিয়েলি—স্ট্রেঞ্জ—" সতী একটু চুপ করে থেকে যেন মনে মনে নিজেরই চরিত্র বোঝবার খুব চেষ্টা করল, "তবে আনরিয়েল কিম্বা একেবারে নতুন, আর রাদার ট্র্যাডিশনাল অ্যাটমসফেয়ার এক-এক সময় খুবই ভাল লেগে যায় !"

কাতর একটা নিশ্বাস ফেলল পূর্ণেন্দু, পরে করুণ চোখে সতীর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "ইওর ওয়ার্ডস সীম টু বি ভেরী ভেগ।"

নো, দে আর ভেরী ক্লিয়ার। স্যাড আই মেক দেম ক্লিয়ারার ?"

নির্জীব একটা মানুষের মতন চেয়ারের একদিকে এলিয়ে পড়ে পূর্ণেন্দু বলল. "প্লীজ ডু।"

"মানে দেখ, এখন আমি যেমন স্বরে তোমার সঙ্গে কথা বলছি, আমার বয়েসের অন্য কোন মেয়ে হলে, আই ওণ্ডার, হয়তো তেমন করে বলতে পারত না—"

"বল না ?"

সতী এক মিনিট চুপ করে থেকে বলল, "তোমাকে আমার ভাল লাগছে না, তবে তোমার ব্যবহার আমার ভাল লাগছে। ইয়েস, আই অ্যাম এনজয়িং দি অ্যাটমসফেয়ার—এসব তো আমি জানতাম না—"

"কি ?"

সতী আরো স্পষ্ট করে বলল, "এই তুমি যা করে যাচ্ছ সেই থেকে—কিসিং, স্কুইজিং—এইসব। ইউ আর বিহেভিং লাইক এ ম্যান।"

"তোমার ভাল লাগছে ?"

"বললাম তো।"

পূর্ণেন্দু আবার উৎসাহী হয়ে উঠে সতীর ঠোঁটের ওপর অনেক

সময় মুখ রাখল। পরে বলল, "যাক, আই অ্যাম হ্যাপী।"

"হঠাৎ তোমার খুশী হয়ে ওঠার কারণ?"

পূর্ণেন্দু ছেলেমানুষের মত অধীরতা প্রকাশ করে বলল, "আমাকেও তোমার ভাল লেগেছে।"

সতী মাথা ঝাঁকাল, "ইউ আর এ ফুল—"পূর্ণেন্দু তার এ কথারও অর্থ বুঝতে পারবে না ভেবে টেনে-টেনে উচ্চারণ করল, "তুমি বোকা, বোকা—ভীষণ বোকা!"

পূর্ণেন্দু এর পরেও হালকা গলায় বলল, "বোকা বনে গেছি।"

"না, বোকা বনবে।"

"আই স্যাল ট্রাই মাই লাক।"

সতী আর একবার পূর্ণেন্দুকে মিষ্টি সম্বোধন করবার মতন আস্তে বলল, "বোকা!"

পূর্ণেন্দু তা-ও কিছু বুঝল না।

ছবি শেষ হয়ে গেল। চুপচাপ এত সময় শীত-তাপ ছড়ানো প্রেক্ষাগৃহে আরামে বসে থাকলেও ছবি ভাঙবার পর ক্লান্ত একটা মেয়ের মতন যেন বড় কষ্টে উঠে দাঁড়াল। পর্দায় জাতীয় পতাকা কাঁপছে। জনগণ মন চলছে। প্রত্যেক দর্শক দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে।

এই অপেক্ষা বড় ভাল লাগল সতীর। বাইরে হেঁটে যাওয়ার আগে এমন করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার সুযোগ পেয়ে সে যেন কিছু ক্লান্তি দূর করতে পারল। আরও পরে বাইরে বেরুতে শুরু করল সকলে। লাল পুরু কার্পেট থেকে খসখস শব্দ উঠছিল। সতীর মনে হচ্ছিল তার পায়ের তলায় বড় পিছিল, সে পড়ে যেতে পারে। পূর্ণেন্দু তাকে আগলে-আগলে চলছিল।

বাইরে বেরিয়ে সতীর বড় গরম লাগল। দুপুরে খুব বৃষ্টি হয়ে গেলেও বাইরে এখনো আলো ছিল, রোদ গড়িয়ে যাচ্ছিল। পূর্ণেন্দুর গাড়ি ছিল একটু দূরে। গাড়ির কাছে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়েই এগিয়ে গেলনা পূর্ণেন্দু, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

"চলনা, একটু চা খাওয়া যাক।"

"না, এখন সোজা বাড়ি।"

এবার সতী পূর্ণেন্দুর পাশে বসল না, একাই পিছনে বসল। এবং শুকনো মুখে বাইরে তাকিয়ে থাকল। বাইরের নানা দৃশ্য—গাড়ি ট্যাক্সি বাস ট্র্যাম মানুষ সতীর চোখে পড়লেও সে যেন কিছুই দেখল না—পূর্ণেন্দুর সঙ্গও এখন তাকে পীড়া দিচ্ছিল। দু-একবার কথা বলবার চেষ্টা করল পূর্ণেন্দু, সতী তা-ও শুনল না, মূকবধির একটা মেয়ের মতন জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকল।

॥ দশ ॥

পূজোর পর হেমন্তের শেষাশেষি এক সকালে হু-হু করে হঠাৎ আবার বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির মধ্যেও বারান্দায় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল সতী। আঙুরের রস দিয়ে গিয়েছিল আয়া কিছু আগে, তারও আগে কলা আর আপেল। সতীর হাঁফ ধরে গিয়েছিল।

রাস্তায় যে জল জমেছে তা মিশেছে লেকের জলের সঙ্গে—স্থল আর সরোবর এক হয়ে গেছে। তুষারপাত সতী কখনো দেখেনি, এখন জলের ঝাপটা বাঁচিয়ে বারন্দায় দাঁড়িয়ে প্রবল বর্ষণ ভেদ করে তার দৃষ্টি ছাড়িয়ে যাচ্ছিল এক-একটা ঝাপসা গাছ, ঢিবির মতন উঁচু জায়গা এবং রেল লাইন। তুষারপাতও এইরকম যেন।

জলের ঝাপটায় ভীত সিক্ত এবং কাতর একটা কাক উড়ে এসে বসেছিল বারান্দার একদিকে। পালক সেঁটে গেছে তার গায়ে, গলার স্বর নেই। সতীর মনে হচ্ছিল সেই কাক ঠাণ্ডায় কাঁপছে। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, করুণায় বিহ্বল।

সে যখন প্রথমে এসেছিল এখানে, তার মনে হল, যেন এইরকম ভীত ও কাতর—এই রকম তারও মন কাঁপছিল। সুষমা, দেবনাথ—সতীর মা ও বাবা, তার ভাইবোন, জাপলার সেই স্যাঁতস্যাঁতে সংসার এখন যেন একটা অন্ধকার রাতের দুঃস্বপ্নের মতন। সে স্মৃতি হয়তো

ম্লান ও যন্ত্রণার বলেই অল্পে অল্পে মুছে এসেছিল সতীর মন থেকে, এবং বারান্দায় ভিজে কাকের দিকে তাকিয়ে সে ভাবল, তার দেহে শীতলতার কোন ছোঁয়া, কোন চিহ্ন আর নেই—প্রাসাদের মতন এই অট্টালিকার এক-একটি ঘর, প্রভাবতী ও নন্দলালের সংসার এবং শহরের আকর্ষণ স্থূল অভাবমুক্ত সুস্থ জীবনবোধের উত্তাপের ভিতরে তাকে নিয়ে এসেছে।

সেই সংসারের খুঁটিনাটি সব খবর এখনো দেবনাথ তাকে জানায়। সুষমার শরীর ভেঙে পড়েছে, ভাই বোনরা তার জন্য কাঁদে—বাড়িটা ফাঁকা ফাঁকা, শূন্য। সুষমা ব্যাকুল হয়ে ওঠে, জানতে চায় সতী কেমন আছে, কী করছে—কোন অসুবিধা হচ্ছে কি না তার। ভাল না লাগলে একদিনও সে যেন আর পরের বাড়িতে কলকাতায় না থাকে, দরকার হলে দেবনাথ নিজে গিয়ে তাকে নিয়ে আসবে।

এই রকম সব চিঠি পড়তে পড়তে নিষ্ঠুর হাসি খেলে সতীর ঠোঁটে। বাসি খবরের কাগজের টুকরোর মতন চিঠি ছিঁড়ে ফেলে সে। উত্তর দেয় পরে, অনেক পরে—আরও কয়েকটা চিঠি আসবার পর।

একবার টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল দেবনাথ, জানতে চেয়েছিল কেন অনেকদিন কোন খবর দেয়নি সতী। তা-ও ছিঁড়ে ফেলেছিল সে, এই ব্যাকুলতা তার মনে ফুটেছিল কাঁটার মতন। নন্দলাল মৃদু ভৎর্সনা করেছিল সতীকে এমন নীরব থাকার জন্যে এবং সে নিজেই সতীর কুশল সংবাদ জানিয়ে দেবনাথকে টেলিগ্রামের উত্তর পাঠিয়েছিল।

"খবর-টবর দাও-না, দেবনাথ যে আমাকে দোষ দেবে মা।"

সতী চুপ করেছিল কিছু সময়, সে নন্দলালকে দেখছিল। তার গায়ে ছাই রঙের দামী ড্রেসিং গাউন, গাল থেকে শেভিং লোশনের সুগন্ধ উঠছিল—একহাতে বিদেশের রুপোলি লাইটার, মুখে পাইপ। সতী তাকে দেখতে দেখতে খুব আস্তে বলল, "টেলিগ্রাম করবার কী দরকার ছিল, আমি তো ভালই আছি, ওরা শুধু শুধু আমাকে—"

"চিন্তা হয়-তো!"

"এসব বাড়াবাড়ি আমার ভাল লাগে না। আমি লিখে দেব ওরা

যেন আমাকে আর চিঠি না লেখেন—"

"না না, ওরকম লিখ না। কি ভাববে দেবনাথ! যেমন মানুষ, হঠাৎ একদিন হয়তো জোর করে তোমাকে নিয়ে যাবে।"

নন্দলালের গলার স্বর স্নেহে সিক্ত, কিছু ভারী—একটা আবেগ খেলছিল তার গলায়, তার স্বাদ পেয়ে প্রচ্ছন্ন উষ্মার ঘোরে সতী একটু জোরেই বলে উঠেছিল, "আমি যাব না।"

সতীর খুব কাছে সরে এসেছিল নন্দলাল, তার পিঠে আস্তে আঘাত করেছিল, "পাগলী!"

দেবনাথের টেলিগ্রামের উত্তর সতী দিয়েছিল দীর্ঘ এক চিঠিতে। যেমন তার মনে এসেছিল ঠিক তেমন লিখেছিল। কিছু রূঢ়, বড় তীব্র ছিল ভাষার ঝাঁজ। লিখেছিল ইচ্ছে করেই যেন বারবার তাকে তার অতীত দৈন্য আর অভাবের কথা না মনে করিয়ে দেয় দেবনাথ।

"আমি ভাল আছি, সুখে আছি। মা কেন ভাবনা করে আমার জন্যে। মা আমাকে ছাড়তে চায় নি, নিজের সুবিধার জন্যে আটকে রাখতে চেয়েছিল। আর বেশীদিন জাপলায় থাকলে আমার বড় কোন রোগ হত—আমি ঠিক মরে যেতাম।

আমি এখানে এসেছি জোর করে, নিজের ইচ্ছায়। অনেকবার তোমাদের জানিয়েছি এখানে আমার কোন অসুবিধা হয় না। যদি জাপলায় তোমাদের সংসারে থাকতাম, তাহলে আমি কল্পনাও করতে পারতাম না যে এত ভালভাবে আমি বেঁচে থাকতে পারি। সবে শুরু, আমি আরও ভালভাবে আরও সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকবার কথা ভাবছি। এ সময় তোমাদের কথা, তোমাদের ভাবনা আমাকে শুধু লজ্জা দেয়।

মা আমাকে শুধু লেখে আমার জন্যে তার মন খারাপ, আমার জন্যে ভাইবোনেরা কাঁদে। কে কি করে, কার কেমন মনের অবস্থা—আমার কখনো তা জানবার ইচ্ছে হয় না। মাকে বলো এসব আজে-বাজে খবর যেন আর কখনো আমাকে না জানায়।

আমার অনেক কাজ, অনেক পড়া। রোজ রোজ তোমাদের গুছিয়ে

লেখা এখন একেবারেই অসম্ভব। যখন সময় পাব, লিখব। তোমরা আমার চিঠির আশায় বসে থেক না—আমাকে অত ঘন ঘন চিঠি লিখ না, আর কখনো টেলিগ্রামও পাঠিও না।

আমি কবে জাপলায় যাব বলতে পারছি না। পূজোর ছুটিতে যাই নি, কাকা-কাকীমা যেখানে যাবেন, তাদের সঙ্গে পরে আমিও সেখানে যাব। আমি পাস করব, চাকরি করব, এখানেই থাকব কিম্বা দূর কোন দেশে চলে যাব। এইসব মনে রেখ—”

আরো লিখতে চেয়েছিল সতী, আরো রূঢ়, আরো স্পষ্ট কিছু। লিখল না। এই চিঠিই পোস্ট করল নিজের হাতে কলেজ যাবার সময়। সেই শেষ। জাপলা থেকে অনেকদিন চিঠি আসেনি তারপর, সতীও খবর নেয় নি।

সেই ভিজে কাক বারান্দায় এখনো আছে। ঘাড় গোঁজা তার কুঁকড়ে যাওয়া দেহের মধ্যে, ঠোঁট ওপরের দিকে। কাক দেখতে দেখতে ভিতরে ভিতরে এখন একটা জ্বালা অনুভব করছিল সতী, তাকে তার তাড়িয়ে দেয়ার ইচ্ছা হল। শরীর যেন ঈষৎ অবসন্ন, সতীর হাত উঠল না। সে ফিরে এল নিজের ঘরে! সেলফ থেকে দু-একটা বই তুলে নিল। দেখল, কিছু পড়বার ইচ্ছাও হল না। আয়নার সামনে এল সতী।

নূতন ড্রেসিং টেবিল, এখনো পালিশের গন্ধ লেগে আছে। একটা বড় ট্রেও আছে। তার ওপর অসংখ্য লিপস্টিক, পাউডারের কৌটো, এসেন্সের অনেক রকম শিশি। সতী আর একবার একটু বেশী সময় নিয়ে এইসব দেখল এবং মনে মনে ভাবল, সব আমার। জাপলায় থাকলে আমি কোনদিনও কি জানতাম যে দেহকে সুন্দর করবার, কোমল ও লোভনীয় করে তোলবার এত রকম উপকরণ আছে এই পৃথিবীতে?

আয়না সতীর প্রতিবিম্ব ধরেছিল। তার মনে হল, এই দেহ সুন্দর, লোভনীয়। সে অনুভব করছিল তার শরীরের খাঁজে খাঁজে জীবনের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ ঋতু সমাগমের সব লক্ষণ ফুটে উঠেছে। সুডৌল বুক আপেলের মতন ঈষৎ রক্তাভ, মূল্যবান রেশমের হলদে বন্ধনীর চাপে

আরো উন্মুখ, আরো উন্নত। গোলাপ কলির মতন ঠোঁট। সতী তা চাপল, এবং ভাবল—আমাকে এই রকম করে ফুটে ওঠবার সুযোগ দিয়েছ—সুষমা নয়, প্রভাবতী। দেবনাথের পাঠানো একটা ভীরু কাককে নতুন করে আবার সৃষ্টি করেছে নন্দলাল। এখানকার ঐশ্বর্যের কথা ভেবে নয়, খোলা চোখে অনেক সময় নিয়ে নিজের গোলাপী মোমের মতন দেহ দেখতে দেখতে ঝড়ে-জলে আঁধার আঁধার সকালে সতীর মনে হল, সে-ও যেন বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী।

যারা তার দেহকে এমন করে ফুটে ওঠার সুযোগ দিল, তারাই মা-বাবা। সতীর মন প্রভাবতীকে ছুঁয়ে থাকল, নন্দলালকে গেঁথে রাখল।

আমার পূর্বজন্মের অভিশাপ আমি একেবারে মুছে ফেলতে পেরেছি। একটা রুক্ষ, বন্ধ্যা মরুভূমি অল্পে অল্পে প্রসারিত হচ্ছিল সতীর মনের মধ্যে। তার জন্য আরো কিছু যেন আছে। এখানে না, বাইরে, দূরে—অন্য কোথাও। আমার এই দেহ সোনার শিকলেও বাঁধা পড়বে না। আমি সব পিঞ্জর ভাঙব। মুক্ত হব, খুঁজব কি আছে কোথায় আমার জন্যে। আরো অনেক পাওনার ভিন্ন এক শিখরচূড়া ঝলসে উঠছিল সতীর মনে অস্পষ্ট এক ছবির মতন।

তার কলেজের বন্ধু অনীতা মেয়েদের কমন রুমে হঠাৎ একদিন সতীর বুকের কাছে হাতে ছুঁইয়েছিল, তার গাল টিপে আদর করবার ভান করে বলেছিল, "কোন জনে বিলাইবে কন্যা এমন যৌবন ?"

সতীও হালকা গলায় বলে উঠেছিল, "লক্ষ জনে।"

"তাহলে নাম বদলাও। সতী নাম বিফলে যাবে যে!"

"আমি সতী হব লক্ষ জনের কাছে।"

সতীর কৈশোর, তার মার শীর্ণ মুখ, ভগ্ন স্বাস্থ্য তার মনে বিবাহ এবং সন্তান ধারণের ভীতির যে বীজ বপন করে রেখেছিল তা উজ্জীবিত ও অঙ্কুরিত হয়ে উঠছিল অল্পে অল্পে নন্দলালের সংসারে আসবার পর—যা ছিল অস্ফুট, অস্পষ্ট; তা উদ্ভাসিত হল, স্পষ্ট হল। প্রেম তার মনে কল্পলোকের কোন মায়াজাল, কোন রহস্য সৃষ্টি করল না।

সতী এ সময় পড়াশুনো করে বলে আয়া আসছিল এ ঘরে আস্তে

আস্তে পা টিপে টিপে। তার হাতে নীল কাচের চুড়ি টিনটিন করে বাজল, "সাহেব ডাকছেন আপনাকে—"

"এখন ?"

"বললেন যদি লেখাপড়া হয়ে গিয়ে থাকে একবার যেতে।"

আয়ার কথা শুনে একটা আশঙ্কা সাপের মতন কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকল সতীর মনে। হয়তো আজ আবার কিছু এসেছে জাপলা থেকে—চিঠি কিম্বা টেলিগ্রাম—দেবনাথ তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। সম্ভবত সে নিজেই এবার চলে আসবে কলকাতায়। বাইরের ভিজে কাকটাকে এখন তার অমঙ্গলের একটা প্রতীকের মতন মনে হল। এবং প্রথমে, নন্দলালের সামনে আসবার আগে সেই কাককে উড়িয়ে দিল সতী।

যেমন সে ভেবেছিল তেমন কিছু না। একটা পার্টির আয়োজন করে রেখেছিল নন্দলাল আগামীকাল সন্ধ্যায়, খেয়াল ছিল না। এদিকে, প্রভাবতীর শরীর হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়েছে, মাঝে মাঝে তার এমন হয়—বিরস মুখ. নিশ্চুপ, মৌনির মতন শুয়ে থাকে, তখন সে নন্দলালের সঙ্গেও কথা বলে না। তা ছাড়াও, আজ দু তিনটে মীটিং আছে, নন্দলালের ফিরতে রাত হবে। কালকের পার্টির সব ব্যবস্থাই সতীকে করতে হবে।

"তুমি আছ, আমি নিশ্চিন্ত—" নন্দলালের পাশে ছোট গোল একটা টেবিলের ওপর ইংরেজী খবরের কাগজ এলোমেলো হয়ে আছে। সাদা হাড়ের বাঁকানো পাইপ দাঁতে চেপে সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "কলেজে যেও না আজ, কি হবে একদিন না গেলে, য়্যাঁ ? আর যা দিন হয়েছে—"

সতী খুব মিষ্টি করে হাসল, "না যাব না।"

"যেমন হয়, সেই রকম ক'রো কাল। বাবুর্চি সবই জানে। ড্রিঙ্কস আজকেই আনিয়ে রেখ।"

সতী বলল, "হ্যাঁ, কাল ড্রাই ডে।"

"দশ বোতল হুইস্কি, দশ বোতল জিন—" একটা বড় দোকানের নাম করে নন্দলাল বলল, আমার কথা বললে ওরা শ্যাম্পেনও দেবে—

কয়েক বোতল নিয়ে এস, মেয়েরা ভালবাসে। বিয়ার-টিয়ার আনতে যেও না, কেউ চায় না। নাকি আনবে কি বল ?”

“থাক না।”

“আমি বেরুবার আগে মনে করে টাকা নিয়ে রেখ আমার কাছ থেকে। ওহো, আর একটা কথা। শুভময়কে ফোন করেছিলাম, পাইনি। অপারেশন থিয়েটারে চলে গেছে, ওকে ধরবার চেষ্টা কর। তোমার কাকীমাকে একবার দেখে যেতে ব’লো। আর, কাল ও যেন নিশ্চয়ই আসে।”

“আমি ফোন করব।”

“তোমার কথা প্রায়ই জিজ্ঞেস করে। ফাইন ইয়ংম্যান ইজইণ্ট হি ?”

সতী নম্রভাবে বলল, “হ্যাঁ।”

“মা বাবার চিঠি পেয়েছ ?”

সতী দু-এক মিনিট চুপচাপ থেকে মিথ্যা কথা বলল, “হ্যাঁ।”

“খবর সব ভাল তো ?”

সতী মাথা নাড়ল। ওর এখন শীত শীত করছিল। নন্দলালের পাইপ খবরের কাগজের ওপর কাত হয়ে পড়েছিল, অ্যাস-ট্রেতে ঠেকিয়ে তা সোজা করে রাখতে রাখতে সতী বলল, “ক্রিস্টমাসের সময় এবার কোথায় যাবেন ?”

“আমার আবার ছুটি”—নন্দলাল যেন বড় ক্লান্ত অবসন্ন, ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলল, “অফিসের কাজে দিল্লীতেই যেতে হবে হয়তো। কেন মা, তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে ?”

“ছুটিতে আমি শর্টহ্যাণ্ড শিখে রাখব ভাবছি।”

“গুড! হঠাৎ শর্টহ্যাণ্ড কেন ?”

নন্দলালের কথার উত্তর সতী দিল অনেক পরে, খুব আস্তে, “পরে যদি চাকরি-টাকরি কিছু করি—”

“তোমাকে প্রথম দেখেই আমার মনে হয়েছিল তুমি ভীষণ রকম সেলফ-ডিপেণ্ডেণ্ট, খুব স্পিরিটেড মেয়ে। যা তোমার করবার ইচ্ছে হবে আমাকে বলো, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।”

নন্দলাল উঠে দাঁড়াল। পাইপ তুলে নিয়ে দাঁতে চাপল। ধোঁয়া বার হল না। পাইপ নিভে গিয়েছিল। লাইটারের দিকে একবার তাকাল সে, জ্বলল না। হঠাৎ তার মনে এল, আজ একটু আগে বেরুতে হবে। তার বেরুবার সময় হয়ে এসেছিল।

"আই অ্যাম ভেরি হ্যাপি সতী, তোমার মতন মেয়ে পেয়ে, আই অ্যাম রিয়্যালি ভেরি হ্যাপি—" প্রথম দিনের মতন সতীর কাঁধে হাত রাখল নন্দলাল, খুশি খুশি স্বরে বলল। তারপর আস্তে আস্তে বাথরুমে ঢুকল।

॥ এগারো ॥

অনেক রাতেও মনে হচ্ছিল বাইরে এখনো বিকেলের আলো, এখনো অন্ধকার নামেনি। নন্দলালের অতি বিরাট ড্রয়িংরুমের দেয়ালের কারুকাজ এবং আলোর ব্যবস্থা এমনই নয়ন-ভুলান যে সেখানে বসে থাকার সময় কোন অতিথির অন্ধকারের কথা মনেই হবে না।

যত সময় পার হয়ে যাক, যেন মনে হবে এই তো শুরু। ফুরোবে না এই পানাহার, এই কলগুঞ্জন। সুর্মাটানা চোখ, প্রায় খুলে আসা শাড়ির ঝলক, মন টেনে রাখবে প্রাণ আছে যতক্ষণ, ততক্ষণ। নেশার ঘোর সঙ্কোচ মুছে দেবে, শ্লীলতা অশ্লীলতার কথা ভুলিয়ে তো দেবেই। বিলিতি নাচের নামে শুরু হবে বুকে বুক চেপে থাকা, দেহের অনাচ্ছাদিত অঙ্গে অস্থির অঙ্গুলি সঞ্চালন। অনেক আলো নিভে যাবে তখন। পরস্পরের মুখ দেখা গেলেও মনের রেখা দেখা যাবে না। অন্ধকার ছায়ার মতন।

সতী এখানকার একজন, এদেরই একজন। রাজেন্দর শাহ্ এখন এখানে, সতী তাকেও ডেকেছিল। যারা এসেছিল অতিথি, একা এবং সস্ত্রীক সে তাদের পায়ে পায়ে ফিরছে, সঙ্গ দিচ্ছে! তার নাকে দুর্ম্মূল্য বিলিতি মদের গন্ধ লাগছে, ঘ্রাণেই নেশার মতন হচ্ছে। তবু দ্বিধা, তবু

সঙ্কোচ—মন বলছে, দেখ, চোখে দেখ! আরও সুন্দর হবে, আরও মুক্ত—"

রাজেন্দর শাহ্ এসে দাঁড়িয়েছে সতীর পাশে, এক হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাসছে, তার অন্য হাতে হুইস্কির ভরা গেলাস।

সতীও তার হাত বাড়িয়ে দিল।

গেলাস নামিয়ে রাখল শাহ, নাচের বাজনা বেজে যাচ্ছিল টেপ-রেকর্ডারে, তা শুনতে শুনতে সে সতীকে বলল, "এস, তোমার সঙ্গে নাচতে পারলে আমি খুশী হব।"

সতী হেসে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ!"

শাহ আস্তে সতীর নরম হাত টানল, হাসল, "তোমার শরীর পালকের মতন, যেন নাচের জন্যেই তৈরি—এস!"

কিছু আগে সতী বিঘ্নহীন নাচের জন্যে পাউডার ছড়িয়ে দিয়েছিল মেঝের ওপর, মৃদু আলোয় এখন পাউডারের সাদা সাদা আভা গলেপড়া মোমের বিন্দুর মতন লাগছিল। অসঙ্কোচে অবলীলায় তাকে কাছে টেনে নিয়েছে মিস্টার শাহ, কখনো কখনো তার গালের কাছে মুখ নিয়ে আসছে, গালে মুখ ঘষছে। তার দেহ থেকে একটা কড়া তাপ ছুটে আসছিল, এবং এই প্রথম ছায়ার মতন মায়াবী আলোয় সতী অনুভব করল তারও দেহ তাপদগ্ধ। তখন তার গলা শুকিয়ে আসছিল, তৃষ্ণা জাগছিল। সতী পলকে দেখে নিল, ঝাঁক-ঝাঁক পদ্মফুলের মতন সুরার বোতল যেন ফুটে উঠেছে কোন সরোবরে।

"সব চেয়ে ধীর গতির নাচ—সব চেয়ে শোভন এই ওয়াল্টজ।"

"আর সব চেয়ে অশোভন নাচ কী? সতীর কালো কালো চোখের তারায় কৌতুক খেলছিল।

"অশোভন কোথাও কিছু নেই। সবই আমাদের দেখার উপর নির্ভর করে। তুমি যদি মনে কর এখন আমি অশোভন আচরণ করছি—"

"না-না, আমি তা একেবারেই মনে করছি না।

"তবে সবই শোভন।"

কিছু দূরে একটা সোফার একদিকে গা এলিয়ে আছে প্রভাবতী। তার অনুপস্থিতি বিসদৃশ মনে হতে পারে বলে নন্দলাল তাকে একরকম জোর করেই নিচে, ড্রয়িংরুমে নামিয়ে এনেছে। কিছু সুস্থ এখন প্রভাবতী। তার কাছে কাছে আছে শুভময়। প্রভাবতী সোডা না মিশিয়ে হুইস্কির গেলাসে একবারে চুমুক দিতে যাচ্ছে, তাকে বাধা দিচ্ছে শুভময়, বারণ করছে নন্দলাল। দূর থেকে এদের দেখতে দেখতে সতীর মনে হল, বাধা মানতে চাচ্ছেনা প্রভাবতী—বিরক্ত হচ্ছে। কেন না সে জোর করে গেলাস কেড়ে নিচ্ছে শুভময়ের হাত থেকে।

"পড়াশুনো কেমন হচ্ছে, ভাল ?"

সতী মিস্টার শাহ্-এর বাহু বন্ধনে অবশ হয়ে বলল, "হ্যাঁ।"

"বড় ছোট তুমি, না ? স্টীল এ টিন-এজার ? বিউটি কনটেস্ট-এ যাও ?"

সতী ঠোঁট টিপে বলল, "নট ইণ্টারেস্টেড।"

"কিসে তোমার ইণ্টারেস্ট ?"

"ঠিক জানিনা, তবে—"

"গো এ হেড ?"

"মিঃ শাহ, আমি দেশ দেখতে চাই, মানুষ দেখতে চাই। আর টাকা চাই অনেক—অনেক।"

"চল আমার সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডে।"

সতীর চোখে স্বপ্নের একটা রেশ ফুটে উঠেছিল। এ সময় কেউ যদি তার মুখের সামনে যে কোন কড়া পানীয়ের গেলাস তুলে ধরত, সে তা চুমুক দিত অবলীলায়। সতী নাচের ছন্দ তাল—এসব ভুলে হঠাৎ বড় নিবিড় করে ধরল শাহ্‌কে।

"বড় মিষ্টি তুমি। দেখা কর আমার সঙ্গে—আমার হোটেলে।"

"এম্প্রেস হোটেলে আছেন ?"

"আমার রুম নম্বর চারশ সতেরো, তুমি তো জানই ?"

"হ্যাঁ।"

"কাল সন্ধ্যায় আসবে ?"

"না—"সতী খুব আস্তে বলল, "পরে যাব, অন্য আর একদিন।"

মিঃ শাহ কয়েক মুহূর্ত ভাবল, পরে বলল, "তবে জুলাই আগস্ট-এ। আমি সুইজারল্যাণ্ড থেকে ফিরে আসবার পর।"

"ধন্যবাদ।"

টেপ রেকর্ডারে ওয়াল্টজ্ নাচের বাজনা শেষ হল। নতুন কোন সুর শুরু হল পরেই। তবে আসর আপাতত ফাঁকা হয়ে এল। এখন কিছু সময়ের বিরতি। সতী নিজেই টান মেরে টেপ রেকর্ডারের প্লাগ খুলে ফেলল। শাহ্ এখনো তার সঙ্গে আছে, সে হাতে তুলে নিয়েছে তার অসমাপ্ত মদের গেলাস। আরো একটা খালি গেলাস সে টেবিল থেকে তুলে নিল, সতীকে জিজ্ঞাস করল, "কি খাবে তুমি?"

আকণ্ঠ তৃষ্ণা অনুভব করতে করতে সতী বলল, "যা-হয়, আমার খুব তেস্টা পেয়েছে। আহা, আপনি কেন, আমি নিজেই নিচ্ছি—বেয়ারা!"

শাহ্ ততক্ষণে গেলাস তুলে ধরেছে সতীর মুখের কাছে, "চুমুক দাও।"

শাহ্ কিম্বা অন্য কেউ কিম্বা সতী নিজেই কতবার একত্র গেলাস তুলে ধরেছিল তার মুখের সামনে এবং সে কি চুমুক দিয়েছিল, মনে এলনা। এক সময় সতী অনুভব করল অল্প অল্প মাথা ঘুরছে, এক-একটি মুখ ঝাপসা অস্পষ্ট—সকলে যেন অনেক দূরে সরে গেছে, অনেক দূর থেকে কথা বলছে। আলো আরও মৃদু, নিভে নিভে আসছে। সতীর অনর্গল কথা বলবার ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু এক-এক করে বিদায় নিচ্ছে সকলে, তার হাত টিপে বলে যাচ্ছে, গুডনাইট।

পূর্ণেন্দুর সঙ্গেও কয়েকবার নাচল সতী যেন বড় অনিচ্ছায় একটা যন্ত্রের মতন। পূর্ণেন্দুও বিমর্ষ, চুপচাপ। তার করুণ মুখ দেখে হাসি পাচ্ছিল সতীর।

বাইরে গাড়ীর শব্দ হচ্ছে, হর্ণ বাজছে। কেউ এ সময় সতীকে নিবিড় করে বুকে চেপে ধরলে সে কিছু শান্ত হত। হাসির একটা তীব্র বেগও ঠেলে উঠছিল তার গলায়।

আরও পরে ঘর একেবারে ফাঁকা হয়ে এল। প্রভাবতী আর নন্দলাল কখন চলে গেছে ওপরে সতী টের পায়নি। বেয়ারারা গেলাস বোতল প্লেট ট্রে—এসব খুব তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সতীর মনে হচ্ছিল সবই যেন ঘটছে দূরে দূরে, সে দেখছে স্বপ্নের ভিতর দিয়ে। নরম গদিওলা একটা সোফায় পা টান-টান করে তন্দ্রার মতন লাগছিল সতীর।

"সতী!" মিস্টার শাহ্ নয়, সে চলে গেছে। আবার কেউ তার নাম ধরে খুব মিষ্টি করে ডাকল, ভাঙা কুঞ্জবনে বাঁশির সুরের মতন।

"উঁ, কে?"

"আমি—"

"ডাক্তার সেন?" সতী চোখ খুলল, অল্প সরে গিয়ে তার পাশেই আর একজনের বসবার জায়গা করে দিয়ে বলল, "বসবেন?"

"শরীর খারাপ লাগছে তোমার?"

"না-না, একটু-একটু ঘুম পাচ্ছে। কত রাত হল ডাক্তার সেন?"

"প্রায় একটা", কিছু পরে শুভময় সতীর পাশে একই সোফায় বসল, পিছল মেঝেতে মস-মস করে পা ঘষল, "কথায় কথায় তুমি আমাকে ডাক্তার সেন বল কেন?"

"তবে কি বলব? আপনি তো ডাক্তারই—"

"আমাকে শুভ বলে ডাকবে।"

"শুভদা?"

"বড় মেয়েলী শোনায় না?"

"বুঝতে পারছি আপনার দাদা-টাদা হওয়ার ইচ্ছে নেই—"নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন দুটো চোখ শুভময়ের দিকে তুলে সতী ঈষৎ বাড়ানো স্বরে বলল, শুভ শুভ শুভ—লেকচার-মার্কা নাম, মর‍্যালের পবিত্র গন্ধ। ও নাম আমার একেবারেই ভাল লাগে না—"

শুভময় বলল, "আর তোমার নিজের নাম?"

"সতী। আপনি ভেবে দেখুন ডাক্তার সেন, সতী আর শুভ—ইফ দিজ টু পারসনস্ ইউনাইট, তাহলে ইয়ার্কি ফাজলামির কোন স্কোপ

থাকবে না—”

“বেশী ড্রিঙ্ক করেছ, এ বয়সে এসব ভাল না—” শুভময়ের স্বর কাতর, বেদনাময়। সে সতীর কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, “পূর্ণেন্দু বেচারী শকড হয়ে চলে গেছে।”

“এসব তো ভাল লাগে আমার। এই বয়েস ঠিক সময়, আই অ্যাম নাইনটিন, আর দু'বছর পরেই মেজর—এ ফুল ফ্লেজেড ওম্যান! পূর্ণেন্দু যায় যাক্!”

এত অল্প সময়ে এই প্রচণ্ড পরিবর্তন কেমন করে সম্ভব, কেমন করে হারিয়ে গেল সেই সতী—শুভময় ভাবতে পারল না। তার ভয় হল, ঈর্ষাও হল—সতী আরও বদলে যাবে, তলিয়ে যাবে শূন্যতার অন্ধকারে।

আজকের পার্টির কথা ভাবতে ভাবতেই তার মনে হচ্ছিল, প্রথমে আলো, আড়ম্বর—পরে, ক্লান্তি অবসাদ, সব শূন্য—শুধু প্রেতলোকের ফ্যাকাসে আলোর মতন এই রকম, এই ঘরের মতন কিছু কিছু ছায়া কাঁপবে, তা-ও বেদনার।

শুধু গ্লানি, শুধু কালিমা! যেখানে ছিল সতী, শুভময় ভাবল—ভিন্ন প্রদেশের দূর কোন শহরে, তার মা-বাবার কাছে সেখানে যেন অনেক ভাল ছিল; সেখানে সে বেড়ে উঠত, ফুটে উঠত আপন গৌরবে, আপন মহিমায়—নিধন হলেও তা হত স্বধর্মেই—পরধর্মে এই মৃত্যু বড় বীভৎস, বড় ভয়ঙ্কর, যার যন্ত্রণা সতী অনুভব করবে পরে, অনেক পরে। নেশার ঘোরে না, মৃদু এক বেদনা বোধ আচ্ছন্ন করে রাখল শুভময়ের চৈতন্য, তার সারা মন!

সতীকে এই পরিবেশে নিয়ে এসে ভুল করেছে নন্দলাল। সে ব্যস্ত মানুষ, প্রভাবতীও অসুস্থ এবং মনোবেদনায় ক্লান্ত, ক্লিষ্ট—সতীকে মানুষ করবার, তার প্রতিদিনের জীবনের প্রতি অভিভাবকের চোখ রাখবার তাদের অবসর কোথায়!

কিছু পরে থেমে থেমে শুভময় বলল, “তোমার মা-বাবা যদি হঠাৎ এখন তোমাকে দেখেন, চিনতে পারবেন না।”

সতী তেতো-তেতো একটা স্বাদ জিব থেকে মুছে ফেলবার মতন

মুখের ভাব করে বলল, "আমিও তাদের চিনতে পারব না।"

"তুমি অনেক—অনেক বদলে গেছ—"

সতী খানিক হাসল, "আরও বদলে যাব ডাক্তার সেন, এক-একবার ইচ্ছে হয় নাম পদবী—সব বদল করে নি।"

"আমি অবাক হয়ে যাই, কেমন করে একেবারে অন্যরকম হয়ে যেতে পারলে। আমি ভাবতেই পারিনি, তুমি এত তাড়াতাড়ি—"

"মন আমার তৈরী হয়েই ছিল! আমি এমন হতামই—আচ্ছা ডাক্তার সেন—" সতী খানিক হাসল, "আমি এ বাড়িরই মেয়ে, কারুর ভুল হবে?"

"না।"

"সকলে আমাকে পছন্দ করবে?"

"আমি তো করি—"শুভময় একটা অন্ধ আবেগে সতীর বুকে মাথা ঘষল, তার গায়ের ঘ্রাণ নিল, তাকে চুম্বন করল।

সতী হাসল পাগল মেয়ের মতন, দূরে ছিটকে এল। শুভময়ের মাথার ঘর্ষণে তার ব্লাউজের দু-একটা হুক খুলে গিয়েছিল, খোলাই থাকল। ফিকে নীল রঙের ব্র্যা দেখা যাচ্ছিল, বুক জ্বলছিল বালবের মতন। সতী বুক চেপে ধরে বলল, "ইচ্ছে করলে এখন এখানে সবই করা যায়, না?"

"সতী!"

"শুভ প্লাস সতী—গড!"

শুভময় ব্যাকুল হয়ে, অস্থির হয়ে সতীর একটা হাত চেপে ধরে মিনতির মতন বলল, "আর কখনো ড্রিঙ্ক কর না—"

"হোয়েন আই অ্যাম ড্রাঙ্ক আই লুক ওয়াণ্ডারফুল। মিষ্টার শাহ্ বলেছে নাচবার সময়।"

"রাত হল, শুতে যাও—" শুভময় উঠে দাঁড়াল, সতীর হাত ধরে তাকেও টেনে তুলল, "ইউ লুক আগলি হোয়েন ইউ আর ড্রাঙ্ক—"

"ডু আই রিয়েলি?" কান্না-কান্না গলায় বলল। পরে মাথা এলিয়ে দিল শুভময়ের কাঁধে। এখন তার ঘুম-ঘুম লাগছিল। একটা অসুস্থ রুগীকে যেমন করে হাসপাতালে নিয়ে যায় তার আপনজন, তেমন করে

সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে শুভময় সতীকে দোতলার তার শোবার ঘরের কাছে পৌঁছে দিল।

সতী ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "গুড নাইট!"

শুভময় মাথা ঝাঁকাল শুধু, কথা ফুটল না তার মুখে। সতী তার শোবার ঘরের দরজা খুলল, বন্ধ করল। গভীর রাতে সে আওয়াজ বড় জোরে বেজে উঠল। শুভময় খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকল আরও কিছু সময়।

ঠাণ্ডা হাওয়া ঝিরঝির করছে বারান্দায়। আকাশের নরম আলোর ক্ষীণ ছায়া স্থির হয়ে আছে। এসব দেখতে দেখতে শুভময়ের মনে হল সে-ও স্থির, বিমূঢ়। তার সামনে কিছু দূরে কালো-কালো গাছ প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় ফসিলের মতন। সরোবরের জল ফোঁটা-ফাঁটা অশ্রুবিন্দু কান্নারই ইতিহাস—আনন্দ কোলাহলের কবরের মতন তারই সামনে ম্লান ও মূক হয়ে আছে।

শুভময় খুব তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল।

॥ বারো ॥

শীতের সময় কলকাতা বড় ভাল লেগেছিল সতীর—বিশেষ করে এক-একটি রোমাঞ্চকর রাত। প্রভাবতীকে অনেক চেস্টা করেও রাতে আর কোথাও নিয়ে যেতে পারে নি নন্দলাল, সতী একাই যেত তার সঙ্গে বড় বড় রেস্তোরাঁয়। এবং নন্দলাল সম্ভবত কোন যন্ত্রণায় অন্ধ হয়ে প্রচুর মদ খেত সতীর পাশে বসে—ক্যাবারে নর্তকীর অর্ধনগ্ন দেহের দিকে তাকিয়ে থাকত ঘোরলাগা মানুষের মতন।

এই সব উচ্ছৃঙ্খল রেস্তোরাঁর অনেক মানুষ সতীকেও দেখত মুগ্ধ চোখে, কেউ কেউ আলাপ করবার ছল খুঁজত। প্রথম কয়েকদিন ইতস্তত করেছিল সতী, নন্দলালের পাশে বসে একটা সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে তার কিছু সময় লেগেছিল। অর্ধনগ্ন নর্তকীর নির্লজ্জ অঙ্গ ভঙ্গী,

অনেক মাতালের দৃষ্টি এবং নন্দলালের যন্ত্রণা-কাতর মুখ আস্তে আস্তে সতীকেও দুঃসাহসী করে তুলেছিল। সে খুব নীচু স্বরে বয়কে বলেছিল তার গেলাসেও নন্দলালের মতন মদ ঢেলে দিতে।

এই শহরের এক-একটি উচ্ছৃঙ্খল রাত সতীর চোখ থেকে ঘুম একেবারে কেড়ে নিয়েছিল। তার এই বয়েস বড় স্পর্শ কাতর। তার মন বড় উন্মুখ। কিন্তু এই বয়েসে সে কি কি দৃশ্য দেখল?

সতী এমন এক পরিবারে জন্মেছে সেখানে শুধু অভাব-অনটন, ক্লান্তি বিরক্তি। এবং সে এমন এক পরিবারে এসেছে সেখানে অগাধ ঐশ্বর্য, জীবন আলোময়। যদিও যাদের সংসার তারা বিরক্ত, যন্ত্রণা-কাতর। নিজের সংসারে সতীর যেমন মনে হত, এখানে যেন প্রভাবতী আর নন্দলালেরও ঠিক সেই রকম মনে হয়।

এ সব ভাবনা সতীকেও বিরূপ করে তোলে সংসারের ওপর। বন্ধনের চিন্তা তার কাছে এখন বড় ভয়াবহ। বন্ধনে শুধু ক্লান্তি, শুধু যন্ত্রনা। তার চেয়ে অনেক ভাল স্বাধীন একক জীবন—অনেক ভাল শুধু দেহের বিলাস। মন তাহলে প্রসন্ন, সজীব। ছাড়া ছাড়া ভাসা-ভাসা ভবিষ্যতের টুকরো-টুকরো ছবি ফুটে ওঠে সতীর চোখের সামনে। নির্জন প্রেক্ষাগৃহে দীর্ঘ চুম্বন, নৃত্যের মেঝেতে ছায়া-ছায়া অন্ধকারে চকিত কোন চেতনাকে প্রশ্রয় দেয়া, ক্যাবারে নর্তকীর স্বল্প বসন—এই সব মেনে নিয়ে চলে যাওয়া যায় অনেক দূর অবধি। জীবন এই রকম হলে সতীও ফুটে উঠবে অদ্ভুত এক গৌরবে। এই বয়েস তাকে নিষ্ঠুরও করে তোলে। এবং তখন পূর্ণেন্দু আর শুভময় ছোট দুটো পুতুলের মতন তার মনের মধ্যে নাচানাচি করে।

শীত চলে যাবার পর দোল্ এবার একটু তাড়াতাড়ি এসে গিয়েছিল এবং তার পরেই ছিল গুডফ্রাইডের ছুটি। অন্যান্য কলেজের চেয়ে সতীদের কলেজ কিছু বেশী ছুটি দেয়। এবার নন্দলাল এক রকম জোর করেই সতীকে পাঠিয়েছিল জাপলায়—তার মা-বাবার কাছে।

মা-বাবার কাছে যাবার এতটুকুও ইচ্ছে ছিল না সতীর। শহরের হাওয়ায় এই সময়ের মধ্যেই তার মন বড় কঠোর হয়ে উঠেছিল। স্নেহ

মায়া মমতা—এই সব কোমল বৃত্তিগুলি যেন শুকিয়ে এসেছিল। সতী জানত জাপলার পরিবেশ এখন তাকে অন্ধ কোন কূপে বাস করার যন্ত্রণা দেবে।

তার ভাবনাই ঠিক। জাপলায় গিয়ে সতী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল না। আর একটা বোন হয়েছে তার। সরু সরু হাত-পা, ভিখিরির বাচ্চার মতন। সতীর ভাইবোনরা তাকে দেখে দাঁড়িয়েছিল চুপচাপ—খুব কাছে আসতে সাহস পায় নি।

নিজের সংসারে ফিরে এসেই বড় বিমর্ষ হয়ে গিয়েছিল সতী। এবং তার মনে হয়েছিল, কেন এলাম! সুষমার শরীর আরো ভেঙে গেছে, দেবনাথকে আরো ক্লান্ত দেখায়। একটা ভয় থমথম করে উঠেছিল সতীর শিরায়-শিরায়—তার শহরের কোন বন্ধু যদি তাকে এখানে হঠাৎ আবিষ্কার করে তাহলে কী হবে!

কলকাতা থেকে দামী দামী অনেক জিনিস নিয়ে গিয়েছিল সতী। খেলনা, শাড়ি, বিছানার রঙচঙে চাদর আর অনেক রকম আধুনিক বাসন। সেসব সে রেখেও এসেছে জাপলায়। কিন্তু কলকাতায় আবার নন্দলালের সংসারে ফিরে তার মনে হয়েছে—এত জিনিস বয়ে নিয়ে যাবার কোন দরকার ছিল না। বেনা বনে মুক্ত ছড়িয়ে লাভ কি। সেসব জিনিস ওখানে মানায় না।

সতী কলকাতায় যখন ফিরে এল তখন বসন্তের শেষ। এখনো দিন মাঝে মাঝে যেন খেয়াল মতন খেলা করে যায়—কখনো খুব ঠাণ্ডা, কখনো খুব গরম। নিজের ঘরের পাশে লম্বা বারান্দায় গভীর রাতে ঘুম না হওয়া একটা পাগল মেয়ের মতন সতী দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। আশ্চর্য, জাপলার কথা ভুলে যাওয়ার জন্যে সে যে সত্যি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সতীর মনে হয় সে যেন একটা জেলখানা ঘুরে এল।

তৃষ্ণা জাগছিল সতীর। কিসের তৃষ্ণা? জলের বোতল আছে হাতের কাছে। নিচে ড্রয়িংরুমে জড়ো করা আছে বিদেশী মদের অনেক বোতল। রাত এখন অনেক। বড় অন্ধকার। এখন পা টিপে-টিপে

নিচে নেমে একটা বোতল খুললে কেউ টের পাবে না, কেউ বাধা দেবে না।

নরম বিছানায় রঙীন চাদরের ওপর এপাশ থেকে ওপাশে গড়িয়ে গেল সতী। একবার উপুর হল, একবার চিৎ হল। পরে দু-হাতে বুক চেপে ধরে মড়ার মতন স্থির হয়ে থাকল। কোন পরিশ্রম না করেই সে হাঁপাচ্ছিল। সে আরো পরে স্পষ্ট করে অনুভব করল তার গলা শুকিয়ে এলেও জল কিম্বা মদে তার এই তৃষ্ণা মিটবে না। সতী এখন পূর্ণেন্দুর কথা ভাবল, শুভময়ের কথাও তার মনে এল এবং চোখ বন্ধ করে সে রাজেন্দর শাহর কঠোর প্রচাপন অনুভব করল। এসব ভাবতে ভাবতে সতীর মনে হল তার দেহ একটা দুরন্ত ক্ষুধায় অস্থির আর তা চরিতার্থ করতে পারছিল না বলে সে এই রাতে অনেক পুরুষের ভিড়ে রাতের নর্তকীর মতন তার প্রায় উলঙ্গ শরীর নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাচ্ছিল।

হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠলো সতী। তার ঘরের পাশে বারান্দায় পায়ের শব্দ হচ্ছে। একজন মানুষ যেন একবার এদিকে আসছে, একবার ওদিকে যাচ্ছে। এক-একবার কাশছেও। এই কাশি ও পায়ের শব্দ সতীর বড় চেনা। একটা কৌতূহলের বশেই সে উঠে দাঁড়াল এবং পর্দা সরিয়ে কাচের ভেতর দিয়ে বাইরে দেখল।

যা ভেবেছিল সতী, তাই। প্রথমে সে ভয় পেল, পরে সাহস করে দরজা খুলল। নন্দলালের গায়ে কালো ড্রেসিং গাউন, তার মুখে পাইপ জ্বলছে। দু-হাত পিছনে। মাথা নিচু। নিঃসঙ্গ তৃষ্ণার্ত প্রেতের মতন লম্বা বারান্দায় অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে নন্দলাল। তাকে এই-রকম অবস্থায় দেখে সতার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল।

দূর থেকে সতী নন্দলালকে লক্ষ করল অনেক সময়। পরে হঠাৎ তার কাছে এগিয়ে এসে ডাকল, "কাকা ?"

সতীর ডাক শুনে চমকে উঠল নন্দলাল, দাঁড়িয়ে পড়ল। এবং ক্লান্ত মুখ তুলে ম্লান হাসবার চেষ্টা করল, "ঘুমোও নি সতী ?"

হাওয়া বয়ে যাচ্ছে হু-হু করে। আলোর রেখায় লেকের জলে নীল আভা খেলছে। রাস্তা কাঁপিয়ে দূরে এখনো এক-একটা গাড়ি যাচ্ছে।

পরিত্যক্ত নির্জন একটা প্রাসাদের কথা হঠাৎ মনে এল সতীর, যেখানে নন্দলাল আর সে নির্বাসিত।

সতীর প্রশ্নের উত্তর দিতে অনেক সময় নিয়েছে নন্দলাল। সে যেন বড় বিপন্ন ও অসহায়। তার জন্যে একটা ব্যথা ফেনিয়ে উঠল সতীর বুকে। দিনের বেলা যে মানুষ সাংঘাতিক রকম ব্যস্ত, কাজ-কাজ করে পাগল—রাতে সে এমন অবসন্ন, মৃতপ্রায় কেন!

"কাকা, আপনি ঘুমবেন না ?"

"তুমি জেগে উঠলে কেন ?"

সতী বলল, "পায়ের শব্দ শুনে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ভয় হল। পরে বুঝলাম আপনি বারান্দায়, উঠে এলাম।"

"এবার যাও—" নন্দলাল শান্তস্বরে বলল, "শুয়ে পড়—" তার রেডিয়ম জ্বলা ঘড়ি চিকচিক করে উঠল, "অনেক রাত হয়েছে।"

সতী আস্তে আর একবার জিজ্ঞেস করল, "আপনি ঘুমবেন না ?"

"আমি ? হ্যাঁ, ঘুমব—" নন্দলাল মাথা ঝাঁকিয়ে যেন তার সব যন্ত্রণা ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করল, "আমি ঘুমতে চাই। সাউণ্ড স্লীপ। এক ঘুমে রাত শেষ।"

সতী হাসল, "ঘুমোন না তবে।"

"আই কাণ্ট স্লীপ! এক-একবার ঘোর আসে। চমকে-চমকে উঠি। মনে হয় তোমার কাকীমা সংসার ছেড়ে যাবে কাল কিম্বা পরশু—খুব শিগগির।"

জাপলায় যাবার আগে সতী প্রভাবতীর স্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ করেছিল। সে বিষন্ন, গম্ভীর। সতীর সঙ্গেও বেশী কথা বলে না। আহারেও যেন তার আর রুচি নেই, শুধু নিরামিষের দিকে ঝোঁক। প্রভাবতী সংসারে থেকেও আর নেই। দক্ষিণ কলকাতার কোন আশ্রম থেকে প্রায়ই এক স্বামীজী আসে তার কাছে এবং প্রভাবতীও আশ্রমে গিয়ে অনেক সময় কাটায়।

এসব ভাবতে ভাবতে সতী বলল, "কাকীমাকে আমি কিছু বলব ?"

"কি ?"

"উনি যেন কোথাও না যান—"

নন্দলাল হাসল, "কিছু বল না সতী। বললেও ফল হবে না। প্রভা তোমার কথা রাখবে না, মাঝখান থেকে তুমিও তার অপ্রিয় হয়ে উঠবে।"

করুণ এক নীরবতা ভিজে অন্ধকারের মতন গভীর রাতে থমথম করল কয়েক মুহূর্ত। প্রভাবতীর এমন নিষ্ঠুর মনোভাবের কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছিল না সতী। এখন প্রভাবতী কি করছে সতী জানেনা কিন্তু তার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন পুরুষ, যে জীবনের অনেক দুস্তর ধাপ পার হয়ে পৌঁছে গেছে সফলতার শীর্ষদেশে। যে প্রভাবতীকে অর্থ দিয়েছে, প্রেম দিয়েছে এবং এখনো যার ভাবনায় তার ঘুম নেই।

নন্দলালকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যেই সতী বলল, "কাকীমা যদি আশ্রমে চলে যান, আমার মনে হয় তিনি বেশীদিন থাকতে পারবেন না—আবার ফিরে আসবেন—"

"না-না—" নন্দলাল বলল, "কেন ফিরে আসবেন ?"

"আশ্রম ঠিক এই রকম তো নয়। সী উইল ফীল ভেরী আনকম্ফর-টেব্‌ল দেয়ার।"

নন্দলাল সতীর কথা শুনে শুকনো হাসল, "সতী, তোমার বয়েস কম, তুমি তোমার কাকীমাকে বোধ হয় চিনতে পারনি। শরীরের আরাম নিয়ে সে আর ভাবে না। সে চায় পীস—মনের আরাম।"

"কেন তিনি তা পান না ?

"কেন ?" নন্দলাল করুণ মুখে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত, "তুমি তো জানই সী ব্লেমস মী—" একটা ব্যথায় ছটফট করছিল যেন সে।

সতী তার কাছে সরে এসে বলল, "কাকা, খুব কষ্ট হচ্ছে ?"

"কষ্ট ? না-না, কষ্ট আর কী!" বড় করুণ করে একটা নিশ্বাস ফেলল নন্দলাল, "এসব আর ভাল লাগে না। কেন পরিশ্রম করছি, কেন ছুটে বেড়াচ্ছি এখান থেকে সেখানে অর্থের জন্যে, নামের জন্যে, আমার কোম্পানীকে বড় করে তোলবার জন্যে—" কিছু সময় চুপ করে

থেকে সে আবার বলল, "এক-এক সময়, এইরকম রাতে মনে হয় সব মিথ্যা—আমি না থাকলে এই পৃথিবীর কোন মানুষের কোন ক্ষতি হত না—"

সতী আর চুপ করে থাকতে পারল না, নন্দলালের কথা শেষ হওয়ার আগেই বাধা দিয়ে বলল, "আমি তাহলে কোথায় যেতাম, কি হত আমার !"

"সব ঠিক হয়ে যেত মা, হয়তো তোমার আরও ভাল হত—"

"না, এর চেয়ে আর কিছু ভাল হওয়ার কথা আমি ভাবতে পারি না।"

নন্দলাল এ সব শোনে, সতীর দিকে মুখ তুলে তাকায়, তার হাতে হাত রাখে, "ধর, এমন যদি হয় কখনো—হঠাৎ আমিও যদি চলে যাই কোন গ্রামে, সাধারণ মানুষের মতন বাস করি মাটির ঘরে—সতী, আমার মনে হয় তাহলে আমি, অন্তত রাতের বেলা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমতে পারব।"

সতী বলল, "আমার বাবা তো ঘুমুতে পারে না।"

"তবু তার দুঃখ-ভাবনা দূর করবার উপায় আছে, কিন্তু আমার কিছু করবার নেই। তোমার কাকীমা ভুগছে যন্ত্রণায়, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখছি। আমি তার জন্যে যা-ই করি না কেন, সে কিছু মানবে না, শুনবে না।"

সব কারণ জানেনা সতী, সে শুধু জানে প্রভাবতী প্রসন্ন নয় নন্দ-লালের ওপর। শুধু যে সন্তানের জন্যে তার দেহমন উন্মুখ, তা-ও নয়। আরও কিছু কারণ আছে প্রভাবতীর মনোবেদনার। এত পেয়েও, এত বৈভবের মধ্যে থেকেও একটা স্বভাবগত অভাববোধ তার দৈন্য প্রকট করে তুলেছে। নন্দলালের উপর সতীর যেমন মমতা জাগে, প্রভাবতীর উপর তেমন জাগে না। তাকে কখনো কখনো তার বড় নিষ্ঠুর, বড় অবিবেচক বলে মনে হয়।

সে ধারণা কিশোরীকালের শুরু থেকে অল্প অল্প করে দানা বেঁধেছিল সতীর মনে, তবু দ্বিধা ছিল—সে-ধারণা কম্পিত দীপশিখার মতন—এখন

এখানে এসে, এই প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বাস করে নতুন, জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠতে উঠতে তা স্থির হল, বদ্ধমূল হল।

নরনারীকে সুখী করবার মানুষের যে কৃত্রিম প্রচেষ্টা, ভুলিয়ে রাখার যে নিপুণ কৌশল তা ব্যর্থ, উদঘাটিত। সতী ভাবল, তার মা-বাবার জীবন কুকুর বেড়ালের মতন, নন্দলাল ও প্রভাবতীর জীবন শুষ্ক, দুঃসহ। সুখ নেই পুরাকালের সেই বিবাহবন্ধনে।

নিজের সঙ্গেই পরিহাস করার মতন হালকা সুরে সতী আপন মনে উচ্চারণ করল, বিয়ে! এবং এই ছোট একটি কথার অর্থও খুঁজে পেল—যন্ত্র, যন্ত্রণা, রোগ! একে তিন, তিনে এক! জীবন হয়ে যাবে যন্ত্রের মতন, অকাল বার্ধক্য যন্ত্রণা দেবে দেহকে, মনকে, রোগের মতন।

সতীর মন থেকে পবিত্র বিবাহ বন্ধনের সব গুরুত্ব বাসি ফুলের শুকনো পাপড়ির মতন ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ছিল অনেক আগে থেকেই।

॥ তেরো ॥

গ্রাম্ম সন্ধ্যায় ঘরে বসে পড়াশুনো করতে ইচ্ছে করে না সতীর। বই-এর পাতায় মন বসে না, মন একটা আনবিক যানের মতন ছুটে ছুটে বেড়ায় শূন্যে—মহা শূন্যে কোন অজ্ঞাত গ্রহ-উপগ্রহের অনাস্বাদিত আবহাওয়ার সন্ধানে। একটা অস্থিরতা, উত্তেজনা এবং দুঃসাহস সতীকে যত বাধা, লজ্জা সঙ্কোচ, পুরনো সব নিয়মকানুন ভেঙে দেয়ার জন্যে প্রায় সারা দিনই অপ্রকৃতিস্থের মতন করে রাখে।

প্রথমে তার শোবার ঘরের পাশে লম্বা বারান্দায় হালকা নীল বেতের চেয়ারে পূর্ণেন্দুর মুখোমুখী সতী বসেছিল। মাঝখানে একটা টেবিল। টেবিলে কয়েকটা মোটা মোটা বই, খাতা। একদিকে খালি কফির কাপ, দুটো প্লেট। প্লেটে এখনো পেস্ট্রি, চীজ-স্ট্র, ক্যাজু বাদাম পড়ে আছে। এরা দুজনে কিছু খেয়েছে, কিছু ফেলে রেখেছে।

লেকের জল ছোঁয়া হাওয়া হরিণ শিশুর মতন ছুটে এলেও সতী আর পূর্ণেন্দুর মাথার ওপর পাখা ঘুরছে বেশ জোরে। সতীর শাড়ির আঁচল এক-একবার উড়ে-উড়ে মাটিতে পড়ছে। সতীর খেয়াল নেই, তার হ্রস্ব হাতা ব্লাউজের দিকে মাঝে মাঝে চোরা দৃষ্টি দিচ্ছে পূর্ণেন্দু।

এখন নন্দলালের গোটা বাড়িটা বড় চুপচাপ। প্রভাবতী গেরুয়া রঙের একটা শাড়ি পরে বেরিয়ে গেছে পশ্চিম পুটিয়ারীর কোন আশ্রমে। নন্দলাল ফেরেনি এখনো। আয়া নিচে বেয়ারাদের সঙ্গে গল্প করছে। সতী না ডাকলে ওপরে আসবে না। এই নির্জনতা, এলোমেলো হাওয়া এবং পূর্ণেন্দুর সঙ্গ সতীকে অল্পে অল্পে উদভ্রান্তের মতন করে তুলল। মুখে কোন কথা না বললেও মনে মনে সে হয়ে উঠল চঞ্চল, উচ্ছৃঙ্খল।

পূর্ণেন্দুর মতন একজন ভীরু বন্ধুকে প্রগলভ করে তোলবার উদ্দেশ্য নিয়ে সতী দু-হাত তুলে নিজের মাথার পিছন দিকে চাপ দিতে দিতে হাসল, "পূর্ণেন্দু, কী হচ্ছে ?"

সতীর দেহের অনেকটা অনাবৃত অংশ দেখতে-দেখতে পূর্ণেন্দু বলল, "কি ?"

"পড়ছ না, কথা বলছনা—ইউ সীম টু বি অ্যাওয়ে। এরকম করে সময় নষ্ট করার কি মানে হয় ? তার চেয়ে বাইরে-টাইরে কোথাও ঘুরে এলেই তো হত !"

পূর্ণেন্দু উৎসাহ প্রকাশ করে বলল, "যাবে ?"

বিরক্তির কয়েকটা রেখা হঠাৎ ফুটে উঠল সতীর কপালে। পূর্ণেন্দুর সঙ্গে বাইরে ঘুরে যেন কোন সুখ নেই। সে ভীরু ভাবপ্রবণ অতি সাধারণ একটা মানুষ। এর মধ্যেই সতী বুঝতে পেরেছে পূর্ণেন্দু তার ওপর একটা অধিকার বিস্তার করতে চায়। এখন সতীর মনে হয় তার জীবনে সে যেন আবর্জনার মতন। গতির যে বেগ তাকে থেকে থেকে ডাক দিয়ে যায়, তা পূর্ণেন্দু সমর্থন করে না—তার জীবনকে সম্ভবত তার মা-র মতন করে তুলতে চায়। এইরকম সব ভাবনা সতীকে আজকাল কিছু রূঢ় করে তোলে এবং সে পূর্ণেন্দুর কাছে যেন

ইচ্ছে করেই অপ্রিয় হয়ে উঠতে চায়।

পূর্ণেন্দু আবার জিজ্ঞেস করল, "যাবে বেড়াতে ?"

মাটিতে শ্লিপার ঘষতে ঘষতে সতী বলল, "নাঃ, থাক। যাবেই বা কোথায় ?

"ময়দানে, কিম্বা ওই সামনে লেকের কাছে—"

"না-না, আই ডোণ্ট লাইক দি আইডিয়া। বড় বোকা-বোকা লাগে। তার চেয়ে লিণ্ডসে স্ট্রীটে—ফীলিং লাইক ডান্সিং—

"উই ক্যান ডান্স হিয়ার।

সতী কুলকুল করে হাসল, "এখানে শুধু তুমি একা। আই লাইক টু চেঞ্জ পার্টনার ইন এভরি স্টেপিং।"

সতীর কথা শুনে কিছু সময় বিমর্ষ হয়ে থাকল পূর্ণেন্দু, তার মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। আরও পরে ঈষৎ উত্তেজনা প্রকাশ করে সে বলল, "এসব আমার ভাল লাগে না।"

কি ?

পূর্ণেন্দু ইতস্তত করল না, অল্প রূঢ় স্বরে বলল "এক-এক সময় তোমাকে আমার বড় হালকা বলে মনে হয়—"

সতীর মুখ কঠিন হয়ে উঠল। উষ্মা প্রকাশ করবার জন্যে সে একটা বই তুলে খুব জোরে টেবিলের ওপর আছড়ে ফেলে বলল, "হোয়াট ডু ইউ মীন ?"

সতীর মেজাজ দেখে ঘাবড়ে গেল পুর্ণেন্দু। কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারল না, পরে থেমে থেমে নরম গলায় বলল, "তুমি যার তার সঙ্গে খুব সহজেই বড় অন্তরঙ্গ হয়ে যাও—আই মীন, ইউ ইনডালজ্ টম ডিক এণ্ড হ্যারী—এনি রিফর‍্যাফ—" সম্ভবত আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল পূর্ণেন্দু, হঠাৎ সতীর চোখে চোখ পড়তেই তার কথা থেমে গেল।

এই অল্প সময়ের মধ্যে সতীর চেহারা একেবারে বদলে গেছে। তার মুখ রুক্ষ, কঠিন—চোখও জ্বলছিল। মনের মধ্যে অদ্ভুত এক প্রতিক্রিয়া হলেও সতী নিজেকে সংযত করবার খুব চেষ্টা করছিল।

কিন্তু সম্ভবত সে সফল হল না, এবং রূঢ়স্বরে বলল, "পূর্ণেন্দু, তোমার

কথা শুনে আমি খুব অবাক হয়ে যাচ্ছি। মে আই আস্ক, হু গেভ ইউ দি রাইট টু ক্রশ দি লিমিট ?”

পূর্ণেন্দু মনে মনে সাহস সঞ্চয় করবার চেষ্টা করতে করতে অল্প-অল্প হাসছিল।

সতীকে সে স্পর্শ করেছে, চুম্বন-আলিঙ্গনে বিপর্যস্ত করেছে—এসব ভাবতে ভাবতে তার ধারনা বদ্ধমূল হল যে সতী তাকে অসঙ্কোচে প্রশ্রয় দিয়েছে এবং শাসন করবারও অধিকার দিয়েছে।

পূর্ণেন্দু হাসি থামাল, মুখ যথাসম্ভব গম্ভীর করে বলল, “আমি জোর করে তোমাকে পাই নি, তুমি নিজের ইচ্ছেয়—”

“আমার ওপর হুকুম চালাবার অধিকার দিয়েছি ?”

“হুকুম-টুকুমের কথা না, ডিসেণ্ট এণ্ড ইনডিসেণ্ট—এসব নিয়ে কথা বলবার নিশ্চয় আমার অধিকার আছে—”

সতী চিৎকার করে বলল, “না নেই। আমি কাউকে মানি না, কারুর কথা শুনি না।”

পূর্ণেন্দুও ঈষৎ ঝাঁজ প্রকাশ করে বলল, “ইউ মাস্ট লিসন টু মি।”

“বাট হোয়াই ? কি ডিসেণ্ট আর কি ইনডিসেণ্ট তা তোমার কাছ থেকে আমাকে শিখতে হবে ? ওয়েল, হু আর ইউ ? হোয়াট স্টেটাস হ্যাভ ইউ গট ?”

পূর্ণেন্দু অভিমান করার মতন মৃদু স্বরে বলল, “আমি তোমার সব চেয়ে কাছের লোক।”

“তোমার খুশী মতন তুমি ভাবতে পার—তবে, ইউ স্যাড ওয়েল নো যে আই পে দা পেন্স ফর ইউ। তোমার মিডল ক্লাশ মর‍্যাল তুমি আমার কাছে জাহির করতে এস না।”

পূর্ণেন্দু কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে হঠাৎ আস্তে বলে ফেলল, “আই লাভ ইউ সতী।”

“বাট আই ডু নট। মাই কনসেপসন অব লাইফ ইজ ডিফারেণ্ট। এসব ননসেন্স বললে তোমার সঙ্গে এভাবে বসে আমি পড়াশুনোও করতে পারব না।”

পূর্ণেন্দু বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকল সতীর দিকে। আস্তে আস্তে তার শরীর ঝিমিয়ে আসছিল, তার কোমল মন ব্যথায় থর থর করছিল। কারণ এতদিন মনে মনে কল্পনার অদ্ভুত এক আকাশ রচনা করে নিয়েছিল পূর্ণেন্দু এবং সতীকে আবিষ্কার করতে পেরেছিল বলেই তার খুশী মতন এক মোহময় কোলাহল মুখর জগতে সে-ও বিচরণ করতে শুরু করেছিল সতীকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে, তার কাছে-কাছে বেশী সময় থাকবার জন্যেই।

কাছাকাছি থাকতে থাকতেই সম্ভবত বয়েসের ধর্ম অনুসারেই আস্তে আস্তে একটা ঈর্ষা ঘন হয়ে উঠেছিল পূর্ণেন্দুর মনে এবং তার শঙ্কা জাগছিল সতী যেন তার একার নয়। তাকে হারাবার ভয়েই কিছুদিন ধরে বড় কাতর ও বিরক্ত হয়ে উঠছিল পূর্ণেন্দু।

সেই বিরক্তি ও কাতরতায় এখন পূর্ণেন্দুর স্বর থম থম করে উঠল। অন্ধ এক আবেগে অধীর হয়ে সে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, "তোমাকে যেদিন প্রথম দেখি সেদিন থেকেই—"

সতী যেন পূর্ণেন্দুকে বিদ্রূপ করবার জন্যে এলোমেলো হাসল প্রথমে এবং পরে ধীর স্বরে থেমে থেমে বলল, "আমার কথাবার্তা, চলাফেরা আর সাজসজ্জা দেখে তোমার কি মনে হয় তোমারই মা-মাসীর মতন আমি ঘর-সংসারে ইণ্টারেস্টেড ?"

মৃত মা-র কথা শুনে বড় আঘাত লাগল পূর্ণেন্দুর কিন্তু এখনো সতীর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভেবে সে তা আত্মসাৎ করে নিয়ে বলল, "আমি বিশ্বাস করি তুমিও আর সকলের মতন। মানুষের স্বাভাবিক ধর্মকে তুমি তো অস্বীকার কর না—" শেষ কয়েকটা কথা বলবার সময় পূর্ণেন্দু হাসছিল।

তার হাসি দেখে মুখ বিকৃত হয়ে এল সতীর। সে ঝগড়া করার মতন কঠিন গলায় বলল, "আই ওণ্ডার, তুমি আমার কি দেখে ভাবলে যে আমি আর সকলের মতন—" সে একটু থেমে বেশ জোরে বলে উঠল, "নো আই অ্যাম নট। আমি আমার নিজের মতন।"

"তাহলেও তোমার খিদে আছে, তেষ্টা আছে—" একটু থেমে পূর্ণেন্দু বলেই ফেলল, "সেক্স হাঙ্গারও আছে—"

তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সতী বলল "আই কোয়ায়েট অ্যাডমিট—সে সব কিছু আমি অস্বীকার করছি না।"

"তাহলে তোমাকে সংসারেও ইণ্টারেস্টেড হতে হবে—আই মীন, বিয়ে-টিয়ে করে পরে ঘর-সংসার করতেও হবে।"

সতীর মুখ কুঞ্চিত হয়ে এল, ঘৃণার ভাব ফুটে উঠল। জোরে হাওয়া বইছিল বলে সে স্বর অনেক তুলে বলল, "তুমি এইসব ভেবে বসে আছ, না?"

"হ্যাঁ।"

ঝাঁজের একটা অস্বাভাবিক তোড় বেড়িয়ে আসছিল সতীর গলা চিরে কিন্তু সে আত্মবিস্মৃত হল না, একটু বেশী সময় নিয়ে পূর্ণেন্দুকে খোঁচা মারবার জন্যে বলল, "হাঙ্গার, স্মার্ট এণ্ড সেক্স—জান পূর্ণেন্দু, আমি ডিম খেতে বড় ভালবাসি কিন্তু তা বলে কি ডিমের দেয়াল ঘেরা ঘরে জীবন কাটাব? খাওয়ার সময় খেলাম, ভাল লাগল—ব্যস, ফুরিয়ে গেল। সেক্সের বেলায়ও তাই। ভাল লাগল, চুকে গেল। ডিমের দেয়াল ঘেরা ঘরে যেমন থাকতে পারব না তেমন তোমার মা-মাসীর মতন সংসারও করতে পারব না।"

পূর্ণেন্দু আজ অবধি এত স্পষ্ট করে সতীর সঙ্গে কথা বলে নি। এখন সুযোগ পেয়ে বলল, "এসব ছাড়াও আরো কিছু আছে মানুষের জীবনে। খিদে তেষ্টা সেক্স ছাড়াও আরো কিছু—"

সতী নিরুত্তাপ স্বরে বলল, "তোমার ফিলসফিতে আমার কোন আগ্রহ নেই—" যে মনজোড়া বিরক্তি সতী এত সময় দমন করে রেখেছিল, এখন তা উজাড় করে দিল, "তোমার জন্যে আমার কিছুই নেই পূর্ণেন্দু।"

"হোয়াট ডু ইউ মীন?"

"ডু আই সীম টু বি ভেগ?"

"না-না, মানে—" পূর্ণেন্দু বিচলিত হয়ে ঈষৎ ঝাঁজ প্রকাশ করে বলল, "আমার সঙ্গে শুধু খেলা করবার ইচ্ছে হয়েছিল তোমার?"

"হ্যাঁ, খেলা—" সতী অবিচলিত স্বরে বলল, "সেক্স প্লে। এই খেলা

ছাড়া আমি কিছু জানি না পূর্ণেন্দু—জানতে চাই না।”

পূর্ণেন্দু মনে মনে জ্বলে গেলেও তার গলার স্বর অনেক নেমে এল। সে কাতর চোখে সতীর দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি তোমার সঙ্গে খেলতে চাই নি—আমি অন্য কিছু ভেবেছিলাম।”

“নট ইণ্টারেস্টেড—“সতী ইতস্ততঃ ছড়ানো বই খাতা গুছতে গুছতে বলল, তোমার সঙ্গে আর খেলা করবারও আমার ইচ্ছে নেই—” সে একটু থামল, “বাই দি ওয়ে, এক সঙ্গে পড়াশুনো করে আর কোন লাভ হবে না, আমি একাই সব করে নিতে পারব।”

ভীরু স্বভাবের মানুষ পূর্ণেন্দু। সতীর রূঢ় স্বর শুনে সে কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকল। তার মনে হল সে যা বলেছে তা অবান্তর। এখন এত কথা বলবার কোন দরকার ছিল না। এবং সে আরও ভাবল, সতীকেও সে অকারণে আঘাত করেছে।

কিছু পরে পূর্ণেন্দু অনুতাপ করবার মতন বলল, “সতী, আই অ্যাম সরি। তুমি কিছু মনে কর না।”

“হোয়াই স্যাড আই? তুমি যা বলেছ, আমি তার উত্তর দিয়েছি। আমার অনেক বন্ধু, অনেক অ্যাকোয়েনটেন্সেস—শুধু তোমাকে নিয়ে আমি থাকব কেন? তা ছাড়া, তোমার কিছুই আমার ভাল লাগে না—”

পূর্ণেন্দু ঈষৎ ভারী গলায় বাধা দিয়ে বলল, “শুনেছি। সতী প্লীজ, এত রুড হয়ো না।”

সতী ঝাঁজের সঙ্গেই বলল, “সত্যি কথা সব সময় বড় রুড শোনায় পূর্ণেন্দু।”

পূর্ণেন্দু আকাশ দেখল, জল দেখল এবং পরে কিছু দূরে একটা গাছের দিকে তাকিয়ে খুব নরম গলায় বলল, “আমি অনেক দিন অপেক্ষা করে থাকব।”

“কেন?”

পূর্ণেন্দু খুব করুণ করে বলল, “একদিন তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে আমি কত ডিভোটেড—”

পূর্ণেন্দুর মুখ দেখে, তার কথা শুনে সতীর গলায় হাসির একটা বেগ

উথলে উঠছিল, সে হাসল না, হালকা গলায় বলল, "যা মনে হয় করো! তবে আমার কাছে এসে কিম্বা ফোনে—ফর হেভেন্স সেক, ডোণ্ট কীপ অন ব্যাজারিং—" সতীর কথা শেষ হওয়ার আগেই তার শোবার ঘরে ফোন বেজে উঠল। সে উঠে দাঁড়াল এবং কার ফোন না জেনেই পূর্ণেন্দুকে এড়াবার জন্যে বলল, "লেট মি সে গুড বাই টু ইউ পূর্ণেন্দু, ফোনে আমার একটু সময় লাগবে—"

সতীর ইঙ্গিত বুঝতে পেরে যেন ক্লান্ত শরীর জোর করে টেনে তুলল পূর্ণেন্দু—বিরহী প্রেমিকের মতন দেখল সতীকে। পরে দু-একটা বই টেবিল থেকে তুলে নিয়ে খুব আস্তে আস্তে নীচে নেমে গেল।

পূর্ণেন্দু চলে যাবার পর হঠাৎ অনেক হালকা হয়ে এল সতীর দেহমন। তার মুখে হাসি ফুটল। সে অনুভব করল মানুষকে রূঢ় কথা বলে আঘাত করবার মধ্যেও একটা আনন্দ আছে।

রিসিভার তুলে সতী বলল, "হ্যালো?"

"কে, সতী?"

প্রভাবতীর স্বর সতী চিনল, "কাকীমা?"

"আশ্রম থেকে বলছি। তোমাদের কাউকে কিছু বলে আসিনি, সব ফেলে চলে এসেছি—"

প্রভাবতীর কথাবার্তা রহস্যময়, অদ্ভুত। সতী আস্তে জিজ্ঞেস করল, "ফিরতে রাত হবে নাকি কাকীমা?"

"আর ফিরব না। আমি এখানেই থাকব। তোমরা কেউ কখনো আমাকে বিরক্ত করতে এখানে এস না।"

সতী চমকে উঠল না, এ খবর শুনে কোন অনুভূতিই তার মনে জাগল না। সে ভাবল, প্রভাবতী ভালই থাকবে, নন্দলালও শান্তি পাবে—কেন এত কথা সতীর মনে এল তার কারণ সে নিজেই আবিষ্কার করতে পারল না।

সতী আবার ফিরে এল বারান্দায়। হাওয়ার ঝাপটায় একটা বই মাটিতে উড়ে পড়েছে। কেউ কাছাকাছি নেই। হাওয়ার শব্দ ছাড়া

আর কিছু শোনা যায় না। সতী চেয়ারে একা বসে-বসে আপন মনেই মুক্তির স্বাদ পেতে থাকল অনেকক্ষণ।

॥ চোদ্দ ॥

সময় পার হয়ে গেছে অনেক। হালকা হাওয়ায় পুরো দুটি বছর কখন যে পার হয়ে গেল সতী জানতে পারে নি। তার দেহ হয়েছে আরো সুন্দর, আরো কমনীয়। বারবনিতার মতন শুধু দেহকেই এতদিন রূপে রসে সিঞ্চিত করেনি সতী, আরো অনেক গুণের সমন্বয় ঘটিয়েছে তার জীবনে।

বি-এ পরীক্ষার ফল আশ্চর্য ভাল হয়েছে তার। সে অধিকার করেছে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান। কৃতী ছাত্রছাত্রীর তালিকায় পূর্ণেন্দুর নম্বর কোথাও নেই। শেষের দিকে সে ক্লাস করত না, পরীক্ষাও দেয়নি। পূর্ণেন্দুর সম্পর্কে কোন উৎসাহ না থাকলেও কেউ-কেউ সতীকে বলেছিল তার মাথার গোলমাল হয়েছে—সে রাঁচিতে আছে চিকিৎসার জন্য।

কিন্তু পূর্ণেন্দুর কথা ভেবে ব্যয় করবার মতন সময় সতীর নেই। নাচে সে আরো দক্ষ হয়েছে, তার বন্ধুসংখ্যাও বেড়েছে অনেক। যদিও মিস্টার শাহ তাকে ভুলে যায় নি। আজ সতীর সঙ্গে আবার দেখা হবে তার। এখন সতীর স্থান পরিবর্তনের সময়। সে দিল্লী যাবে কিছুদিনের মধ্যে। তারপর সমুদ্রপারে এবং তারও পরে?

একটা আকাশযানের ক্ষিপ্রগতি সতী অনুভব করে বুকের মধ্যে। এই মৃত্তিকা বড় শীতল। তার পা হিম হয়ে যায়। আকাশ—আকাশ—মহাশূন্যে আপন মনে বিচরণ করতে বড় ভাল লাগে সতীর। যে চন্দ্রকে ভূমণ্ডল থেকে শান্ত স্নিগ্ধ মনে হয়, তা-ও নাকি অগ্নিকুণ্ডের মতন।

সতী দেখবে সেই তাপময় জীবন—চাঁদের ওপিঠ।

এই সময়ের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে নন্দলালেরও। তার শরীর

ভেঙেছে, হয়তো মনও। প্রভাবতী সেই আশ্রমে আছে। আর ফিরে আসে নি সংসারে।

প্রথম প্রথম বড় বিচলিত হয়ে পড়েছিল নন্দলাল, পরে শান্ত, স্থবিরের মতন হয়ে গেল। সংসার থেকে, কর্মক্ষেত্র থেকে আস্তে আস্তে সে-ও যেন মন তুলে নিল। লাভের চেয়ে লোকসান বেশী হতে থাকল তার ব্যবসায়।

সতী তাকে দেখল, দেখতে দেখতে বিরক্ত হল। কিছুই বলতে পারল না। ব্যথা অনুভব করবার মন সতীর নেই। এই গুমোটের মধ্যে আর বেশীদিন থাকতে তার মন চাইল না। সে উদগ্রাব হল দূরে কোথাও গিয়ে মুক্ত, উচ্ছৃঙ্খল জীবনের স্বাদ পাবার জন্যে।

এই প্রাসাদের মতন অট্টালিকায় এখন শুধু সতী আর নন্দলাল। একজন জীবন উপভোগের নেশায় উন্মুখ, আর একজন নিঃসঙ্গতার হিমে কাতর। শুধু সময়-সময় আসে শুভময়। সে সতীর সঙ্গে পরিহাস করে, থেকে থেকে তার দিকে তাকিয়ে কিছু সময়ের জন্যে বিষণ্ণ হয়ে যায়। পরে আশ্বাস দেয় নন্দলালকে।

শুভময়ের কথা শুনতে শুনতে কখনো-কখনো অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে নন্দলাল, "তুমি কি মনে কর আই অ্যাম ইল—সাফারিং ফ্রম মেণ্টেল ডেপ্রেশন?"

শুভময় মৃদু হেসে বলে, "ডাক্তার হিসাবে আমি এ বাড়িতে কবে এসেছি?"

"এখন আসছ ট্যাকটফুলি আমার ট্রিটমেণ্ট করতে—" নন্দলাল ভারী স্বরে শুভময়কে শাসন করবার মতন বলল, "তোমার প্রসেস, কথাবার্তা ঠিক যেন অ্যানালাইটিক্যাল ট্রিটমেণ্টের মতন। ওয়েল শুভময়, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, আই অ্যাম ফিনিশড? তোমার কাকীমার জন্যে আমি হাফ ডেড?"

কিছু একটা বলতে যায় শুভময়, বলা হয় না। নন্দলাল হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে আরো জোরে বলে ওঠে, "আমি এত বড় একটা ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে তুলেছি একা, কত লোককে চাকরি দিয়েছি, জীবনে প্রতিষ্ঠা

লাভের সুযোগ দিয়েছি—একটা সামান্য কারণে আমি ভেঙে পড়ব—মরে যাব ?”

“না না।”

“তবে ? কায়দা করে তুমি আর আমার ট্রিটমেণ্ট করতে যেও না।”

কালো ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে এখনো লম্বা বারান্দায় উদভ্রান্তের মতন ঘুরে বেড়ায় নন্দলাল—এখনো তার মুখে পাইপ জ্বলে। হাত পিছনে, মুখ নিচু।

সতী আর শুভময় তাকে দেখে দূর থেকে, কাছে গিয়ে আর বিরক্ত করতে চায় না। সতী শুধু আপন মনে হাঁপিয়ে ওঠে আর এই পরিবেশ ছেড়ে যাওয়ার জন্যে আকুল হয়।

সবই যেন বিষণ্ণ, ম্রিয়মান। শুভময় নীরবে সতীর চোখের অতলে আশ্রয় খোঁজে। সে-চোখ কিন্তু বিষণ্ণ নয়, নিষ্করুণ, শুষ্ক। শুভময় সরোবরের দিকে তাকায়। তা-ও এখন পাতলা আঁধারে অস্পষ্ট।

সূর্যের তাপ বড় প্রখর। ভাদ্রের কড়া রোদ ঝলসাচ্ছে। সতী একটা ধাবমান খালি ট্যাক্সিকে থামাল এবং পাঞ্জাবী ড্রাইভারের মুখের দিকে না তাকিয়ে ভিতরে পা রাখতে রাখতে ভিনদেশী মেয়ের মতন বিশুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণে বলল, “পার্ক স্ট্রীট—”

পার্ক স্ট্রীটেই এম্প্রেস হোটেল। মিস্টার শাহ্ আজ তাকে সেখানে লাঞ্চ খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছে। কাল চৌরঙ্গীরই আর এক হোটেলে তার সঙ্গে নাচের ফ্লোরে অনেক সময় কেটেছে সতীর। মিস্টার শাহ সব লৌকিকতা ভুলে নেশার ঘোরে তাকে বুকে চেপে-চেপে ধরছিল। আর তখন অদ্ভুত এক উত্তেজনায় সতীরও শরীর ঝিমঝিম করে উঠছিল।

আজ ইচ্ছে করেই বাড়ির গাড়ি নেয়নি সতী। সে কোন সাক্ষী রাখতে চায় না তার দুঃসাহসিক অভিযানের। একজন একক বলিষ্ঠ

পুরুষের হোটেলের ঘরে একা-একা যাওয়ার অর্থ স্পষ্ট করে বোঝবার মতন বয়েস হয়েছে সতীর। এবং এই রকম বিঘ্নহীন সুখী উচ্ছৃঙ্খল জীবনই তার কাম্য।

এখন সোজা এম্প্রেস হোটেলে যাবে না সতী। সময় দিয়েছে মিস্টার শাহ সাড়ে বারোটা থেকে একটা। এখনো অনেক বাকি। পার্কস্ট্রীটে সতীর যে হেয়ার ড্রেসার তার সামনে তাকে বেশ কিছু সময় বসতে হবে। কাল রাতে তার চুলের যে শোভা দেখেছে শাহ্ আজ আবার তেমন দেখবে না। আজ সতী আর একরকম হয়ে যাবে তার কাছে। রূপ পরিবর্তনের কোন স্বার্থ কিম্বা উদ্দেশ্য সতীর ছিল না তবু তার ভিতর থেকে টাটকা ফুলের মতন হয়ে ওঠার একটা ইচ্ছা ফুটে উঠছিল।

হেয়ার ড্রেসারের কাজ শেষ হল সাড়ে বারোটার কিছু আগে। বিউটি সেলুন প্রায় খালি এখন। দু-একজন খুব নরম চীনে মেয়ে ফিস-ফিস করছিল। নিজের কেশের শোভা দেখল সতী—ঠিক যেমন চেয়েছিল তেমন হয়েছে।

ভরা মন নিয়ে বাইরে এল সতী। দপ করে যেন আগুনের আঁচ লাগল তার গায়ে। বিউটি সেলুনের কৃত্রিম শীততাপের পর মুহূর্তেই প্রকৃতির অকৃত্রিম দাহ বড় যন্ত্রণার। সতীর চোখ ছোট হয়ে এল, মুখে বিরক্তির কয়েকটা রেখা ফুটে উঠল।

কাছেই এম্প্রেস হোটেল। সতী একদিকে ঘেঁষে ছায়া-ছায়া পথ ধরে হাঁটছিল। নীল ছোট বালতির মতন একটা ব্যাগ ঝুলছে তার হাতে, চোখে রোদের তাপ এড়াবার সাদা ফ্রেমের কালো চশমা। হ্রস্ব হাতা ব্লাউজ। পেট ও পিঠের অনেকটা অবারিত—নিতম্বের আঁচ পাওয়া যায়। এ সময় সতীর হঠাৎ আর একবার আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখবার ইচ্ছে হল।

সূর্য কড়া তাপ ছড়িয়ে দিলেও পার্ক স্ট্রীট এখন জনসমাগমে প্রগলভ হয়ে উঠেছে। বহির্ভোজনে অভ্যস্ত এবং পানেও আসক্ত এমন অনেক ব্যস্ত মানুষ সতীকেও দেখে গেল। মনে মনে কি তারা কামনা করল না তাকে—এস, সঙ্গ দাও? এক-একটি রেস্তোরাঁ ও পানশালার রাজকীয়

দ্বার খুলল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হল। শীততাপের আমেজ সতীর শরীরে খেলা করে গেল। তার চলার গতি আরো শ্লথ, আরো মন্থর হল।

এম্প্রেস হোটেলে প্রবেশ করেই লিফট পেয়ে গেল সতী। কিছু পরেই সে এসে দাঁড়াল রাজেন্দর শাহ-এর ঘরের সামনে। নীচ থেকে অভ্যর্থনাকারিণী আগেই জানিয়ে দিয়েছিল বলে ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়েছিল সে। বাদামী রঙের স্যুট পড়েছে শাহ, হলদে টাই, বুক পকেটে রুমালের নিখুঁত ভাঁজ। ঝকঝক করছে তার পুরো শরীর।

"হ্যালো ?"

"অ্যাম আই ইন টাইম ?"

রাজেন্দর সতীর পিঠে আস্তে আঙুল ছুঁইয়ে বলল, "ইউ আর ভেরী পানচ্যুয়েল ইনডীড—স্ট্রেঞ্জ !"

"স্ট্রেঞ্জে বললেন কেন ?" কৃত্রিম উষ্মা প্রকাশ করল সতী।

"মেয়েরা সময়ের বড় এদিক-ওদিক করে যে।"

"সব সময় নয়—" সতী পরিহাস করবার মতন হালকা সুরে বলল, "যাকে এড়াতে চায় শুধু হয়তো তার বেলায়—"

সতীর কথা শেষ হওয়ার আগেই খুব জোরে হেসে উঠল রাজেন্দর, "গ্ল্যাড টু নো দ্যাট ইউ ডোণ্ট ওয়াণ্ট টু অ্যাভয়েড মি !

যত স্বেদবিন্দু জমে উঠছিল সতীর রোমকূপে বাইরের প্রখর তাপে, রাজেন্দরের ঘরের শীততাপ তা পুঞ্জীভূত হতে দিল না, সব শুকিয়ে গেল— আবার মিশে গেল তার দেহের রক্তকণিকায়। সাদা বেতের নিচু-নিচু লম্বা চেয়ার, লাল গদি, লাল ডিভান। সতী বসে-বসে দেখে নিল পলকে সব।

সে বলল, "তাহলে দিল্লীতেই শেষ অবধি আপনার হোটেল খোলা হবে ?"

"রাজধানী তো ! লোকসানের ভয় সেখানে কম। কনস্ট্রাকশনে বড় দেরী হয়ে গেল !"

"আর কত দেরী হবে ?"

"না-না, আর দেরী হবে না—" মিস্টার রাজেন্দর শাহ হেসে বলল, "মিডল অব নেক্সট মান্থ—তুমি আসবে তো ?

সতী একদিকে হেলে পড়ে ঠোঁট টিপে হাসল, "ও সিওর ! আপনার চাকরি করব বলেই তো আর কিছু করবার চেষ্টা করলাম না। ইউ উইল বি মাই সুইট বস্ !

"নো-নো, আই শ্যাল বি ইওর ফ্রেণ্ড—তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে—" হাতের কাছে দেয়ালে গাঁথা একটা বোতামে আস্তে চাপ দিয়ে শাহ বলল, "লাঞ্চ আসুক এবার। আর কিছু খাবে ? আই মীন ড্রিঙ্কস ?"

"জাস্ট কোল্ড বিয়ার", সতী আস্তে বলল। এখন তার কিছু পানের ইচ্ছা না থাকলেও শুধু শাহকে সঙ্গদানের আগ্রহে সে অনিচ্ছা প্রকাশ করতে পারল না।

বেয়ারাকে লাঞ্চ এবং বিয়ার ঘরেই দিয়ে যাবার আদেশ দিয়ে মিস্টার শাহ একের পর এক প্রশ্ন করে জেনে নিল আসলে কি চায় সতী।

তার বয়েস কম। ইংরেজিতে ঝোঁক প্রবল হলেও তার ডিগ্রী অর্থনীতিতে। তার বুদ্ধি আছে, ব্যক্তিত্ব আছে, দুঃসাহসও আছে—কোন ভীরু সংস্কার নেই। ঠিক তার মতন আকাঙ্ক্ষাসর্বস্ব মেয়ের সহযোগীতা দরকার মিস্টার শাহর হোটেল প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্যে।

"সুইজারল্যাণ্ডে আমরা তোমাকে পাঠাব ট্রেনিং-এর জন্যে। মাত্র মাস কয়েকের ব্যাপার। আশা করি তুমি "হোম সিক হয়ে পড়বে না।"

"না, আমার কোথাও কোন আকর্ষণ নেই।"

মিঃ শাহ এত সময় কথা বলে যাচ্ছিল থেমে থেমে, ভারীস্বরে। তার কথা পরিচ্ছন্ন, যুক্তিপূর্ণ, তীক্ষ্ণও। এ যেন অন্য মানুষ, কাল রাতের ভাঙ্গা-চোরা বেসামাল সে মূর্তি নয়।

তার কথা শুনতে শুনতে অলৌকিক এক সম্মোহনে সতীর দেহ মন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল। এবং বিয়ারের তেতো স্বাদ তার রসনার অমৃত সিঞ্চন করে দিচ্ছিল।

যে বাসনা, যে আকাঙ্ক্ষা সতীর অবচেতনে, অতলান্তিকের গভীরে সমুদ্রগুল্মে আচ্ছাদিত মুক্তোবিন্দুর মতন লুকিয়েছিল, এই মানুষ অভিজ্ঞ ডুবুরীর মতন ঝাঁকে ঝাঁকে তা খুঁজে আনছিল মনের অতল থেকে, এবং একটি একটি করে ঘসে মেজে মেলে ধরেছিল তার চোখের সামনে।

কী দীপ্তি! কী কিরণচ্ছটা!

এখন, হয়তো ঠাণ্ডা বিয়ারের গুণেই মিস্টার শাহ-এর মনে পরিহাসের সুর ঝিম ঝিম করে উঠল ফেনার মতন, "আকর্ষণ, কি আকর্ষণ?"

"আমি বলতে চাই, আমার খুশী মতন চলাফেরা করবার কোন বাধা আসবে না—"

মিস্টার শাহ্ বলল, "পরে আসবে, কি বল?

"না, কখনো না।"

"যখন তুমি বিয়ে করবে, সংসার করবে—"

"কখনো করব না।"

মিস্টার শাহ বিয়ারের গেলাস হাতে তুলে সতীর দেহের শোভা দেখল, চুলের বাহার লক্ষ করল এবং হ্রস্বহাতা ব্লাউজের সংকীর্ণতার জন্যে তার পরিচ্ছন্ন বাহু মূলে চোখ বুলিয়ে হাসি মুখে বলল, "মন না চাইলেও দেহ তো চাইবেই।

"পাবেও—" মিস্টার শাহ-এর ইঙ্গিত বুঝতে পেরে লাল কার্পেট দেখতে দেখতে সতী অস্ফুট স্বরে বলল।

"যদি বিপদ হয়, আমি মেয়েদের কথা ভেবে বলছি।"

"হবে না, সতর্ক হব।"

মিস্টার শাহ কিছু সময় স্তব্ধ হয়ে থাকল। সে অন্যতম অর্থবান দিকপাল। সরকারের দরবারে তার গতিবিধি অবাধ। সে প্রতাপশালী। মিস্টার শাহ বিয়ারের ছায়ায় তার প্রতিবিম্ব খুঁজে ফিরছিল।

সে শুধু অর্থবান নয়, বিদ্বান ও রূপবান। এই তিন গুণের সমন্বয়ে সে শুধু বাণিজ্য জগতে সমৃদ্ধি লাভ করেনি, দেশী এবং বিদেশী—বহু মেয়ের দেহ ও মনের দ্বারও উন্মুক্ত করতে পেরেছে।

কোন কোন মেয়ে ধরা দিয়েছে অর্থের বিনিময়ে, কেউ কেউ নানা স্বার্থে, স্বামীকে ছলনা করেও এসেছে অনেকে। তাদের ক্ষুধা ছিল, অর্থের প্রয়োজন ছিল, কেউ এসেছিল শুধু খেলার মোহে। যারা এসেছিল, প্রত্যেকে পার হয়ে গিয়েছিল বয়সের সীমারেখা।

সতীর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকল মিস্টার শাহ। এত কম বয়সে আকাঙ্ক্ষাকে এমন দুঃসাহসীর মতন প্রধান করে তুলতে পারেনি আর কোন মেয়ে—অন্তত, মিস্টার শাহ-এর এই মুহূর্তে আর কারুর কথা মনে পড়ল না।

"ইউ আর ওয়াণ্ডারফুল!"

"ধন্যবাদ!"

খাওয়া শুরু করে দিয়েছিল ওরা দু'জন। কাঁটা চামচের টুংটাং শব্দ, প্লেটের মধুর আওয়াজ এবং বিলিতি মুখরোচক আহারের গন্ধ। সতী আর শাহ কথা বলবার ছল করে এক একবার পরস্পরকে দেখছিল, চোখ তুলে তুলে হাসছিল।

একটা টমেটো বিঁধে কাঁটা নামিয়ে রাখল মিস্টার শাহ্, বলল "আমি তোমাকে দেখলাম, পছন্দ করে গেলাম—তুমি নিশ্চিন্ত থাক। কবে দিল্লীতে আসবে?"

"বলুন?"

শর্ট হ্যাণ্ড জান?"

"শিখছি, খুব দেরী লাগবে না?"

বিয়ারের কিছু এখনো অবশিষ্ট ছিল শাহ্-এর গেলাসে, সে তা শেষ করে নিল। পরে রুমাল মুখে ছুঁইয়ে বলল, "আর্লি নেক্সস্ট মান্থ? আমার হোটেল কলকাতায় চালু হয়ে যাবে দু'বছর পর—"

"আমি দিল্লীতে কাজ করব। কলকাতায় না।"

মিস্টার শাহ্ হালকা হেসে জিজ্ঞেস করল, "দিল্লীর ওপর তোমার মোহ কেন?"

সতী ভাবল না, এ প্রশ্নের উত্তর যেন তার মনে সাজান ছিল, "রাজধানীতে গোটা পৃথিবীটাই মিশে থাকে, আমি এই রকম একটা

জায়গায় থাকতে চাই। এখনো যদি কিছু সংস্কার কিম্বা পক্ষপাতিত্ব আমার মনে থাকে, মুছে যাবে।"

কথায় কথায় সময় চলে যাচ্ছিল, খাওয়াও শেষ হয়েছিল। বেয়ারা তুলে নিচ্ছিল খালি প্লেট গেলাস, বিয়ারের আর একটি ভরা বোতল ছিল টেবিলের ওপর। মিস্টার শাহ-এর আদেশেই বেয়ারা দুটো গেলাসে তা ভাগ করে ঢালল। একটা সতীর, আর একটা গেলাস মিস্টার শাহ-এর।

"ফিল্মস্টার হওয়ার কথা তোমার মনে হয় না?"

সতী মুখের একটা বিকৃত ভঙ্গী করল, "না ফিল্মস্টারদের আমার একঘরে বলে মনে হয়।"

"ফিল্মওয়ার্লড তোমার খারাপ লাগত না কিন্তু—"

সতী বুঝল না মিস্টার শাহ তার সঙ্গে পরিহাস করছে কি-না। যে পথের সন্ধান সে তাকে এখন দিচ্ছে, এবং তাকে যা ভাবছে, সে যে তা নয়, তার প্রমাণ দেয়ার জন্যে সতী বড় ব্যস্ত হয়ে উঠল। শেষ চুমুক দিয়ে বিয়ারের গেলাস ঠেলে দিয়ে কিছু সময় সে বসে থাকল স্তব্ধ হয়ে। এখন এমন হওয়ার কথা নয়, মাথা ঝিমঝিম করছে তার, ঘোর লাগছে।

সব জড়তা জোর করে ঝেড়ে ফেলবার জন্যে সতী কয়েকবার চেয়ারে হাত ঘষল, মাথাও ঝাঁকাল, "মিস্টার শাহ মার্জনা করবেন। আমি কি চাই—খুব দুঃখিত তা হয়তো এখনো আমি আপনার কাছে পরিস্কার করে বলতে পারিনি—"

"হ্যাঁ, পেরেছ—" মিস্টার শাহ-এর লাইটার ক্লিক-ক্লিক শব্দ করল। ঘন ধোঁয়ার ঝলক সতীর গাল ছুঁয়ে মুহূর্তের নীল আভা হয়ে মিলিয়ে গেল। মিস্টার শাহ লাইটার আর সিগারেট কেস সরিয়ে রেখে বলল, "তুমি ক্যারিয়ার করতে চাও, যে পথে আর সব মেয়েরা গেছে সেই বাঁধা-ধরা পথ নিতে চাও না, মুক্ত স্বাধীন জীবন এবং—" সে থামল, সতীর কোলের ওপর একটা হাত রেখে মৃদু চাপ দিল, "কি বলব, যশ? পরিচিতি? পাবলিক ফিগার?... এসব ভেবেই আমি তোমাকে ফিল্ম-ওয়ার্লডের কথা বলেছিলাম—"

মিস্টার শাহ-এর সে হাত সতীর হাঁটুর কাছে ছিল, সে তা তুলে নিল নিজের হাতের মুঠোয়, খেলা করতে করতে বলল, 'আই হেট ছ্যাট ওয়ার্লড!"

"কিন্তু কেন?"

"আমার ভাষা মার্জনা করুন মিস্টার শাহ—" সতী চেপে চেপে বিয়ারের ঝিমঝিমানি অনুভব করতে করতে বড় স্পষ্ট করে বলল, "আই ক্যানট থিঙ্ক অব শ্লিপিং উইথ এ ডঙ্কি!

"হাউ ডু ইউ মিন?"

"ফিল্মওয়ার্লডে চান্স পেতে হলে কতগুলো ব্লকহেডেডকে আগে চরম কিছু করবার চান্স আমাকে দিতে হবে—"

সিগারেটের হালকা ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হেসে উঠল মিস্টার শাহ। "জ্ঞান তোমার গভীর। আশ্চর্য! এত কম বয়সে এমন কি করে হল? কিন্তু যাক সে সব—একটু আগেই না তুমি বললে এই রকম চান্স দেয়ার জন্যে আমার মন প্রস্তুত হয়ে আছে—"

সতী মুখ নামিয়ে বলল, হ্যাঁ, কোন মিডল ক্লাস মর‍্যাল আমার নেই। আমি আমার মা বাবা, কিম্বা আরও অনেকের মতন বিশ্বাস করি না দেহের সঙ্গে আত্মার কোন যোগ আছে। দেহের দাম আমার কাছে খুব বেশী নয়—তাহলেও একে আমি সুলভ করে তুলব না। ফিল্ম লাইনের একটা বোকা, যে পরিচালক বলে নিজেকে জাহির করে আমি তার কথা নাও মানতে পারি। যার ওপর আমার শ্রদ্ধা নেই, তার সঙ্গে কোন সম্পর্কের কথাই আমি ভাবতে পারি না।"

"ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির সকলেই কি বোকা?"

"আমি অত খবর রাখি না। তবে কারুর ডিরেকসানে আমি চলা-ফেরা করতে পারব না মিস্টার শাহ।"

মিস্টার শাহ হেসে বলল, "যাই কর, ডিরেকসান তোমাকে মানতেই হবে।"

"আমি নিয়ম মানব, হুকুম না।"

"সরকারের ফরেন সারভিসের কথা তুমি ভেবেছ?"

"না, তবে যেখানে 'বসের' ভিড়, সেখানেও আমি থাকতে পারব না —" চোখ বুজে এসেছিল সতীর। কয়েক মুহূর্তের তন্দ্রাঘোর। মিস্টার শাহ তার আরও অনেক কাছে চেয়ার টেনে আনল সাবধানে, কোন শব্দ না করে।

অতিবাহিত হয়েছে অনেক সময়। এ ঘরে কোন বড় ঘড়ি ছিল না। শাহ-এর হাত নিয়ে খেলা করবার সময় সতী তার রেডিয়ম-জ্বলা রিস্ট ওয়াচে দেখেছিল, প্রায় তিনটে।

মিস্টার শাহ তার কানের কাছে মুখ এনে মধুর করে জিজ্ঞেস করল, "একটু ঘুমিয়ে নেবে? তোমার বিশ্রামের জন্যে ডিভ্যান তো আছেই। এই যে—"

সতী চোখ খুলল না। মিস্টার শাহ-এর সোহাগ উপভোগ করতে করতে তন্দ্রাঘোরে কথা বলার মতনই বলল, "আমি বাড়ি যাব।"

"এখন না, আর কিছু পরে।"

"কত পরে? রাত বারোটায়?"

"ইচ্ছে হলে তাই যেও।"

সতী চোখ খুলল। সোজা হয়ে বসল। হঠাৎ মিস্টার শাহ-এর হাত দূরে ঠেলে দিয়ে সে কিছু উত্তেজিত হয়ে বলল, "আমি কেন এখানে এলাম জানেন?"

"কেন?"

"আপনাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, আপনি আমাকে দিতে পারেন আমি যা চাই, তাই—"

"আমি দেবই।"

"সতীর চোখ আবার বন্ধ হয়ে এল, তার মাথা হেলে পড়ল একদিকে। মিস্টার শাহ আর ধৈর্য রাখতে পারল না, তাকে চুম্বন করল। কিছু পরে তাকে তুলে আনল লাল ডিভানে। কাল রাতে যে সাহস, যে উন্মাদনা সতীর মনে ছিল এখন তা নেই। একটা ভীতি তাকে অবশ এবং তৃষ্ণার্ত করে তুলেছিল।

সে আবার বলল, "আমি বাড়ি যাব।"

"গেটিং নার্ভাস ?"

"এখন মিস্টার শাহ, অল্প অল্প নার্ভাস হচ্ছি, পরে হব না—আপনি দেখবেন—আমি এখন বাড়ি যাব।"

"সুইট, ডার্লিং! তোমার জন্যে আমি সব করব; তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। প্লীজ, তুমি নার্ভাস হয়ো না—নিজেকে প্রতারণা কর না। তোমার মন আর মুখ যে এক তার প্রমাণ তুমি আমাকে দেবে না ডার্লিং ?"

হঠাৎ ভয় পেল সতী। এই নির্জন সুসজ্জিত ঘর বহু পুরাতন ঐতিহাসিক গুহার মতন থমথম করে উঠল। তার কৌমার্য ভেঙে যাওয়ার ভয়ে হয় তো নয়, সতীর মনে হচ্ছিল, যে-জীবন সে কল্পনা করে নিয়েছে, যে-গতির স্বপ্ন দেখে এসেছে, তা হারিয়ে যাবে, মিলিয়ে যাবে। আর কিছু পরে মিস্টার শাহ তার আরও কাছে আসবে—এক হয়ে যাবে তার সঙ্গে। এবং আরও পরে সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হবে সতীর দেহে—অকাল বার্ধক্য নেমে আসবে। সে হয়ে যাবে সুষমার মতন।

"মিস্টার শাহ আজ আমি প্রস্তুত নই। আমার ভয় লাগছে।"

"কোন ভয় নেই ডালিং। আমি আছি, আমি থাকব!"

"আমার মনে হচ্ছে আমি যেন অনেক নিচে নেমে যাচ্ছি—" সতী ছটফট করতে করতে বলল, "এ আমি এখন চাইনি—চাইনি—"

নিচে নেমে যাওয়ার কথা মনে এলেও সব ভয় মুছে ফেলবার চেষ্টা করল সতী। তার হঠাৎ মনে হল শুভময় তো আছেই—ডাক্তার শুভময় সেন। নিচে না, সে ভাবল তার মতন মেয়ের পক্ষে ওপরে ওঠবার এই একমাত্র পথ।

চোখ বন্ধ সতীর। মুখ ঈষৎ বিকৃত, সেখানে ফুটে উঠেছে যন্ত্রণার কয়েকটা রেখা। ওপরে, আরও ওপরে—অনেক ওপরে।

আনবিক একটা আকাশযান সতীকে মৃত্তিকার স্পর্শ থেকে তুলে নিয়ে চন্দ্রলোকে পৌঁছে যাচ্ছিল। কালো কালো ছায়া, প্রখর তাপ, ভিন্ন লোকের কত দৃশ্য!

চোখ বন্ধ থাকলেও সতী অনুভব করছিল। দেখছিল।

॥ পনেরো ॥

সকালে প্রাতরাশের পর খবরের কাগজ খোলাছিল নন্দলালের চোখের সামনে। নন্দলালের মন সম্ভবত সুস্থ ছিল না, অন্যমনস্ক হয়ে সে দেখছিল বড বড় হেডলাইন—শান্তি-অশান্তির বিস্তারিত বিবরণ। অভ্যাস মতন কাগজের পাতা উল্টে যাচ্ছিল সে। খরর খরর শব্দ উঠছিল পাষাণের ওপর শুকনো পাতা গড়াগড়ি যাওয়ার মতন।

নন্দলালের সঙ্গে কথা বলবার সব চেয়ে ভাল সময় এখন। সে ফেরে অনেক রাতে! তখন তার পদক্ষেপ এলোমেলো, বেশবাস অবিন্যস্ত। কথাও অসংলগ্ন। তখন তাকে যা বলতে চায় সতী তা বলা সম্ভব নয়।

সতী সোজা চলে এল নন্দলালের পড়বার ঘরে। একটা মিষ্টি সকাল স্থির হয়ে আছে, থেকে থেকে বাতাস ঝির ঝির করছে। সূর্য এখন ভিজে-ভিজে। সরোবরের জল বড় শান্ত।

সতী পা টিপে-টিপে এলেও তার চটির আওয়াজ শুনে মুখ তুলল নন্দলাল, "গুড মর্ণিং। কাগজ চাই? আমার পড়া হয়ে গেছে!"

সতী নন্দলালের হাত থেকে খবরের কাগজ নিল, কয়েক মুহূর্ত পড়বার ভান্ করল। কিছু পরে জিজ্ঞেস করল, "ফিরতে রাত হবে আজ আপনার?"

"বেশী না। কেন মা? কোথাও যাবে, বড় গাড়িটা চাই?"

"না, কোথাও যাব না—" সতী খবরের কাগজ রাখল টেবিলের ওপর, কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "দিল্লীতে একটা চাকরি পেয়েছি।"

নন্দলালের মুখে বিস্ময়ের ছায়া ফুটে উঠল, "কি চাকরি?"

সতী আস্তে আস্তে তার কাছে ভাঙল সব। বিদেশে যাওয়ার কথাও বলল। এবং পরে খুব মৃদুস্বরে নন্দলালকে জানাল, "মাসখানেকের মধ্যেই আমাকে চলে যেতে হবে—"

"কোথায়, সুইজারল্যাণ্ডে?"

"না, দিল্লীতে। সুইজারল্যাণ্ডে শিগগিরই যাব, সম্ভবত এপ্রিলের প্রথমে।"

নন্দলাল সব শুনে অনেক সময় বোবার মতন সতীকে দেখল। বড় করুণ মুখ তার! সতী অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল।

একটা ভারী নিশ্বাস নন্দলালের বুকের অতল থেকে বাইরের বাতাসে মিশে গেল, "তুমিও চলে যাবে!"

"কাকা, আমি প্লেনে প্রায়ই আসব, আপনাকে দেখে যাব—"

নন্দলাল সতীর সব কথা শুনল, কাগজ টেনে নিয়ে আবার মেলে ধরল চোখের সামনে। সতী আরও সময় সেখানে থাকল পাথরের মূর্তির মতন। আর কথা হল না।

নন্দলালকে আশ্বাস দিল সতী, বারবার তাকে দেখতে আসবে। সে জানত, আসবে না। একবার বেরিয়ে পড়তে পারলে তার কি আর পিছনে তাকাবার ইচ্ছা হয়। এ বাড়িতে আসবার পর দেবনাথ সুষমা আর ভাইবোনের স্মৃতি যেমন ঝরে গিয়েছিল সতীর মন থেকে, তেমনি ঝরে যাবে নন্দলাল, তেমনি মুছে যাবে কলকাতা। জাপলা আর কলকাতা ধূসর মানচিত্রে শুধু কতগুলো ভাঙাচোরা অক্ষর হয়েই থাকবে।

আজ শীর্ণ চাঁদ আকাশে জুজু হয়ে আছে। বাইরে ফিকে জোৎস্না। সন্ধ্যা গভীর রাতের মতন থম থম করছে। কেনা কাটা করতে বেরিয়েছিল সতী, ফিরে এল অন্ধকার হওয়ার পর-পর। শুভময় তখন চলে যাচ্ছিল।

তার সামনে দাঁড়িয়ে সতী বলল "চলে যাচ্ছেন?"

শুভময় হেসে বলল, "আজ আমার ক্লিনিক বন্ধ, হঠাৎ এ বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল—চলে এলাম।"

"যদি একটা ফোন করে দিতেন, আমি তাহলে বেরুতাম না। চলুন, বসবেন।"

একরাশ জিনিস গাড়ি থেকে নামাচ্ছিল ড্রাইভার, সতীর হাতেও কিছু-কিছু ছিল। সেসব দেখতে দেখতে শুভময় আসছিল তার সঙ্গে।

ড্রয়িংরুমে বড় বড় আলো জ্বলছিল, ভিতরে এসে সতী বলল, "এ ফিউ সেকেণ্ডস্, আমি এখুনি আসছি, বসুন।"

শুভময় বসে থাকল তার খুব চেনা প্রশস্ত সেই ঘরে। সতী যখন এখানে ছিল না, সে তখনো আসত এখানে। সতী যখন এল, তখনো আসত। প্রভাবতী নেই, সতীও চলে যাবে। এরপর খুশী মতন আসা যাবেনা এই বাড়িতে—শুভময়ের আসতে ইচ্ছা করবে না। এখন তাকে আর ডাকে না নন্দলাল। সে-ই ফোন করে সতীকে মাঝে মাঝে।

প্রথম দিকে যেমন ছিল, আজও ঠিক তেমন আছে সতী। শুভময়ের কাছে সতী বড় সহজ, বড় অন্তরঙ্গ। শুভময় আর কিছু চেয়েছিল তার কাছে—ভেবেছিল এখন তা না পেলেও একদিন না একদিন পাবে, পেল না। যা সহজে আসে না, এমন অনেক কিছু জোর করে ধরা যায়। যা দুর্লভ কঠোর, পরিশ্রম করে তা-ও আনা যায় আয়ত্তের মধ্যে। কিন্তু সতীর কাছে যা পাবার ইচ্ছায় উন্মুখ শুভময়, তা যে আয়াসে বা বল প্রয়োগে পাওয়া যায় না—এসব জেনেও এখনো সে অন্ধ এক আশায় প্রতীক্ষার বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

যদিও স্পষ্ট করে কোন কথা সতীর সঙ্গে হয়নি শুভময়ের। যা এখনো তার নিজের কাছেই স্পষ্ট নয় তা আর একজনের কাছে ব্যক্ত করা দুরূহ। তা ছাড়া সতী অস্থির, চঞ্চল—এমন এক নেশায় সে বিভোর যে শুভময়ের মনে হয়, কোন মানে হয় না তার এই প্রতীক্ষার।

তাহলেও হঠাৎ সে সরে যেতে পারে না। একটা সহজ বিশ্বাসে এক একবার শুভময় সতীর সামনে আসে, কথা বলে, চলে যায়। এই আসা যাওয়া, কথা বলা—কতদূরে তাকে নিয়ে যাবে সে জানে না।

শুধু এইটুকু বোঝে শুভময় সতীর গতিবিধির ওপর তার নীরব শাসন সে একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারে না। যখন ক্লান্তি আসে সতীর, তার হাঁপ ধরে যায় তখন সে ডাকে শুভময়কেই। স্পষ্ট কিছু না, সবই অব্যক্ত। তবু কিছু আছে, কিছু থাকবেও।

সতী নেমে এল অল্পপরেই সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে। শুভময় তার স্লিপারের আওয়াজ পেয়েই বুঝেছিল সে আসছে। যে শাড়ি পরে বেরিয়েছিল, তা বদলে এসেছে সতী। হলদে একটা শাড়ি পরেছে। ব্লাউজের দু-একটা বোতাম খোলা। সতীর শরীর থেকে আশ্চর্য এক আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

তার দিকে কিছু সময় অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে শুভময় ছাড়া ছাড়া স্বরে বলল, "দিল্লী যাবার তোড়জোড় শুরু করে দিলে।"

"কিছু কিছু দেখতে দেখতে সময় হয়ে যাবে।"

শুভময় আবার সতীর দিকে তাকাল। একটা জানলা খোলা, হু-হু করে হাওয়া ঘরে আসছিল। বাতাস এখন বড় মধুর মনে হল শুভময়ের, "চাকরিই যদি করবে সতী, আরও কত ভাল কাজ ছিল তোমার জন্যে, এইসব হোটেল-টোটেলের কাজ—"

"মাইনে অনেক বেশী, এত টাকা আর কেউ দেবে না।"

"টাকার কি দরকার তোমার ?"

"দরকার, অনেক দরকার—" সতী একটু চুপ করে থেকে কি ভাবল। কিছু পরে খুব বড় রেডিয়োগ্রামের সবুজ কাচ দেখতে দেখতে বলল, "পরের টাকা তো অনেক নিলাম। এখানে থাকতে থাকতে কতকগুলো অভ্যাসও হয়েছে তো আমার। টাকা চাই শুভ, অনেক টাকা। এই রকম ভাবে থাকতে যত টাকা লাগে তত টাকা—"

"এখানে যেমন আছ তেমন থেকে গেলেই তো পারতে।"

"বেশীদিন কোথাও থাকতে ভাল লাগে না—" করুণ একটা নিশ্বাস ফেলল সতী, "এ বাড়ির অ্যাটমস্‌ফেয়ার এখন বড় ডাল, এর মধ্যে আমি থাকতে পারি না।"

"সতী, ইউ আর ভেরি ক্রুয়েল—" শুভময় বলল হঠাৎ হালকা চালে এবং বলেই তার মনে হল এইসব কথা উঠে এল তারই অবচেতন থেকে। এমন কিছু সতীকে বলবার ইচ্ছা অনেক আগেই তার হয়েছিল।

শুভময়ের কথা শুনে ঝর্ণার তোড়ের মতন কুলকুল করে হাসঁল সতী, "ক্রুয়েলটি পরে পে করে শুভ—"

"দেখা যাক!"

অন্যান্য বছর সন্ধ্যার সময় এই ঘর সরব থাকত, গমগম করত মানুষের ভিড়ে। আজ কেউ নেই, কিছু নেই। সতীর খুব কাছে বসে থাকলেও শুভময়ের মনে হচ্ছিল ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে যাচ্ছে এই আলো জ্বলা অতি প্রশস্ত ঘরের মধ্যে দিয়ে।

সতী তার নিজের একটা রঙ করা আঙুলে চোখ রেখে খুব আস্তে ডাকল, 'শুভ?'

"কি?"

"আমি ভেবেছিলাম আপনাকে ফোন করব—কাল কিম্বা পরশু, মানে যেদিন আপনার সময় হবে—" সতী ইতস্তত করে বলল, "আমার নিজের একটু দরকার আছে।"

কম্পমান দীপশিখার মতন একটা আবেগ শুভময়ের মনে থরথর করে উঠল। সতীর খুব কাছে সরে এসে সে অস্ফুট গলায় বলল, "কি বল?"

সতী দ্বিধা করল না, শুভময়ের টাই হাওয়ায় তার কাঁধের ওপর উড়ে পড়েছিল, সে আস্তে তা ঠিক করে দিতে দিতে বলল, "একটা ছোট অপারেশন আমার দরকার, আপনাকে ব্যবস্থা করতে হবে, যত শিগগির হয়—"

"অপারেশন?" শুভময় কিছু বিচলিত হয়ে সতীর চোখে চোখ রেখে বলল, "কি হয়েছে তোমার? কিসের অপারেশন?

"না-না, কিছু হয়নি—" শুভময়ের একটা হাত তুলে নিয়ে ঘুষ দেয়ার মতন চুম্বন করল সতী, এবং সব সঙ্কোচ মুছে ফেলে স্পষ্ট স্বরে বলল, 'কিছু যাতে না হয় তাই, আই মিন, সেলফ্ ডিফেন্সের জন্যে দিল্লী যাবার আগে আমার এই অপারেশন দরকার—" সে শুভময়ের বিমূঢ় মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল, "কি বলে আপনাদের ভাষায় ঠিক জানি না, লাইগেশন?"

সতীর কথা ফুরোতে না ফুরোতেই একটা উত্তেজনার ঘোরে শুভময় শাসন করবার মতন রূঢ় গলায় বলে উঠল, "কী বলছ সতী!"

শুভময়ের হাত সরিয়ে দিয়ে খুব আস্তে ফিসফিস করে সতী বলল, "আই নীড ইট।"

"ডোণ্ট টক ননসেন্স, এসব হয় না, আইনের বাধা আছে—ইউ আর স্টীল আনম্যারেড—"

"শুভ," দৃঢ়তার আভাসের মতন হাসির আভা সতীর ঠোঁট প্রসারিত করেছিল, "কি হয়, আর কি না হয়, এ সব আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করবেন না। আই মাস্ট গেট ইট ডান্। শুভ, কলকাতা শহরে আরও অনেক ডাক্তার আছে, আর—" সে তার হাসি আরও মধুর করে বলল, "নন্দলাল চৌধুরীর টাকা এখনো আমি খুশী মতন খরচ করতে পারি—"

"বাট ইউ মাস্ট নট ক্রস দি লিমিট!"

"লিমিটেশন্স্ যে আমার জীবনে নেই, ইউ নো ছাট বেটার।"

শুভময়ের মনের মধ্যে যে উত্তেজনা ফেনিয়ে উঠছিল সে তা দমন করবার খুব চেষ্টা করতে করতে সতীর হলদে ব্লাউজে আঙুল ছোঁয়াল, "সতী এখন থাক, যদি কখনো দরকার হয়—আমি কথা দিচ্ছি, তুমি যেখানেই থাক—"

"আমাকে একটা ডেট দিন ডাক্তার সেন, আই মিন অপারেশন ডেট, দেবেন ?"

শুভময় বিবর্ণ মুখে চুপচাপ থাকল কিছু সময়। হিমশীতল একটা স্পর্শ তার মনকেও অবসন্ন করে তুলছিল, "আর কিছুদিন সময় নাও। আর একটু ভাব—" শুভময় থেমে থেমে গভীর স্বরে বলবার চেষ্টা করল, "খেয়াল খুশী মতন তুমি তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সত্তার বিনাশ করতে পার না—"

"তা কি ?"

শুভময় বাংলায় বলতে পারল না, ইংরেজিতে বলল, "মাদারহুড।"

বড় বড় পার্টিতে নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে সতী যেমন করে হাসে, যেমন করে পা ফেলে নাচের ফ্লোরে—শুভময়ের কথা শুনে এখন তেমন করে হাসল, পায়ের মুদ্রা করল সেই রকম, "মা আমায় তা বুঝিয়ে দিয়েছে শুভ বলেছি তো সব কতবার! এই শরীর, দেখুন একবার তাকিয়ে, এ আমি

কখনো হরিড করে তুলব না—" সতী হাসল কলকল করে অনেক সময়, "একটা প্রেগন্যাণ্ট ওম্যানের চেহারা ভেবে দেখুন শুভ—টামি আপ, আইজ ডাল্—ড্যাম ইওর মাদারহুড! তাছাড়া ম্যারেজ ট্যারেজের কথা আমি এখন ভাবি না।"

"পরে যদি কখনো ভাব?"

"মা-র কথা ভাবব, এই বাড়ির কথা ভাবব—তখন আর আমার নিজের কথা ভাববার ইচ্ছে হবে না। শুভ, প্লিজ গিভ মি এ ডেট?"

"আজ থাক, সাম আদার টাইম—"

"না, আজই। আমার সময় বড় কম।"

তাহলেও কোন তারিখের কথা এখন বলতে পারল না শুভময়। শুধু তার চিকিৎসক ধর্মে যে বাধা ছিল তা নয়, আর একটি সূক্ষ্ম বোধ, নিবিড় মমতার অনুরণন তাকে মূক করে রেখেছিল। কেউ আর নেই সতীকে বাধা দেবার। উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবল এক ঢেউ তার কাছ থেকে সতীকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল দূর কোন অগ্নিকুণ্ডের গভীরে। সে তাপ এখনই অনুভব করছিল শুভময়।

শুভময় বলল, "এই রকম উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় আমি দিতে পারব না।"

সতী প্রসন্ন মুখেই বলল, "ইউ আর টকিং লাইক এ সোস্যাল রিফর্মার। মে আই আসক্, কিসের প্রশ্রয় দেবেন?"

"আই স্যুড লাইক টু সি ইউ গেট সেটেলড।"

সতীর গলায় বিদ্রূপ খেলছিল, "এণ্ড দেন? ডিসেপশন, অ্যাডালটারি, ডিভোর্স? মাদরহুডের প্রডাক্ ছেলেমেয়েদের সাফারিং?"

"তার মানে?"

"ক্যারিয়ারিস্ট মেয়েরা, ইফ দে গেট সেটেলড্—তাদের ভাগ্যে এই সব তো হয়।"

"ক্যারিয়ারের চেয়ে জীবন অনেক বড় সতী, সুখ অনেক কাম্য।"

সতী হেসে বলল, "আই অ্যাম সরি, আই কাণ্ট লিসন্ টু ইওর সারমন।"

"ক্যারিয়ার, ক্যারিয়ার, ক্যারিয়ার—" শুভময় উত্তেজিত হয়ে বলল, "তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন তুমি ফিল্মস্টার হতে যাচ্ছ। অ্যাক-চুয়েলি, তুমি কি চাও?

"আপাতত দিল্লীর হোটেল, পরে সুইজারল্যাণ্ড। আর শুনবেন? তারও পরে কোন এ্যামবেসেডারের সেক্রেটারী কিম্বা ফরেন সার্ভিস—" সতী তার সুবিন্যস্ত চুলে আঙুল বুলিয়ে বলল, "ফিল্মস্টারস বি ড্যামনড্। ডাক্তার সেন, ক্যারিয়ারিস্ট মেয়েদের এক-একটি স্টাডবুল্‌কে ফেস্ করতেই হয়—তাকে স্যাটিসফাই না করলে এগিয়ে যাওয়া যায় না। যেখানেই আপনি যান, রেডিও স্টেশন, গ্রামফোন কোম্পানী, এয়ার অরগানাইজেশন্ অর এনি এসটেবলিশমেণ্টস—দেখবেন, স্টাডবুল্ ঘোঁত ঘোঁত করছে মেয়েদের বুকের দিয়ে তাকিয়ে। গেট ইওরসেলফ আনড্রেসড্, লাই ডাউন—ইউ রিচ দি গোল ইন এ মিনিট—"

"সতী, আর ইউ ড্রাঙ্ক?"

"নট অ্যাট অল—" সতী নেশার ঘোরেই যেন বলল, "পুওর ম্যারেড উইমেন! স্টাডবুল্ স্যাটিসফায়েড, বাট হাসব্যাণ্ড ইজ ফ্যুরিয়াস! এণ্ড দেন? সুখ জ্বলজ্বল করে সংসারে, কি বলেন? ডাক্তার সেন, আমি স্বামীকে ডিসিভ করব না, ক্যারিয়ার করব—শুধু ক্যারিয়ার! লেট মি সি হাউ মেনি বুলস্ দেয়ার আর! শুভ, প্লিজ গিভ মি এ ডেট, আই মিন—"

শুভময় বেয়ারাকে ডাকল, বলল, "ড্রিঙ্কস!"

সতী বলল, "আই অ্যাম সরি। সোডা কি দেবে, ঠাণ্ডা না গরম।"

শুভময় বলল, "র' হুইস্কি দাও!"

"পুওর ডক্টর, ডোণ্ট কমিট সুইসাইড, প্লিজ—"

শুভময় চলে গেল অনেক পরে। তখনও ফিরে আসেনি নন্দলাল। স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে শুভময় দেখছিল রাতের ভুবন বিষণ্ন, বধির।

জোরে গাড়ি চালাতে পারছিল না শুভময়।

॥ ষোলো ॥

দিল্লী যাবার কয়েকদিন আগে সতী আর একটু অসংযমী হয়ে উঠল। শুভময় তাকে সাহায্য না করলেও উচ্ছৃঙ্খলতার সব ভীতি সে অপসারিত করতে পেরেছে। এখন তার মনে কোন দ্বিধা, কোন ভয় নেই। সতী এক সময় ভাবল, মাতৃত্বের সেই বীভৎস স্বাদ থেকে সে তার দেহকে চিরকালের জন্যে বঞ্চিত করে সার্থক করেছে। উৎকট একটা আনন্দে সতী দিশাহারা হয়ে উঠল এবং সম্ভোগের তীব্র লিপ্সায় অধীর হয়ে কলকাতায় তার শেষের ক'দিন অতিবাহিত করতে চাইল নিয়ম-ভাঙা, বেপরোয়া একটা মেয়ের মত।

এই সময় দেবনাথ সতীকে জানাল সুষমার মৃত্যু সংবাদ এবং তার শ্রাদ্ধে উপস্থিত থাকবার কথা বিশেষ ভাবে লিখল তাকে। দেবনাথের চিঠি দু-একবার পড়ল সতী। তার মা যেন অনেক দূরের মানুষ—সতীর মন বিষাদের কোন রেখায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল না। পরে সে ভাবল, যে-জীবন যাপন করত সুষমা, তার অবসান মুক্তির মতন। সুষমা বেঁচে গেছে।

এবারেও সান্ত্বনার কোন কথা এল না সতীর কলমে। সে খুব ছোট চিঠিই লিখল দেবনাথকে—নতুন চাকরীর কথা জানিয়ে বলল, এখন জাপলায় যাওয়ার আর সময় নেই। সুষমার শ্রাদ্ধের খরচের জন্যে দেবনাথকে একটা মোটা টাকা পাঠিয়ে তার কর্তব্য শেষ করল সতী।

পিছনে না সামনে। সতীর দৃষ্টি স্থির। তার জন্যে যে-জীবন তা কান্নার নয়, ভাবপ্রবণতার নয়—তা সুখের, সম্ভোগের। একটা নিষ্ঠুরতাকে নিজের অজ্ঞাতেই সতী যেন প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। সুখ তার আয়ত্তে এসে গেছে এখন।

একটা সত্য সতীর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সম্ভোগেই সুখ। এই দেহ একদিন জীর্ণ হবে, ভস্ম হবে—এই দেহ যতদিন সময় থাকে

ততদিন তৃপ্ত হোক, দায় মুক্ত হোক! তাহলে মনও হবে পূর্ণ, চরিতার্থ। চঞ্চলতার একটা বেগ সতীকে স্থির হয়ে বসে থাকতে দেয় না। সে বুঝেছে যে পরিপূর্ণতার পথ শুধু একটাই। কল্পলোক নয়, যা কঠোর, যা বাস্তব তা এখানে—এই জীবনে। সে জীবনকে আয়ত্ত করে নেয়ার পন্থাও একমাত্র। সে পন্থা সতীর নখদর্পণে স্থির হয়ে আছে। তার ভাবনার সুমেরু শিখর তুষারে-তুষারে অস্পষ্ট নয়, প্রখর সূর্যকিরণ সম্পাতে স্পষ্ট, উজ্জ্বল।

এই শহরের ছোঁয়ায় নয়, তারও আগে তাদের দীন সংসারে সুষমার মাতৃত্বের দায় বহন করতে করতে সতীর অনেকবার মনে হয়েছে মধুর এক কল্পনাই মেয়েদের জীবন থেকে অদৃশ্য শত্রুর মতন সব রূপ রঙ গন্ধ বর্ণ নিষ্ঠুরের মতন অল্প অল্প করে মুছে দেয়। তাই সতীর কাছে মাতৃত্বের কল্পনা ছিল ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্নের মতন।

এই দুর্ঘটনা যেন কখনো তার জীবনে না ঘটে।

কিন্তু পথ যে শুধু একটাই। আঙুরের বাক্সে দেহকে সযত্নে তুলে রাখলে সব পুরুষই বিমুখ হবে এবং অগ্রগমনের পথও রুদ্ধ হয়ে থাকবে। সধবা অথবা বিধবা কুমারী—তুমি যে-ই হও, জলুষ থাকলে তোমার দেহই তোমাকে তুলে দেবে অনেক ঊর্ধে। একটি একটি করে বাধার প্রস্তর সরে যাবে—ভেঙে যাবে।

অগ্রগমনে সতী উৎসুক বলেই তার দেহকে করেছে ভয় মুক্ত, ভার-মুক্তও। মাতৃত্বের দুর্ঘটনা আর কখনো ঘটবে না তার জীবনে। সম্ভোগের অনুভূতি নিষ্কম্প দীপশিখার মতন সতীর মনে অম্লান হয়ে থাকবে। তার যৌবন, যশ, দেহ মন উৎসাহ—সবই যেন থাকবে অটুট হয়ে। একটা দুঃসাহস সতীকে আরো সুন্দর করে রাখল।

গভীর রাতে কলকাতার কোন বড় হোটেলে সতী এসেছিল তার এক নতুন বন্ধুর নিমন্ত্রণে। শুধু পানাহারের নিমন্ত্রণ নয়, রাতের বন্য নৃত্য প্রদর্শনীও দেখবার আয়োজন করে রাখা হয়েছিল।

রাজেন্দর শাহ-এর দিল্লীর হোটেলে যে ম্যানেজারের পদ পাবে তার নাম ইন্দর কাপুর। রাজেন্দরের চিঠি নিয়েই সে এসেছিল শরৎ চ্যাটার্জি স্ট্রীটে সতীর সঙ্গে আলাপ করতে দিন দু-এক আগে। একই হোটেলে দু-জনে চাকরি করবে বলে অন্তরঙ্গতা চিরস্থায়ী করবার জন্যে সম্ভবত আজ রাতের এই নিমন্ত্রণ।

যেকথা সতীকে প্রথম দিনই বলেছিল ইন্দর, আজও বিদেশী সোনালী হুইস্কি টলোমলো গেলাসের দিকে চোখ রেখে বড় মধুর করে তা বলল, "তোমাকে দেখবার পর আমাদের প্রপাইটার মিস্টার শাহ-এর ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল!"

ইন্দর কাপুরের কথার অর্থ বুঝতে দেরী হলনা সতীর, তাহলেও সে কিছু না বোঝবার ভান করে কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করল "কেন?"

"তার রুচির জন্যে—নির্বাচনের জন্যে—" কাপুর হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিতে দিতে সতীর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আস্তে বলল, "তুমি যে আমাদের হোটেলের রেভিন্যু অনেক বাড়িয়ে দেবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত।"

"আর ইউ রিয়েলি?" সতী কৌতুক করে বলল এবং পরে ইচ্ছে করেই কাপুরের আর একটু কাছে সরে এল। অল্প অল্প হাসছিল সতী, কেননা সে বুঝতে পেরেছিল যে কাপুর ধরে নিয়েছে তার সঙ্গে রাজেন্দর শাহ-এর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাই সতীর সঙ্গে সে যেন ইচ্ছে করে ছোঁয়া বাঁচিয়ে কথা বলছিল।

কাপুর বলল, "মিস্টার শাহ তোমার দেখা পেল কেমন করে?"

অনেকটা হুইস্কি এক সঙ্গে গলায় দিয়ে সতী চেয়ারে জোরে ঠেস দিয়ে পা টান-টান করে হেসে বলল, "আর ইউ জেলাস?"

"ওঃ, নো।"

"ইউ সীম টু বি—" সতী বাঁকা চোখে তাকাল কাপুরের দিকে, কটাক্ষ করল, "কলকাতায় কেন এলে?"

"ক্যাবারে ডান্সারের খোঁজে—" সতর্ক হয়ে চারপাশে তাকিয়ে

কাপুর খুব আস্তে বলল, "দু-চারজনকে বেশী মাইনের লোভ দেখিয়ে ভাগিয়ে নিয়ে যাব।"

"কাউকে পেয়েছ।"

"হ্যাঁ। বম্বে, মাদ্রাজ হয়ে তবে কলকাতায় এলাম।"

"তুমি খুব কাজের লোক দেখছি।"

সতীর কথা শুনে আপ্তভৃপ্তির হাসি হেসে কাপুর বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ!"

সতী আবার গেলাসে চুমুক দিয়ে ঈষৎ জড়ানো স্বরে বলল, "সব জেনে-শুনে রাজেন্দর কেন তোমাকে আমার কাছে পাঠাল—" সে ঠোঁটে জিভ ঠেকিয়ে করুণার একটা অস্ফুট ধ্বনি উচ্চারণ করল, "পুওর রাজেন্দর!"

.ইন্দর সতীর ইঙ্গিত বুঝতে না পেরে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "একথা বলছ কেন?"

"ক্যাবারে ডান্সারদের মতন আমাকেও ভাগিয়ে নিতে পার তো তুমি!"

সতীর কিছু কিছু নেশা হয়েছে দেখে কৌতুক অনুভব করল ইন্দর কাপুর এবং নিজেও মনে মনে হঠাৎ বেশ অসংযমী হয়ে পড়ল, "তাহলে যে চাকরী যাবে আমার।"

সতী হাসল ইন্দর কাপুরের গায়ের ওপর প্রায় ভেঙে পড়ে, ডোণ্ট গেট নার্ভাস পুওর বয়, রাজেন্দর আমার কেউ নয়। আজ রাতে তুমি হোস্ট, আমি গেস্ট। হু নোজ, উই মে ডাই টু নাইট।"

ইন্দর কাপুর যেন এই জীবনের মায়ায় কাতর হয়ে বলল, "হেভেনস, প্লীজ ডু নট টক অব ডেথ।"

সতী আরো হাসল, "আই মীন ডেথ অ্যাট এ লারজার কনসেপসন। ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড মী?"

"ইয়েস, আই ডু।"

এখন ক্যাবারে আরম্ভ হওয়ার সময়। ব্যাণ্ডের লোকেরা প্রস্তুত হচ্ছে। সতী জানে আর একটু পরেই আসবে ঊর্ধ্ব উলঙ্গ ক্যাবারে নর্তকী। চটুল দৃষ্টি হানবে সে দর্শকদের দিকে। বাহু ওপরে তুলবে

ঘন ঘন। কোমর নাচাবে, নিতম্ব দোলাবে—চঞ্চল, অস্থির এবং যৌনক্ষিপ্ত করে তুলবে এখানকার মানুষদের।

বড় বড় হোটেলে এমন মেয়েরা অপরিহার্য অতিরিক্ত লাভের জন্যে। মদ বিক্রি হবে অনেক বেশী। এইসব মেয়েদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মানুষ বসে থাকবে শেষ অবধি। কেউ কেউ স্থির থাকতে পারবে না, উত্তেজনায় অধীর হয়ে লাফিয়ে পড়বে প্রায় নগ্ন নর্তকীর দেহের ওপর—তাকে খামচাবে, কামড়াবে কিম্বা যে-কাঁটা আলু বা মাংস বেঁধবার তা দিয়ে খোঁচা মারবে তার বুকে।

এমন দৃশ্যও সতী দেখেছে। তারপরেই হইচই, হুল্লোড় এবং নর্তকীর প্রস্থান। এসব সতীর গা সওয়া হয়ে গেছে। এরকম দৃশ্য দেখতে তার ভালই লাগে। তার পাশে যে ছেলে বন্ধু থাকে, এইরকম প্রদর্শনী দেখতে দেখতে সে বেসামাল হয়ে যায় আর সতীও তাকে সহজেই প্রশ্রয় দিতে পারে।

কিন্তু আশ্চর্য, তেমন কোন নগ্ন নর্তকী আজ এই আসরে এলনা। যে মেয়ে এল সে বিদেশীনি এবং সুন্দরী। তার গায়ে কোট, ভঙ্গীও চটুল নয়। মধুর কণ্ঠ। সে গান গাইতে শুরু করেছিল। তার গানের তালে তালে বাজনার ধ্বনিও উঠছিল।

এই আসরে এমন মেয়েকে আশা করেনি সতী। সে অপ্রসন্ন হয়ে বসে থাকল। প্রলয়ের যে পথ আস্তে আস্তে তার মনের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল, তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল অনেক দূরে—বন্য ক্ষিপ্ত করে তুলছিল, তা যেন ঢাকা পড়ে যাবে কুয়াশায়—সতী আর এগিয়ে যেতে পারবে না।

সে বিরক্ত হয়ে ইন্দর কাপুরকে বলল, "এ সময় এই রকম শুধু গান আমার ভাল লাগে না।"

"কি তোমার ভাল লাগে এ সময় ?"

"নাচ—আই মীন, ফ্যানাটিক ডান্স। গান-টান তো রেস্তোরাঁয় সন্ধ্যেবেলায় হয়। এখন কেন ? আই ওয়াজ অ্যাংসাসলি ওয়েটিং ফর ফুল ক্যাবারে—"

"হ্যাভ পেসেন্স এণ্ড ওয়েট।"

ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সতীকে গান শুনতে হচ্ছিল। আর শুনতে শুনতে আস্তে আস্তে তার অপ্রসন্ন মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠছিল। লাজুক মেয়ের মতন ভঙ্গী করে সুন্দরী মেয়েটি গানের সুরে হালকা রসিকতা করছিল— সে সরে যাচ্ছে তার প্রেমিকের জন্যে। বস্ত্রভার তাকে বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে। গাইতে গাইতে হাত ও পা দিয়ে অস্থিরতার ভঙ্গী করে সে তার কোট খুলল। স্কার্টও খুলে ফেলল। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে ফ্রক খুলল।

ছেলেরা হেসে উঠল খুব জোরে। মেয়েরা মাথা নীচু করে বসে থাকল। শুধু সতী এখন আরো প্রগলভ হল, ছেলেদের মতন সে-ও উচ্চহাসি হাসল—বার বার তাকিয়ে দেখল কাপুরের দিকে। তার চোখে কৌতুক উপচে পড়ছে।

ক্যাবারের সেই মেয়ে পিছন ফিরে একটি-একটি করে গোলাপী ব্র্যার হুক খুলছে, খোলা শেষ হল। এবং তারপরেই সে আবার ফিরল দর্শকদের দিকে। হাসির আওয়াজ ছড়িয়ে গেল এদিক থেকে ওদিকে। যে গান গাইতে-গাইতে ফ্রক স্কার্ট, এমন কি ব্র্যাও খুলে ফেলল এই মাত্র, সে মেয়ে নয়—ছেলে। তার মেয়েলী কণ্ঠ ও ভঙ্গী এতগুলো লোককে এতক্ষণ বোকা বানিয়ে রেখেছিল।

খুব হাসছিল সতী। আর কাপুর তার মত্ত অবস্থা উপভোগ করতে করতে বলল, "এনজয় করলে তো?"

হাসতে-হাসতেই সতী বলল, "আমি তো এনজয় করলাম। আর তুমি? পুওর ইন্দর!"

"কেন বল তো?"

"কি দেখবার আশা করেছিলে? একেবারে হতাশ!"

কাপুর মিষ্টি করে সতীর কথার প্রতিবাদ করল, "ক্যাবারে আর্টিস্ট-টার্টিস্টরা আমাকে কখনো হতাশ করে না—" সে হাসল, কিছু সময় ইতস্তত করে বলল, "আই ওণ্ডার, তুমি আমাকে হতাশ করতে পার।"

সতী বলল, "এই অল্প আলাপে তুমি আমার কথা একটু বেশী ভাবতে শুরু করে দিয়েছ যে!"

"তোমার গুণই আমাকে ভাবাচ্ছে।"

"অ্যাজ আই রিয়েলি কোয়ালিফায়েড ?"

সতীর মুখের কাছে মুখ এনে ইন্দর ফিস ফিস করে উঠল, "ইউ হ্যাভ স্পার্কলিং কোয়ালিটিজ !"

"থ্যাঙ্ক ইউ," সতী কটাক্ষ করে বলল, তুমি বেশী সেন্টিমেণ্টাল নও তো ?"

"কেন ?"

"মানে, আদার সেক্স-এর ব্যাপারে আমি একেবারেই সেন্টিমেণ্টাল নই—" সতীর মাথা ঝিমঝিম করছিল, একটু-একটু বমি ভাব হচ্ছিল এবং হুড়মুড় করে তার মুখ থেকে এ সময় কথাও বেরিয়ে আসছিল "প্রেম, সেন্টিমেণ্ট—এসব, আমার মনে হয়, আমাদের ভয়ঙ্কর দুঃখ দেয়—মেক লাইফ মিজারেবল। আসলে সেক্স একটা হাঙ্গার। ব্যাস, পরে আর কিছু নেই। বেশী দূর জের টানতে গেলেই মনটনি এসে যায়। হাউস-ওয়াইফ হওয়ার কথা আমি ভাবতে পারি না।"

"আমিও ভাবতে পারি না। ইউ হ্যাভ নট বিন বর্ণ টু বি এ হাউস-ওয়াইফ।"

সতী বলল, "রাইট।"

হঠাৎ ইন্দর কাপুরের স্বর নরম হল, মুখও ম্লান হয়ে এল। সে বলল সতীর উরুতে হাত ঘষতে ঘষতে, "দিল্লীতে এমন করে এত সময়ের জন্যে আর কি আমরা পাশাপাশি বসতে পারব ?"

"ওঃ গড—" সতী একটা চড় মারল কাপুরের পিঠে ও তার গায়ে ঢলে পড়ে চড়া গলায় বলল, "ইউ আর বিং সেন্টিমেণ্টাল।"

"সম্ভবত।"

"আই মাস্ট সান ইউ দেন—মাইণ্ড। মাই পুওর মাদার—" সতী নাচের ফ্লোরের দিকে দেখাল। ক্যাবারে নর্তকী এসে গেছে। এ যে পুরুষ নয় তা সহজেই বোঝা যায়, কেননা তার বুকের অনেকটা কোমল অংশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

সতী চোখ ফিরিয়ে নিল। আলো খুব উজ্জ্বল হলেও ছায়া-ছায়া

বিষণ্ণ এক দুপুরের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল তার। কাপুরের কাঁধে মাথা হেলিয়ে বেশ ভাবপ্রবণ হয়েই সে বলল, "মাই পুওর মাদার! কি ছিল তার জীবনে? প্রেম না, সেক্স না, উপভোগের কোন নেশাও না। সী ডায়েড লাইক এন আগলি বীচ!"

নিজের মা-র সম্পর্কে সতীর এই রকম বিশেষণ প্রয়োগ শুনে চমকে উঠল কাপুর এবং তার সন্দেহ হল এখন সে একেবারেই বেসামাল হয়ে পড়েছে। চিন্তার রেখা ফুটে উঠল কাপুরের কপালে—একটু ভয়ও হল। এমন অবস্থায় সতীকে নিয়ে সে কি করবে!

কাপুর ডাকল ঈষৎ বিব্রত হয়ে, "মিস মহলানবীশ?"

"ইয়েস ডিয়ার?"

"এবারে চল, রাত অনেক হল।"

"কোথায় যাবে? টু হেল অর টু হেভেন?"

"কোথায় যেতে চাও?"

সতী কিছু বলল না। অসুস্থ একটা মেয়ের মতন হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক দেখল। তারপর কাপুরের দিকে তাকিয়ে শাসন করবার মতন বলল, "আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও।"

ওরা খুব সতর্ক হয়ে আস্তে আস্তে ক্যাবারে নর্তকীর উদ্দাম নাচের সময় বাইরে এল। ট্যাক্সি পেতে বেশী সময় লাগল না কাপুরের। শরতের রাত থমথম করছিল।

॥ সতেরো ॥

সতীকে বাড়িতে নামিয়ে দেয়ার পরেও ইন্দর কাপুরের গাড়ি গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ। সে আতঙ্কিত হয়ে দেখছিল সতীর হেলে-দুলে চলা। সতী যদি পড়ে যায় তাহলে সে ছুটে গিয়ে তাকে ধরবে এবং পৌঁছে দেবে ভেতরে।

কিছুদূর এগিয়ে এসে সতী হঠাৎ পিছন ফিরে দেখল তখনো কাপুরের

গাড়ি দাঁড়িয়ে। সে আবার হাত নাড়ল, চিৎকার করে বলল, "গুড নাইট!" এবং যতক্ষণ না কাপুরের গাড়ি চলে গেল ততক্ষণ সতী নড়ল না—দাঁড়িয়ে থাকল। কেননা সে ভাবছিল কাপুর তাকে মাতাল বলে ধরে নিয়েছে। তার ওপর খুব রাগ হচ্ছিল সতীর।

ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। চারপাশ বড় চুপচাপ। লুকিয়ে ঝরা বৃষ্টির মতন সম্ভবত হিম পড়ছে। বুকের ভেতর কনকন করে উঠছে সতীর। নির্জন আকাশ তলায় দাঁড়িয়ে অদ্ভুত এক নিঃসঙ্গতা বোধ রাতের শেষ প্রহরে তাকে বড় ক্লান্ত ও পীড়িত করে তুলেছে! নেশার ঘোরে করুণ এক কান্নাকেই প্রশ্রয় দিতে ভাল লাগছিল সতীর। এবং চলতে চলতে অস্ফুট স্বরে সে দু-একটা কথাও বলে যাচ্ছিল।

"পূর্ণেন্দু—পুওর পূর্ণেন্দু! কি ভাব তুমি আমাকে? এ ক্রুয়েল উইচ? আই অ্যাম রিয়েলি!"

"মা, ওমা! তুমি কোথায় গেলে! মাগো!"

"শুভময়! ডার্লিং! একবার এস প্লীজ! আই অ্যাম রিয়েলি সিক—সিক অব লাইফ!"

কাপুরের গাড়ি চলে গেলেও এখনো মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখছিল সতী। এই নির্জনতা ও নিঃসঙ্গতা এবং দেহমনের ক্লান্তি এ সময় হঠাৎ সে সহ্য করতে পারছিল না। তার মনে হচ্ছিল ভিজে ঘাসের ওপর ছপ ছপ পায়ের শব্দ হচ্ছে। তার মা তাকে শাসন করছে, পূর্ণেন্দু তাকে আঘাত করতে চাচ্ছে।

নন্দলাল চৌধুরীর প্রসাদের মতন অট্টালিকা রাতের অন্ধকারে থমথম করছে—তা-ও যেন একটা কান্নাকেই ধরে রেখেছে। সতী তাড়াতাড়ি পা ফেলে মনের এই বিষণ্ন ভাব মুছে ফেলতে চাইল। বেশী মদ খেয়ে সে আর এই রকম অবসন্ন হয়ে পড়বে না।

মুখ ঈষৎ বিকৃত করে ব্যাগ থেকে চাবি বের করে দরজা খুলল সতী—ইচ্ছে করেই আলো জ্বালাল না। সে যে বেসামাল হয়ে যায় নি, নিজের কাছে তা প্রমাণ করবার জন্যে অন্ধকারেই আস্তে আস্তে সিঁড়ির কাছে এল—তারপর উঠে এল দোতলায়।

নরম বিছানায় গড়িয়ে পড়বার ইচ্ছায় নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সতী। অন্ধকারের প্রতিমূর্তির মতন এত রাতেও লম্বা বারান্দায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নন্দলাল! তার পাইপ জ্বলছে বাঘের হিংস্র চোখের মতন।

নন্দলালের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না সতী। সে-ও স্থির হয়ে থাকল। তার ভয় হল—এক্ষুনি নন্দলালের মুখ থেকে কড়া একটা শাসন ছুটে আসবে। দাঁড়িয়ে থাকতে সতীর বড় কষ্ট হচ্ছিল। নেশার ঘোর অনেকটা কেটে এসেছে তার।

শাসন নয়, একটা আবেগের ঘোরে বলে উঠল নন্দলাল, "কে?" দ্রুত পায়ে সে এগিয়ে আসছিল সতীর দিকে। চারপাশ চুপচাপ বলে তার শ্লিপার একটু বেশীরকম শব্দ করছিল।

"তুমি কে?" সতীকে চিনতে পেরে নন্দলাল যেন হতাশ হল, ক্লান্ত, ভাঙা স্বরে বলল, "ও তুমি!" একটা করুণ দীর্ঘশ্বাসের শব্দ সতীর কান ছুঁয়ে গেল!

মুখ নিচু করে সতী বলল, "এখনো জেগে আছেন কেন?"

"সতী, ইউ আর ড্রাঙ্ক। কোথায় গিয়েছিলে?"

"একটা পার্টি ছিল কাকা। আমি দিল্লী যাব কি-না—" সতী তার অসংলগ্ন স্বর গোপন করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে বলল, "তাই আমার বন্ধুবান্ধবরা পার্টি থ্রো করেছিল।"

নন্দলাল যেন ঈর্ষাকাতর চোখে সতীকে দেখল কিছু সময়। পরে থেমে থেমে বলল, "ইউ অল সীম টু বি ভেরি হ্যাপি। আর আমি একটা বোকার মতন শুধু তোমাদের দেখছি—"

"কাকা!"

"ঘরে মার, বাইরে মার! তোমার কাকীমা সংসার ছেড়ে আশ্রমে গিয়ে সুখী—" সতীর দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বিদ্রূপ করবার মতন বলল নন্দলাল, "তুমি হ্যাপী হবে দিল্লী গিয়ে। বলতে পার সতী, আমি কি পেলাম? অ্যাকচুয়েলি হোয়াট আই অ্যাম? কিং অব দি ডার্ক চেম্বার?"

"আমি তো বলেছি কাকা, প্লেনে প্রায়ই আমি কলকাতায় আসব—আপনাকে দেখে যাব—"

"কিন্তু তোমাকে দেখবার জন্যে আমি তো আর না-ও বেঁচে থাকতে পারি—"

"এসব বলবেন না।"

নন্দলাল বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল, "কেন? এসব শুনতে খুব খারাপ লাগছে?" অন্ধকারেই সতী বুঝতে পারল সে কড়া চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে, "সতী এত রাত করে একা-একা বাড়ি ফিরবে না। ইউ আর ইনটেলিজেণ্ট এনাফ টু আণ্ডারস্ট্যাণ্ড থিঙ্কস।"

নন্দলালের কথা ভাল লাগল না সতীর। তার স্বর শাসন করবার মতন। সতীর মনে পড়ল না এ ধরনের কথা নন্দলাল তাকে কখনো বলেছে। কিছু পরে সতী একটু জোরে বলল, "আমি সবই বুঝি।"

"না, বোঝনা—" স্বর খুব মৃদু হয়ে এল নন্দলালের, "তোমার বাবা আমাকে কি ভাববে আমি জানিনা। সতী, আমি একদিন তোমাকে বলেছিলাম, যা ভাল লাগবে তা-ই করবে—"

"আমি তা-ই করি কাকা।"

নন্দলাল আরও আস্তে বলল, "আই কেয়ায়েট বিলিভ ইউ। শুধু একটু কেয়ারফুল হবে।"

নন্দলালের সঙ্গে তর্ক না করে তাকে এড়িয়ে যাবার জন্যেই সতী বলল, "হবো।" এবং মনে মনে হাসল।

নন্দলাল আরও বলল, "দিল্লীতে যাও সতী—আমি তোমাকে বারণ করব না, তবে গেট সেটেলড অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল—" তার দু হাত ধরে সে বলল, "আমি তোমার জন্যে আজকাল আর কিছুই করতে পারি না—"

সতী হাসল, "আপনি আর কি করবেন কাকা!"

তার কথার উত্তর না দিয়ে নন্দলাল বলল, "আই অ্যাম অল মোস্ট ডেড! সব শেষ হয়ে এল সতী। আমার ফ্যাক্টরী প্রায় অচল। ওয়ার্কার্সরা আমাকে আজ প্রায় বার ঘণ্টা ঘেরাও করে রেখেছিল।"

সতী চমকে উঠল, "আপনি কি করলেন ?"

সতীর প্রশ্ন শুনে শুকনো হাসল নন্দলাল, "আমি ? আমিও সব ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবলাম। তবে আমার জানা কোন আশ্রম-টাশ্রম তো আর নেই।"

সতী বড় করুণ করে বলল, "আপনিও আশ্রমের কথা ভাবলেন ?

"না-না ঠিক তা নয়—" একটু থেমে বলল নন্দলাল, "জীবনের ওপর আমার কোন ইণ্টারেস্ট নেই।"

"দিল্লীতে যাবেন কাকা, আমার কাছে ?"

নন্দলাল আবার হাসল, "দেখি।"

সতী ভেবেছিল বিছানায় গড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম এসে যাবে। আর, সেকথা তার মনে হয়েছিল বলেই রাতের আলাদা পোশাক পরার ধৈর্য ছিল না। শাড়িটা আলনায় ছুঁড়ে দিয়ে বালিশে মাথা রেখেছিল সে।

কিন্তু কিছু পরেই সতী বুঝতে পারল তার চোখে একটুও ঘুম নেই। সে এখনো বড় অসুস্থ—এখনো তার আপন মনে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। ঘুম না এলেও সে চোখ খুলে রাখতে পারছে না—চোখে বড় ব্যথা। গলাও শুকনো-শুকনো। কিন্তু তবুও তার জল খাবার ইচ্ছে হল না। তার মাথা ঘুরছিল।

এই রকম অস্বস্তি আর যন্ত্রণার মধ্যেও হাসবার ইচ্ছে হচ্ছিল সতীর। এখনো তাকে সতর্ক করে দেয় নন্দলাল, তাকে সংসার করবার কথা বলে। স্পষ্ট করে সে তাকে কিছু না বললেও সতীর বুঝতে দেরী হয় না সে সতীর জীবনে একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে বলেই আতঙ্কিত হয় নন্দলাল। সতীও তাকে খোলাখুলি ভাবে বলতে পারে না যে সে-ভয় তার নেই।

ঘুম না এলেও এক-এক সময় তন্দ্রার মতন মনে হচ্ছিল সতীর। তার বালিশ কখনো নিচে নামছে, কখনো ওপরে উঠছে। ঘুর্ণনের অনুভূতিতে একটা অস্থিরতাও তাকে আরও যন্ত্রণা দিচ্ছিল এবং

পৃথিবীর প্রায় গোলাকার রূপ ফুটে উঠছিল তার চোখের সামনে।

খুব বড় একটা গ্লোবের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে সতী! গ্লোবটা ঘুরছে আস্তে আস্তে। সতী বিবসনা, চিরযৌবনা—সম্ভোগের বাসনা ছাড়া তার কোন বেদনা, পিছটান কিম্বা অনুতাপ নেই। সতীর মনে কোন সন্দেহ ছিল না যে সব বাকি নিয়ম-কানুন ভেঙে সে শুধু যৌবনকেই ধরে রাখবে।

যেমন ভেবেছিল ঠিক তেমন করেই লক্ষ্যভেদ করতে পারছে সতী। অবাধ অসঙ্কোচ বিচরণের বৃহত্তর দ্বার চিরকালের মতন রুদ্ধ করে নিজেকে সে ছড়িয়ে দেবে বিশ্বময়—সংস্কারের সীমারেখা অতিক্রম করে জীবনের সকল স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে। তার দেহ ধরে রাখবে সমুদ্রের লবণ, পর্বতের সুধা, নানা দেশের উচ্চবিত্ত মানুষের আঁচড়-কামড়ের দাগ। কোন বন্ধনভার তাকে কূপমণ্ডূকের মতন নির্দিষ্ট এক সীমানায় আবদ্ধ করে রাখব না।

কিছুদিন আগে পার্ক স্ট্রীটের এক হোটেলের বারান্দায় খুব অল্প সময়ের জন্যে শুভময়ের দেখা হয়েছিল। সেদিন ছিল শনিবার। সতীর সঙ্গে তার বন্ধুবান্ধব। তার তখন কাজ অনেক, সময় বড় কম।

তবু শুভময় হোটেলের বারান্দায় অপরাহ্নের গৈরিক আলোয় সংক্ষিপ্ত দু-একটি প্রশ্ন করেছিল, "কেমন আছ তুমি সতী ?"

সতী হেসে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "কেমন দেখছেন ?"

শুভময় কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে সতীকে দেখেছিল, পরে বলেছিল, "যা চেয়েছিলে, তা পেয়েছ ?

"দেখে বুঝতে পারছেন না ?"

শুভময় ম্লান হেসে খুব আস্তে বলেছিল, "কি পেলে সতী—কি ?"

"যা চেয়েছিলাম—তা-ই।"

একটা নিশ্বাস কিছু জোরে বোধহয় ফেলেছিল শুভময়, "যা পেয়েছ, পাচ্ছ—এসব না পেলেও কি হত ?"

তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিয়েছিল সতী, "ক্ষতি অনেক হত নিশ্চয়ই। আমি একেবারে ফুরিয়ে যেতাম। এই রকম

একটা জায়গায় আপনার সঙ্গে আমার দেখা হত না।"

শুভময় হেসেছিল, "আর ইউ প্রাউড অব সাচ এ প্লেস ?"

"ঝগড়া-তর্ক থাক। আমি আমিই থাকব।"

ঘন এক সুখে বিভোর হয়ে থাকবার চেষ্টা করে সতী। সে একটা ব্যতিক্রম হয়েই থাকবে। দেখা যাক, কতদূর সে যেতে পারে। গতির একটা তীব্র বেগ এখনো তার মনে ফেনিয়ে ওঠে। এবং মাতলামিকে প্রশ্রয় দেয়ার জন্যেই সে আপন মনে কুলকুল করে হাসে।

মনের কোমল একটা বৃত্তি—যার নাম প্রেম, তা অনুভব করতে পারে না বলেই সে অনুভূতিকে লালন করতে পারে না সতী—প্রশ্রয় দিতে পারে না। এবং তার জন্যে সে উন্মুখও নয়। প্রেম মানেই যৌনবোধ। এই বোধকে নানারকম রঙের তুলি বুলিয়ে মানুষ ভিন্ন একটা রূপ দেয়ার চেষ্টা করে, আর তার নাম দেয়, প্রেম।

পরে, অনেক পরে কি রেখে যায় প্রেম ? অবসাদ, অনুযোগ, ক্লান্তি আর বিবর্ণ একটা সংসার। এখন শুয়ে শুয়ে এসব কথা আবার মনে এল সতীর। আর পূর্ণেন্দু শুভময় রাজেন্দ্রর আর ইন্দরের কথা ভেবে সে খানিক হাসল। এরা সকলেই তার প্রেমিক। এরা কি শুধু তার মনই চায় ? এই দেহ বাদ দিয়ে শুধু মন ?

নিঃঝুম অন্ধকার রাত হঠাৎ চমকে উঠল এবং সতীও। এই মাত্র সে পিস্তলের আওয়াজ শুনল। রাত গভীর বলে শব্দ একটু বেশী জোরেই উঠেছিল। আতঙ্কগ্রস্তের মতন উঠে বসল সতী। দিন কাল খারাপ। কে উঠে এল দোতলার বারান্দায় পিস্তল হাতে নিয়ে ? কাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল ? খুব কাছ থেকেই ছুটে এসেছিল গুলির আওয়াজ।

আলো জ্বেলে দরজার কাছে এসে ইতস্তত করল সতী—এখন ঘরের বাইরে যাওয়া ঠিক হবে কি-না ? পরেই তার মনে হল, আর কেউ নেই এ বাড়িতে, শুধু নন্দলাল আর সে।

যে অবস্থায় ছিল সে-অবস্থায় হুড়মুড় করে নন্দলালের ঘরে ছুটে এল

সতী এবং তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার গলা চিরে। আলো জ্বলছিল নন্দলালের ঘরে। সতী দেখল সে পড়ে আছে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে, পাশেই একটা রিভলবার। সতীর নড়বার ক্ষমতা ছিল না।

॥ আঠারো ॥

শুভময়ের আসবার সময় না হলেও উৎকর্ণ হয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছিল সতী। ঘরের ঘন পর্দা টেনে বেয়ারা আলো জ্বেলে দিতে এসেছিল অন্ধকার হওয়ার আগেই, সতী সেসব কিছু করতে দেয় নি তাকে, হাত তুলে ইশারায় বারণ করছে।

অন্ধকারের নীরব অবতরণ সতীর মুখের ওপর, বুকের ওপর এবং শরীরের প্রত্যেক খাঁজের ওপর সে অনুভব করছিল স্নিগ্ধ প্রলেপের মতন। তার মনে হচ্ছিল অন্ধকারের এমন মোহময় রূপ সে দেখেনি অনেক—অনেক দিন। সে দেখেছে এক আশ্চর্য আলোর ভুবন—অবগাহন করে এসেছে তাপের জোয়ারে। এখন অন্ধকারে কিছু সময়ের বিশ্রাম তার চোখে ঘুমের আমেজ এনে দিচ্ছিল।

শেষ অবধি আর দিল্লী যাওয়া হয়ে ওঠেনি সতীর। নন্দলালের অকাল এবং অস্বাভাবিক মৃত্যু তার সব গোলমাল করে দিয়েছে। এ বাড়িতে সতী একেবারে একা। নন্দলাল তার সব বিষয়-আশয় সতীকেই দিয়ে গেছে। সুতরাং স্বচ্ছল জীবনযাত্রার জন্যে তাকে আর এখানে-ওখানে ছুটোছুটি করতে হবে না।

কিন্তু এ বাড়িতে একা থাকা বড় কষ্টকর। নিস্তব্ধ রাতে ছায়ার একটা দীর্ঘ মিছিল তাকে ঘিরে যেন চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। কচি-কচি মুখ, কলগুঞ্জন, নন্দলালের দীর্ঘ মূর্তি, সুষমার ম্লান চোখ, দেবনাথের হতাশা, প্রভাবতীর ব্যর্থতা, সতীর এক-একটি ভাইবোন—এইসব ছায়া-ছায়া ঝাপসা দৃশ্য, অনুভূতি এবং অভিব্যক্তি, ছেঁড়া-ছেঁড়া স্মৃতি সতীকে কাতর ও তৃষ্ণার্ত করে তোলে।

নন্দলালের মৃত্যুর খবর পেয়েও এ বাড়িতে একবারও আসে নি প্রভাবতী।

এখনো শুভময় এল না। হাতে ঘড়ি আছে সতীর। অন্ধকার। ঘড়ির কাঁটা স্পষ্ট দেখা যায় না। সতীর মনে হচ্ছিল, রাত অনেক হয়েছে। বাইরে প্রথম অগ্রহায়ণের কাটা-কাটা কুয়াশা ঝিমঝিম করছে। রাস্তাও এখন বড় নির্জন। গাড়ির আওয়াজ, হর্নের শব্দ এবং মানুষের কলরব অনেক কম।

কিন্তু এখনো সতীর মনে হচ্ছিল, প্রেতলোকের মতন নির্জন পরিত্যক্ত এই বাড়ির খোলা জানালা দিয়ে হাওয়ায় ভর করে কারা আসছে এ ঘরে—তার কানের কাছে অদ্ভুত এক শব্দ তুলছে—কতকটা পিস্তলের মতন। তারপর ধোঁয়ার ছেঁড়া-ছেঁড়া জাল সতীকে বাঁধছে পাকে-পাকে। তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

তুমি আমাদের আসতে দাও নি পৃথিবীতে, আমরা তোমাকে মারব—কচি-কচি গলার স্বর সতীর কানের কাছে খেলে গেল।

এইসব কথা যারা বলছিল, অন্ধকারে একা বসে-বসে একসময় সতীর মনে হল, তারা বাইরে থেকে আসছে না। তারা এখানেই আছে। এই ঘরে—সতীর বুকের ভিতরে। এবং অসংখ্য শিশু, অস্থির চঞ্চল—চড়ায় আটকে পড়া একটা প্রকাণ্ড জাহাজে উপবাসে জীর্ণ হচ্ছে দিনের পর দিন। অগ্নিকুণ্ডের ভিতর থেকে বাইরে আসবার জন্যে তারা যন্ত্রণায় ছটফট করছে, ব্যাকুল হচ্ছে পৃথিবীর দুর্বাসিক্ত শ্যামল মৃত্তিকায় দাপাদাপি করবার জন্যে। কিন্তু সে-পথ বন্ধ। এক-একটি কচি প্রাণ বাতাসের অভাবে মিলিয়ে যাচ্ছে মহাশূন্যে—বিনষ্ট হচ্ছে।

"আমরা তোমাকে মারব!"

সতীর মুখের ওপর আলোর কোন রেখা নেই এই মুহূর্তে। কিন্তু সেখানে আস্তে আস্তে অব্যক্ত যন্ত্রণার এবং কঠোর পিপাসার কয়েকটা রেখা ফুটে উঠেছিল। যেসব সন্তান তার বুকের ভিতরে আলো আর হাওয়ার জন্যে ছটফট করতে-করতে তাকে ভয় দেখাচ্ছিল, শাসন

করছিল—সতীর মনে হল, তারা হঠাৎ একসঙ্গে হুড়মুড় করে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। অন্ধ জড় বিকলাঙ্গ।

অন্ধকার। অন্ধকার। অন্ধকার।

সতী চোখ বন্ধ করে থাকল।

"চুপচাপ একা বসে আছ—তোমার কি হয়েছে?" শুভময় খুব আস্তে জিজ্ঞেস করল।

সতী শুভময়ের মুখের দিকে তাকাল না, অন্য দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত স্বরে বলল, "একা থাকতে বড় ভয় করে।"

"একা আছই বা কেন? দিল্লী-টিল্লী চলে গেলেই তো পারতে—"

এবার শুভময়ের দিকে তাকাল সতী। কিছু সময় সে চুপ করে থাকল। শুভময়ের শরীরের কোথাও ক্লান্তির কোন ছাপ ছিল না। এখনো সে পরিচ্ছন্ন, বড় উজ্জ্বল। সতী তাকে মনে মনে ঈর্ষা করছিল।

কিছু পরে সে শুভময়কে বলল, "বড় ক্লান্ত। কিছু করতে ইচ্ছে করে না, কোথাও যেতে ভাল লাগে না। টাকা-পয়সার তো আর দরকার নেই আমার।"

সতীকে অনেকক্ষণ দেখল শুভময়। প্রথমে তার মনে হয়েছিল নন্দলালের অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্যে সে এই রকম হয়ে গেছে। কিন্তু তার কথায় ভিন্ন আর এক বেদনার আভাস ছিল। শুভময় হঠাৎ বুঝতে পারল না সতীর মনোবেদনার আর কি কারণ থাকতে পারে।

সে অন্তরঙ্গ এবং হাল্কা স্বরে জিজ্ঞেস করল, "এত ভেঙে পড়লে কেন? প্রেমে-টেমে পড়লে নাকি?"

সতী ম্লান হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে ছোট করে উত্তর দিল, "না।"

"তবে? এমন অবস্থা কেন তোমার?"

সতী বলল, "আপনি ডাক্তার, তা আপনার বোঝবার কথা—" সে দু হাতে মুখ ঢেকে বলল, "আমার কিছু ভাল লাগছে না।"

শুভময় সতীর কাছে এল। আগের দিনের মতন তার গায়ে হাত রাখল। এবং আরও পরে বলল, "সব ঠিক হয়ে যাবে। একটু বাইরে টাইরে যাও। তোমার এত বন্ধুবান্ধব তারা কোথায়?"

"কিছু ভাল লাগে না। বাইরে গেলে আরও খারাপ লাগবে।"

সতীর পরিবর্তন দেখে সান্ত্বনা দেবার মতন শুভময় নরম স্বরে বলল, "বাবার কাছে যাবে?"

"ওদের আসতে লিখব ভাবছি—" কি ভাবতে ভাবতে একটু পরে সতী বলল, "মনে হচ্ছে আমি এই রকমই থাকব, যতদিন বাঁচব ততদিন—"

"আমি সব ঠিক করে দেব সতী।"

"না, পারবেন না।"

শুভময় ইতস্তত না করে সতীকে বুকে চেপে ধরে বলল, "আমি জানতাম এ রকম হবে, তুমি ক্লান্ত হবেই।"

"আমি সত্যি খুব ক্লান্ত। কতদূর গেলাম, কত দেখলাম। তবে আর যেতে পারছি না। এ বাড়িটাও যেন কেমন হয়ে গেছে! কি সব দেখি, শুনি।"

"সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সতী মৃদু প্রতিবাদ করল, "না, ঠিক হবে না। দরজা বন্ধ করে রাখলেও ওরা আসে—"

"কারা?"

"যাদের বাইরে আসবার পথ আমি নিজেই বন্ধ করে দিয়েছি—" সতী অন্য দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় বলল, "ওরা আসে আমার মনের মধ্যে, বাইরে বেরিয়ে আসবার জন্যে ছটফট করে, আসতে পারে না। আপনি আমাকে ঘুমের কড়া কোন ওষুধ দিতে পারেন না যা খেলে ঘুমিয়ে থাকা যায় অনেকক্ষণ।"

শুভময় সতীর প্রশ্ন শুনে চুপচাপ থাকল, উত্তর দিল না। তার সিগ্রেটের ধোঁয়া খেলছে, সিগ্রেট বিস্বাদ। সে তা অ্যাসট্রেতে রেখে টিপে-টিপে নেভাল, "ঘুম আবার ভেঙে যাবে সতী, আবার জেগে থাকতে হবে—তখন?"

সতী শুভময়ের কাঁধে মাথা হেলিয়ে কাতর স্বরে বলল, "কি করব? যেখানেই যাই নিজেকে মনে হয় এই রকম একটা বাড়ির মতন! সব দরজা বন্ধ। অন্ধকার। বাইরে আসা যায় না, তবুও কারা ছটফট করে বাইরে আসবার জন্যে—"

শুভময় আর একবার সতীকে আশ্বাস দেবার মতন দৃঢ়স্বরে বলল, "সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সতী আকুল হয়ে বলল, "শুভ, তুমি পারবে, যা-হয় একটা কিছু কর—" যেন আলোর রশ্মি বড় তীব্র বলে চোখ বন্ধ করে সে মাথা ঝাঁকাল।

শুভময় আরও সরে এল, প্রায় সতীর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার মতন —তাকে আদর করে বলল, "করবো।"

"কি?"

"আরও একটা দরজা আছে, যা খুলে গেছে তোমাকে প্রথম দেখার পর—এবার তুমিও তা খুলে দাও—" শুভময় মাথা রাখল সতীর বুকে, সতী তাকে চেপে ধরল অবলম্বনের মতন।

আরও একটা দরজা তখন খুলে যাচ্ছিল নিঃশব্দে এবং হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসছিল এক-এক অনুভূতি—সুস্থ সবল সন্তানের মতনই।

শুভময় মুখ তুলল পরে, অনেক পরে।

সতী কাঁদছিল।

॥ শেষ ॥